উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮০,৭৯৬.৮৪ (+২৯৪.৮৫)

নিফটি : ২৪,৪৬১.১৫ (+১১৪.৪৫)

বেসামাল বলিউড

এবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কবোমায় বেসামাল বলিউডও। হলিউডকে বাঁচাতে বিদেশে নির্মিত সিনেমার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। » ৭

লালকেল্লার মালিকানার মামলা খারিজ

লালকেল্লাকে নিজের সম্পত্তি বলে দাবি করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুলতানা বেগম নামে এক মহিলা। যদিও সুলতানার এহেন দাবি সোমবার খারিজ করে দিয়েছে আদালত। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	২১°	৩০°	২১°	৩০°	২২°	২৯°	২০°

কোটি টাকা চেয়ে সামিকে মৃত্যুহুমকি » ১২

শিলিগুড়ি ২২ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 6 May 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 345

কথায় কথায়

খাঁটি হিন্দুত্ব লেবেল দেখে চিনবেন

আশিস ঘোষ

ছবি ও সই দেখিয়া কিনিবেন। কিনিবার সময় বোতলে হলোগ্রাম দেখিবেন। কোনও এক তালমিছরির কোম্পানি নকল থেকে বাঁচতে এমন সব সতর্কতা লেখা বিজ্ঞাপন দিত। ক্রেতারা সতর্ক হতেন। বাজারের একই নামের প্রোডাক্টের নকল, ভেজাল ঠেকাতে এমন বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখা যেত এবং যায়। সে না হয় হল। তা বলে ভেজাল আর মিথ্যে হিন্দুত্ব! একদল বলছে ওদের হিন্দুত্ব আগাগোড়া ভেজাল, অন্য দল বলছে আমাদের হিন্দুত্ব শেখাতে এসো না। আমরা খাঁটি আরএসএসের লোক। অরিজিনাল সনাতনী, নাগপুরের প্রোডাক্ট। কত রকমের হিন্দুত্ব বাজারে রয়েছে কে জানে।

রাজনীতিতে হিন্দুত্বের একমাত্র ঠিকাদার বলে দাবি করা বিজেপির যে নানারকম ভেজাল আর নকল বেরিয়েছে তা কে জানত? দিঘায় জগন্নাথের মন্দিরে সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষ না গেলে জানাই যেত না। কে আসল হিন্দু তা নিয়ে বিজেপিতেই গৃহযুদ্ধ বেধেছে। একদল আরেক দলকে ভেজাল বলে গাল পাড়ছেন। পিছনে চলে গিয়েছে 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই।' আরেক দল সনাতনীদের জড়ো করে জগন্নাথ যাত্রার পালটা দিচ্ছে। তাদের হিন্দুত্বই খাঁটি বলে তাল ঠুকছে সমান তালে। ভাবুন তো ব্যাপারটা! রীতিমতো খোলকত্তাল বাজিয়ে মঞ্চ তৈরি করে সনাতনীদের একজোট করার ডাক দিচ্ছে এক পক্ষ, অন্য পক্ষ বলছে ওদের কথায় কান দেবেন না ওরা ভেজাল।

দিলীপ ঘোষ আর শুভেন্দু অধিকারীর লড়াইটা খুব গোপন কিছু নয়। দুজনে বলতে গেলে সাপে নেউলে। এরপর দশের পাতায়

সব চকচকে চাকরিই কিন্তু সোনা নয়

সকাল থেকে সন্ধ্যা ছুটছে ওরা। হাড়ভাঙা খাটুনির পর মাস গেলে মাইনে না পূরণ করতে পারে নিজের প্রয়োজন, না প্রিয়জনের। টেনেটুনে চলে দিন। অন্য মেট্রোপলিটান শহরের তুলনায় একশ্রেণির বেতন কাঠামো একেবারে কম। লিখলেন পারমিতা রায়

আমরা বলব আপনি ভাববেন

শিলিগুড়ি, ৫ মে : বহরে বাড়ছে শহর। মাথা তুলছে বহুতল। মূল সড়কের দু'পাশে ঠাঁই নাই দশা। তাই অলিগলিতে বাড়ি, ফ্ল্যাটের নীচতলা ভাড়ায় নিয়ে খোলা হচ্ছে দোকান। বেসরকারি স্কুল, নার্সিংহোম, ক্লিনিক এবং হোটেল তো হাতে গুনে শেষ করা যায় না। লোকে বলে, ইচ্ছে থাকলে শিলিগুড়িতে নাকি কাজের অভাব হয় না। কিন্তু সারা মাস খাটুনির পর যে পারিশ্রমিক হাতে আসে, তা কি আদৌ উপযুক্ত?

সমাজবিজ্ঞানের শিলিগুড়ি কলেজের বিভাগীয় প্রধান অমল রায়ের পর্যবেক্ষণ, 'এর প্রভাব কর্মীর মানসিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ওপর পড়ে। কর্পোরেটের অলিখিত নিয়ম মেনে ঝাঁ চকচকে জামাকাপড় পরে কাজে যাচ্ছেন অথচ মাস শেষে পাওয়া বেতন আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই ঘাটতি পূরণ করতে না পারার প্রভাব মননে গভীর। কম বেতনে কাজ করিয়ে নেওয়ার মানসিকতাও ভয়ানক।'

সকাল হতেই ইস্ত্রি করা শার্ট-প্যান্ট বা শাড়ি পরা এক ঝাঁক তরুণ মুখের দেখা মেলে শহরের পথে। এঁদের কেউ কাজ করেন সেবক রোডের শপিং মলে মোবাইলের শোরুমে, কেউ হিলকার্ট রোডের হোটেলের রিসেপশনে। কারও কর্মস্থল আবার বিধান মার্কেটের সোনার দোকান। বেলা বাড়লে আরেকদল অফিসের উদ্দেশে হন্তদন্ত করে রওনা হন। কনসালটেন্সি ফার্ম, নার্সিংহোম কিংবা কোনও বেসরকারি সংস্থার কর্মী এঁরা।

কোন পদে কত বেতন

- হোটেল ও গেস্টহাউস- সার্ভিস, রিসেপশন স্টাফ- ৭ থেকে ৯ হাজার টাকা
- রেস্তোরাঁ- ওয়েটার- ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা
- হোটেল, রেস্তোরাঁ- রান্নার লোক- ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা
- স্বাস্থ্যক্ষেত্র- ওয়ার্ড গার্ল/বয়, রিসেপশনিস্ট ও ক্লিনিং স্টাফ- ৮ থেকে ১২ হাজার টাকা
- দোকান (জামাকাপড়, প্রসাধনী)- কর্মী- গড়ে দশের কম। দোকান ছোট হলে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা

বড় অফিস, পদের নাম গালভরা অথচ বেতন? বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথায় যা উঠে এল, তাতে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। শিলিগুড়িতে এধরনের ক্ষেত্রে (ম্যানেজার, সহকারী বা ফ্লোর ম্যানেজারের মতো উঁচু পদ এই আলোচনায় ধরা হচ্ছে না) গড় বেতন ঘোরাফেরা করে আট থেকে ১২ হাজারের মধ্যে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে টাকার অঙ্ক বাড়ে, তবে তা একেবারে সামান্য হারে।

মূল চারটে সড়কের ধারের পাশাপাশি এনজেপি, জংশন এলাকায় একের পর এক হোটেল, গেস্টহাউস খুলেছে। সেখানকার বেশিরভাগ কর্মীর মাসে গড় আয় দশ হাজার। একাংশ আবার দিনমজুরির ভিত্তিতে রয়েছেন। কাজে এলে টাকা, নয়তো না। এরপর দশের পাতায়

পুরীর কাঠ দিঘায় যায়নি, জানাল ওড়িশা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ মে : দিঘার মন্দিরের 'জগন্নাথধাম' নাম নিয়ে বিতর্ক চলছে। তবে মূর্তির 'কাঠ' নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল তাতে জল ঢেলে দিয়েছে ওড়িশা সরকার। সে রাজ্যের আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন বলেছেন, 'নিম কাঠ চুরি করে দিঘায় জগন্নাথ বিগ্রহ তৈরি হয়েছে বলে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তা সত্য নয়।' দিঘার কর্মসূচিতে বড় ভূমিকা ছিল পুরীর মন্দিরের অন্যতম দয়িতাপতি রাজেশদাস মহাপাত্রের। তাঁকে শোকজ করেছে পুরীর মন্দির ট্রাস্ট।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

এতে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয়ানক ক্ষিপ্ত, তা স্পষ্ট হল সোমবার। মুর্শিদাবাদ যাওয়ার আগে তিনি বলেন, 'ওরা বলছে, আমি নিম কাঠ চুরি করেছি। আরে, আমার বাড়িতেই চারটে নিম গাছ আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত খারাপ সময় আসেনি যে নিম গাছ চুরি করতে হবে। জগন্নাথের মূর্তি কিনতে পাওয়া যায়। ওটা দয়িতাপতি অন্য জায়গা থেকে নিয়ে এসেছেন। শুনেছি, ওঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে। উনি উত্তর দিয়েছেন।'

দিঘার মন্দিরের নামে জগন্নাথধাম শব্দেও আপত্তি আছে ওড়িশা সরকারের। সেজন্য ওড়িশা থেকে নবান্নে চিঠিও এসেছে। তাতে ওই নাম ব্যবহার না করতে বলা হয়েছে। চিঠির প্রসঙ্গ উচ্চারণ না করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দিঘায় জগন্নাথধাম তৈরি হওয়ায় অনেকের গায়ে লেগেছে। আমি দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক, কালীঘাট স্কাইওয়াক তৈরি করেছি, তা নিয়ে প্রশ্ন হয় না। আমি দুর্গাপুজো করি, কালীপুজো করি, প্রশ্ন হয় না। জগন্নাথধামটা গায়ে লেগেছে।'

দিঘার মন্দিরের ডানপাশে উদ্বোধনের দিন জাতীয় সড়কে ইংরেজি হরফে 'জগন্নাথধাম' লেখা নীল রঙের বড় হোর্ডিং অনেকের নজর কেড়েছিল। সেই কাঠামো হঠাৎ উধাও। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সেই হোর্ডিং উধাওয়ের ছবি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। রামনগরের তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরি অবশ্য বলেছেন, 'মন্দির উদ্বোধনের সময় ওই অস্থায়ী কাঠামো তৈরি হয়েছিল। পরে সরানো হয়েছে চৈতন্যদ্বারের কাজের জন্য। কাজ শেষ হলে আবার বসানো হবে।'

দিঘার মন্দিরকে জগন্নাথধাম বলা হবে কি না, তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি কিছু বলেননি। তবে বারবারই জগন্নাথধাম শব্দটি উল্লেখ করেছেন। তবে কার্যত ওড়িশা এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

মুর্শিদাবাদে চক্রান্ত দেখছেন মমতা

» দশের পাতায়

যদি যুদ্ধ হয়...

সিভিল ডিফেন্স মহড়ার নির্দেশ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৫ মে : প্রতিরক্ষাসচিব রাজেশকুমার সিংয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকের কিছুক্ষণ পর কয়েকটি রাজ্যে আগামী ৭ মে সিভিল ডিফেন্স মহড়া আয়োজনের নির্দেশিকা পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। শেষবার এরকম মহড়া হয়েছিল ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। ৫৪ বছর বাদে ফের সিভিল ডিফেন্স মহড়ার আয়োজন তাই যুদ্ধের জল্পনাকে উসকে দিয়েছে। জল্পনা আরও বেড়েছে সোমবার বিকালে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে ডেকে পাঠানোয়। সেসময় সেখানে হাজির ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে রাহুলের আসা সিবিআইয়ের প্রধান বাছাইয়ের জন্য এক বৈঠকের জন্য অবশ্য সাফাই দেওয়া হয়। যদিও সিবিআইয়ের প্রধান বাছাইয়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির থাকার কথা। কিন্তু তাঁর উপস্থিতির বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

বরং রাহুলের সঙ্গে দোভাল ও স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনের বৈঠক হয়েছে বলে খবর মিলেছে। রাহুল অবশ্য ওই বৈঠক নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। সরকারের তরফেও কিছু জানানো হয়নি।

এ কোন সংকেত!

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে রাহুল, জল্পনায় ঘৃতাহুতি

অন্যদিকে, রাজ্যগুলিকে পাঠানো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশিকায় সিভিল ডিফেন্সের মহড়ায় বিমান হামলার আশঙ্কায় সাইরেন বাজানো, সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ, হঠাৎ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগুলিকে রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি হলে পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন রাজ্যগুলির বাসিন্দাদের কীভাবে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাবে অসামরিক প্রশাসন, তারও মহড়া দিতে বলা হয়েছে। রবিবার রাত ৯টায় প্রথম পঞ্জাবের ফিরোজপুর ক্যান্টনমেন্টে সব আলো নিভিয়ে 'ব্ল্যাকআউট ড্রিল' করে সেনাবাহিনী। স্থানীয় বাসিন্দাদের সেসময় আলো জ্বালতে নিষেধ করা হয়েছিল। সিন্ধু জল চুক্তি বাতিল, বাণিজ্য বন্ধ, চন্দ্রভাগা নদীর জল অবরোধ ইত্যাদির পর এই মহড়া নিয়ে তাই কৌতূহল সারা দেশে।

অন্যদিকে, রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে একঘরে করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে ভারত। পাকিস্তানের প্রতিনিধি আসিফ ইফতিখারের আবেদনের ভিত্তিতে ডাকা নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সন্ত্রাসবাদে পাক মদতের বিষয়টি তুলে ধরতে চাইছে নয়াদিল্লি। পহলগাম হামলায় পাক-যোগ অভিযোগে পরিষদের সদস্য ১৫টির মধ্যে ১৩টি দেশের সমর্থন ইতিমধ্যে আদায় করেছে সাউথ ব্লক। ভারতের বিপক্ষে রয়েছে মাত্র ২টি দেশ- পাকিস্তান ও চিন। এরপর দশের পাতায়

গৌতমকে এড়িয়ে বিতর্কে

উদয়নের কাছে উন্নয়ন-আর্জি বিধায়কের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ মে : শিলিগুড়ির মেয়রকে এড়িয়ে শিলিগুড়ি শহরের উন্নয়নে এবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর দ্বারস্থ হলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। কিন্তু শহরের উন্নয়নের দাবি নিয়ে মেয়রের কাছে না গিয়ে মন্ত্রীর কাছে কেন?

প্রশ্নে বিধায়ক শংকর ঘোষের সোজাসাপটা জবাব, 'শহরের উন্নয়ন নিয়ে কথা বলার জন্য মেয়রের কাছে সময় চাইলেও তিনি সময় দেননি। আমার মনে হয় শহরের মেয়র অনেক বেশি ব্যস্ত। তিনি আমাকে সময় দিতে পারেননি। তাই আমি মন্ত্রীর কাছে এসেছিলাম।' তবে শংকরের বক্তব্য প্রসঙ্গে গৌতমের সাফাই, 'শংকর আমার কাছে আসতে চেয়েছিলেন বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের কাজ নিয়ে। ওটা আমার এক্তিয়ারে পড়ে না। তাই আমি কমিশনার ম্যাডাম বা জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলাম।'

সোমবার উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে উদয়ন গুহর সঙ্গে দেখা করেন তিনি। শিলিগুড়ি বিধানসভার অন্তর্গত পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তাঘাট, নিকাশিনালা সহ একাধিক উন্নয়নের কাজ চেয়ে উদয়নের দ্বারস্থ হন শংকর। শংকরের দেওয়া তালিকা হাতে নিয়ে দপ্তরের কাজের তালিকা বের করে মেলান উদয়ন। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির উন্নয়নমূলক কাজের যে দাবির তালিকা শংকর দিয়েছেন, তার সঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের দেওয়া কাজের তালিকায় শুধু একটি রাস্তার কাজের আবেদনের মিল রয়েছে। বাকি কোনও কাজের মিল নেই। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের দেওয়া কাজের তালিকা অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করে দিয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। পুরনিগমের যে ওয়ার্ডগুলি শিলিগুড়ি বিধানসভার এলাকায় পড়ছে, সেই এলাকায় ১২ কোটি এবং যেগুলি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় রয়েছে সেখানে ১৩ কোটির কাজের টেন্ডারও হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

তর্জা

- শিলিগুড়ি শহরের উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে কথা বলতে মেয়রের কাছে সময় চেয়েছিলেন বিধায়ক
- বিধায়কের দাবি, মেয়র সময় না দেওয়ায় মন্ত্রীর দ্বারস্থ হন তিনি
- মেয়রের সাফাই, শংকর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের কাজ নিয়ে কথা বলতে চান। সেই এক্তিয়ার তাঁর নেই

বৈঠক থেকে বেরিয়ে শংকরের দাবি, 'আরও দিন ১৫ আগে এলে তোমার তালিকা অনুযায়ীও কাজ হত বলে মন্তব্য করেছেন উদয়ন।' এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে শংকরের বক্তব্য, 'আমার মনে হয় শহরের মেয়র অনেক বেশি ব্যস্ত। তিনি আমাকে সময় দিতে পারেননি। তাই আমি মন্ত্রীর কাছে এসেছিলাম। এলাকার উন্নয়নের কাজের কিছু তালিকা দিয়েছি। আশা করি, ওঁর কাছ থেকে ফিরতে হবে না।' এরপর দশের পাতায়

নামেও যায় আসে, যদি হয় পাকিস্তান

পাকিস্তান মোড়ের নাম ভারতমাতা মোড় করার দাবি উঠেছে।

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৫ মে : উইলিয়াম শেক্সপিয়র বলেছিলেন, 'নামে কী যায় আসে' রোমিও-জুলিয়েট-এ গোলাপের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, 'ভিতরের জিনিসের থেকে বাইরের নামে বিশেষ কিছু নেই'।

কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে নামেও অনেক কিছু যায় আসে। নাহলে হঠাৎ কেন মাটিগাড়ায় থাকা পাকিস্তান কলোনি বা মোড়ের নাম পরিবর্তনের দাবি উঠবে? তাও নামটি সরকারি খাতার পরিবর্তে যখন মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। সময়টা আসলে ভারত-পাক সম্পর্কের অবনতির এবং সীমান্তপারে যুদ্ধের আবহের। নেপথ্যে পহলগাম হত্যাকাণ্ড।

শুধু কি নাম পরিবর্তনের দাবি তোলা? ভারত ভূখণ্ডে কেন পাকিস্তানের নাম থাকবে, প্রশ্ন তুলে রীতিমতো আন্দোলনে নেমে পড়েছেন গেরুয়া ঝান্ডাধারী একদল তরুণ। ভারত-পাক কূটনৈতিক যুদ্ধ যখন চলছে, তখন বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ আন্দোলনের রাস্তায় নেমে সোমবার সটান পৌঁছে গেল মাটিগাড়ার বিডিও অফিসে। দ্রুত নাম পরিবর্তন করতে হবে, লিখিত আবেদন রাখা হল বিডিওর কাছে। শত্রু দেশের নাম-নিশান রাখা হবে না, স্পষ্ট করে দিলেন সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বলছেন, 'ভারতের ভিতরে এ রাজ্যে শত্রু দেশ পাকিস্তানের নাম থাকা শোভনীয় নয়। সম্প্রতি কাশ্মীরে যেভাবে নিরীহ মানুষের ওপরে নৃশংস হত্যালীলা চালানো হয়েছে, তা সমর্থন করা যায় না। নিন্দার ঝড় উঠেছে গোটা বিশ্বেই। আগামী প্রজন্মের জন্য নাম পরিবর্তন প্রয়োজন। আমরা চাই সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নাম পরিবর্তন করে ভারতমাতা মোড় রাখা হোক।' জবাবে মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য, 'একটি জায়গার নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম রয়েছে। প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড মিটিংয়ে প্রস্তাব নিয়ে রেজোলিউশন করতে হয়।

এরপর দশের পাতায়

নামবদল

- আন্দোলনে নেমেছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ
- মাটিগাড়ার বিডিও অফিসে লিখিত আবেদন
- দাবি, 'শত্রু' দেশের নামে জায়গার নাম রাখা যাবে না

লক্ষ টাকায় হাতবদল মেচির চরের জমি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৫ মে : ভারত-নেপাল সীমান্তে গড়ে উঠেছে নতুন বসতি। প্রশাসনের নাকের ডগায় লক্ষাধিক টাকায় বিক্রি হচ্ছে মেচি নদীর চরের জমি। ইতিমধ্যে প্লটিংও শুরু হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, শাসকদলের নেতাদের পরোক্ষ মদতে নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরজবর মৌজার এই জমি লুট হচ্ছে।

ভারত-নেপাল সীমান্তে মেচি নদীর চর হিসেবেই পরিচিত এই এলাকা। ভূমি দপ্তরের সমীক্ষায় এই এলাকায় রয়েছে ৩০০ একরের বেশি সরকারি জমি। এই জমির সবটাই ছিল ফাঁকা মাঠ। সীমান্তের রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী দেশ নেপালের বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি দেখা যায়। কিন্তু ইদানীং এই চরের জায়গা প্লটিং করে বহিরাগতদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে। কারা করছে, কোথা থেকে তারা এসে বাড়িঘর নির্মাণ করছে তার কোনও খবর নেই প্রশাসনের কাছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নেপাল থেকে প্রচুর লোক এখানে বসতি স্থাপন করেছেন। স্থানীয় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অবশ্য তা জানা নেই। হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে ব্লক প্রশাসনও। গত কয়েক বছরে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে সীমান্ত এলাকায় তৈরি হয়েছে ঝাঁ চকচকে রাস্তা। রকমজোত থেকে তারাবাড়ি মোড় পর্যন্ত কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এই রাস্তা। যার ফলে এই এলাকার সরকারি জমি এখন মাফিয়াদের টার্গেট। রকমজোত, সুরজবর, শিউবর, বড় মণিরামজোত এলাকায় রাস্তার দু'ধারে সরকারি জমিতে গড়ে উঠেছে একের পর এক বাড়িঘর। এই এলাকায় জমির দাম এখন আকাশছোঁয়া। অভিযোগ, শাসকদলের নেতাদের ধরলেই জমির দখল মিলছে। আবার প্লটিং করে খুঁটিতে জমির মালিকের নামও লেখা থাকছে। অনেকেই নেপালের নাগরিক হলেও ভারতের নাগরিকত্ব নিয়ে দখল করছে জমি। এর আগেও ভুয়ো দলিল, ভুয়ো খতিয়ান, ভুয়ো পাট্টা বানিয়ে হাতিঘিসাতে বিঘার পর বিঘা সরকারি জমি উত্তর-পূর্ব ভারতের বাসিন্দাদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। তার জন্য জেলে যেতে হয়েছে শাসকদলের নেতা-কর্মীদের।

ভারত-নেপাল সীমান্তে চরের জমি প্লটিং করে 'বিক্রি' হচ্ছে।

২০২১ সালে ভারত-নেপাল সীমান্তের সুরজবর মৌজায় গোর্খা ব্যাটালিয়নের জন্য ৩৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই জমিতে আর কোনওরকম কাজ হয়নি। এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল গোর্খা ব্যাটালিয়নের জন্য নির্দিষ্ট জমির লাগোয়া এলাকা প্লটিং করে খুঁটি পুঁতে দেওয়া হয়েছে। রকমজোত থেকে মেচি নদীর পিলার পর্যন্ত কয়েকশো খুঁটি পুঁতে রাখা হয়েছে। কারা করেছে তার কোনও উত্তর নেই স্থানীয় প্রশাসনের কাছে।

২০২১ সালেই এই এলাকায় ৭৫ একর জমিতে পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্প করার কথা ছিল। কিন্তু বাসিন্দাদের আন্দোলনের জেরে প্রশাসন জমি অধিগ্রহণ বন্ধ করে দেয়। এখন সেই জমি ধীরে ধীরে প্লটিং করে বিক্রির ছক কষছে মাফিয়াদের একাংশ। স্থানীয় বাসিন্দা তথা নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের সজনী সুব্বা বলেন, 'গোর্খা ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তর আমাদের এলাকায় হবে এই অপেক্ষায় আমরা রয়েছি। রাজ্য সরকারের ওপর আমাদের ভরসা আছে। কিন্তু এখানে সব জমি সরকারি জমি। কেউ কেনাবেচা করে থাকলে আমার জানা নেই। এর আগে সেখানে জমি বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল। তারপর আমরা সেখানকার কৃষকদের বলেছি কেউ অবৈধভাবে জমি কেনাবেচা করলে তার দায়িত্ব আমরা নেব না।' বিষয়টি নিয়ে দায় ঝেড়ে ফেলেছেন নকশালবাড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায়। তিনি বলেন, 'মেচি নদীর চর দখলের কোনও অভিযোগ আমার কাছে আসেনি। দলের কেউ যুক্ত থাকলে তার বিরুদ্ধে আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব।'

দার্জিলিং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক রামকুমার তামাং বলেন, 'সেখানে পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্প হবে কি না সেটা পুলিশ প্রশাসনই বলতে পারবে। তবে জমি প্লটিংয়ের অভিযোগ বিএলএলআরও খতিয়ে দেখবেন।'

হরিণ মেরে মহাভোজ, গ্রেপ্তার ৩ জন চা শ্রমিক

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৫ মে : বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে হরিণ মেরে সেই মাংস দিয়ে মহাভোজের প্রস্তুতি ভেস্তে দিল বন দপ্তর। রবিবার বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ভুটান সীমান্তের টিয়ামারি বনাঞ্চলে হরিণটি শিকার করা হয়। রাতে রায়ডাক চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় সেই মাংস জমিয়ে খাওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। বন দপ্তর খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম কুশল কিশপোত্তা, এফ্রেম মিঞ্জ ও অনিল টোপ্পো। তারা সকলেই রায়ডাক চা বাগানের চার নম্বর লাইনের শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দা। প্রত্যেকে পেশায় চা শ্রমিক। তিনজন হাতেনাতে ধরা পড়লেও আরও কয়েকজন অভিযুক্ত পালিয়ে গিয়েছে বলে বন দপ্তর জানিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় তিন কেজি রান্না করা মাংস উদ্ধার করা হয়েছে। এবিষয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর দেবাশিস শর্মা বলেন, 'কয়েকজন মিলে পূর্ণবয়স্ক একটি হরিণ মেরে ভোজের আয়োজন করার মতলব করছিল। বনকর্মীরা বুঝতে পেয়ে অভিযান চালিয়ে তিনজন চোরাশিকারিকে ধরতে পেরেছেন। উদ্ধার হওয়া হরিণের মাংস পরীক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠানো হবে।'

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানের পরে যারা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে তাদের ধরার চেষ্টা চলছে। রবিবার রাতে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের টিয়ামারি বনাঞ্চলে ধৃত তিন চা শ্রমিক সহ আরও কয়েকজনের একটি দল একটি পূর্ণবয়স্ক হরিণ শিকার করে। সেটিকে কেটে মাংস ভাগাভাগি হয়। শ্রমিক মহল্লায় রাত আটটা নাগাদ তারা মহাভোজের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ওই সময় নর্থ রায়ডাক এবং টিয়ামারি বিটের বনকর্মীরা সেখানে হানা দিয়ে তিনজনকে হাতেনাতে ধরেন। বনকর্তারা এও জানিয়েছেন, এই ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজনের নাম ও ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে। বাকিদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। সব অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করা হবে। এবিষয়ে ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা চলে। সমাজকর্মী অসিত শিকদার বলেন, 'নানা সময় বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষা করার প্রচার চালানোর পরেও এমন ঘটনা সত্যিই দুঃখজনক।'

এর আগে ২০২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পেরই ভুটান সীমান্তের ময়নাবাড়ি বনাঞ্চলে হরিণ শিকারের ঘটনায় অভিরাম টোপ্পো নামে কার্তিকা চা বাগানের ধোবি লাইনের এক বাসিন্দা গ্রেপ্তার হয়েছিল। বন দপ্তর ঘটনাস্থল থেকে ২০ কেজি কাঁচা মাংস এবং মাংস রান্নার সরঞ্জাম উদ্ধার করেছিল। এছাড়া বছর পাঁচেক আগে ধওলাঝোরা চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় চলে আসা একটি হরিণ মেরে মহাভোজ করার প্রস্তুতির সময় অভিযান চালিয়ে দাদুল নায়েক নামে এক চা শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তার শোয়ার ঘরে খাটের নীচে লুকিয়ে রাখা হরিণের মাংস বনকর্মীরা উদ্ধার করেন। পাশপাশি কোহিনুর চা বাগানেও মহাভোজের আসর থেকে বনকর্মীরা মিনু ওরাওঁ, বিরসা ওরাওঁ ও অ্যান্থনি লাকড়া নামে তিন চা শ্রমিককে হরিণ মারার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিলেন। সঙ্গে সাত কেজি হরিণের মাংসও উদ্ধার হয়। বন্যপ্রাণী শিকারের বিরুদ্ধে এত প্রচার অভিযান চালানোর পরেও ফের এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে সকলেই হতবাক।

প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে সামগ্রী নিয়ে ফিরল বিএসএফ

জমিতে কাঁটাতারের বেড়ায় বিপত্তি

সাজাহান আলি

কুমারগঞ্জ, ৫ মে : নিজেদের সীমানা অতিক্রম করে রাস্তা ও গ্রামবাসীর জমির উপর কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছিল বিএসএফ। কিন্তু, তা মেনে নিতে পারেননি গ্রামবাসী। যা নিয়ে শুরু হয় দুইপক্ষের বিবাদ। এমনই বিবাদকে কেন্দ্র করে সোমবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত উত্তেজনা ছড়াল কুমারগঞ্জ ব্লকের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম ফকিরগঞ্জে। যদিও পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে আসে। নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন বিএসএফ জওয়ানরা।

জমির মধ্যে দিয়ে বিএসএফ-এর কাঁটাতার। কুমারগঞ্জের ফকিরগঞ্জে।

ফকিরগঞ্জের বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিএসএফ জোর করে এলাকার মানুষের জমির উপর লোহার পোল পুঁতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করে এদিন সকালে। এটা নিয়ে স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে বিএসএফ জওয়ানদের বাদানুবাদ ও বিবাদ শুরু হয়। এলাকার মানুষ বিষয়টি বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, ভূমি সংস্কার দপ্তর, এলাকার বিধায়ক, তৃণমূলের নেতাদের সহ জেলার মন্ত্রীকে জানান।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা জয় হিন্দ বাহিনীর কর্মকর্তা নুর আলম মোল্লার অভিযোগ, 'বিএসএফ জোর করে এলাকার রাস্তা, জমি দখল করে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে। এর ফলে বিভিন্ন যানবাহন সহ সাধারণ মানুষের সীমান্ত এলাকায় যাতায়াত করতে ভীষণ অসুবিধা হবে। তাই বিষয়টি বিবেচনা করে বিএসএফকে এই কাজ থেকে পিছিয়ে যাওয়া দরকার। গ্রামবাসীদের প্রত্যেকেরই দাবি বিএসএফ নিজের সীমানায় কাঁটাতার দিলে, কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু, অন্যের জমি যেন জোর করে দখল না করা হয়।'

> আমি দপ্তরের লোকজনকে নিয়ে গিয়ে এলাকার জমি পরিমাপ করে বিএসএফ-কে সীমানা বুঝিয়ে দিয়েছি। এরপরে তাঁরা পোল ও কাঁটাতারের বেড়ার সরঞ্জাম সরিয়ে নিয়ে নিজেদের সীমানায় ফিরে গিয়েছে।
>
> **সঞ্জয় দত্ত** *রেভেনিউ ইনস্পেকটর, ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর কুমারগঞ্জ*

বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, 'এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে আজ আমার কাছে অভিযোগ এসেছে। আমি বিষয়টি ভূমি সংস্কার দপ্তরকে দেখার জন্য বলেছি। আমি নিজেও বিষয়টি দেখছি। আশা করি সমস্যা মিটে যাবে।' কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদারকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁর মন্তব্য, 'ফকিরগঞ্জে বিএসএফের বেড়া দেওয়া নিয়ে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। বিএসএফ পরে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে কুমারগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রেভেনিউ ইনস্পেকটর সঞ্জয় দত্তের মন্তব্য, 'ফকিরগঞ্জে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তা পুরোপুরি মিটে গিয়েছে। আমি এইমাত্র দপ্তরের লোকজনকে নিয়ে গিয়ে এলাকার জমি পরিমাপ করে বিএসএফ-কে সীমানা বুঝিয়ে দিয়েছি। এরপরে লোহার পোল ও কাঁটাতারের বেড়ার সরঞ্জাম সরিয়ে নিয়ে নিজেদের সীমানায় ফিরে গিয়েছে।'

কুমারগঞ্জ ব্লকের বিজেপির কনভেনার রঞ্জিত দেব বলেন, 'বিএসএফ বা অন্য কেউ কারও জমি দখল করে অশান্তি সৃষ্টি করুক আমরা কখনওই চাই না। তবে শেষ পর্যন্ত ফকিরগঞ্জের মানুষের কোনও ক্ষতি হয়নি জেনে খুশি হলাম।'

রোজনামচার জীবনযুদ্ধ।। *এত পরিশ্রম, তবুও তিনি অবিচল। তাবাকোশির জঙ্গলে।* -সংবাদচিত্র

আজ টিভিতে

টায়রার ষড়যন্ত্রে গায়ত্রীর থেকে আরও দূরে সরে যাবে দুগ্গামণি?
দুগ্গামণি ও বাঘমামা রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ রকি, বিকেল ৪.১০ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৭.১০ লাভেরিয়া, রাত ১০.০৫ হিরো
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, দুপুর ১.৩০ আশা ও ভালোবাসা, বিকেল ৪.৩০ বৌমার বনবাস, রাত ১০.৩০ চিতা, ১.০৫ অংশুমান
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ প্রতিশোধ, ১০.০০ রণক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ বিধাতার খেলা, বিকেল ৪.১৫ আপন হল পর, সন্ধে ৭.১৫ পরিবার, রাত ১০.১৫ ওয়ান্টেড, ১.০০ আরশিনগর
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সাত ভাই চম্পা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চ্যাম্পিয়ন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অতিথি শিল্পী
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.০৭ হিম্মতওর, দুপুর ২.০২ জুদাই, বিকেল ৫.০০ পুলিশ পাওয়ার, রাত ১০.৩৪ দ্য রিয়েল ডন রিটার্নস-টু
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১.০৯ স্কন্ধ, বিকেল ৪.৩১ এতরাজ, সন্ধে ৭.৩০ স্পাইডার, রাত ১০.১১ উরি-দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩০ বার বার দেখো, দুপুর ১.৫৫ কেদারনাথ, বিকেল ৩.৫৩ রাজি, সন্ধে ৬.১৫ এজেন্ট বিনোদ, রাত ৯.০০ ঘুমর, ১১.১৭ ডন-টু
রমেডি নাউ : দুপুর ২.৪০ মার্লি অ্যান্ড মি, বিকেল ৪.৩৫ মাই সুপার এক্স-গার্লফ্রেন্ড, সন্ধে ৬.০৭ হোয়াটস ইয়োর নম্বর? ৭.৪৬ দ্য স্টার্ভিং গেমস, রাত ১০.২৯ পেনেলোপ, ১১.৫৬ অ্যান্ড সো ইট গোজ

ওয়ান্ডেট রাত ১০.১৫
কালার্স বাংলা সিনেমা

উরি- দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক
রাত ১০.১১ **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি**

আইস এজ : ডন অফ দ্য ডাইনোসরস

চিকেন অল ইজ ওয়েল এবং চিজি পরোটা তৈরি শেখাবেন আলেয়া খাতুন। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

পতিত জমিতে অন্য চাষ, তাক লাগাল ভান্ডিগুড়ি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ মে : পতিত জমিতে তরমুজ ও অন্যান্য সবজি চাষ করে এলাকার প্রায় এক হাজার মানুষের উপার্জনের ব্যবস্থা করল জলপাইগুড়ির ভান্ডিগুড়ি চা বাগান কর্তৃপক্ষ। বাগানের চা চাষের জমির বাইরের ১৩ একর জমিতে তরমুজ, খোরমুজ, শসা, পুদিনা, কাঁকড়ি চাষ করা হয়েছে। গত কয়েকদিনে জমি থেকে ফসল তুলে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন বাজারে বিক্রিও করা হয়েছে। এমনকি ফল ও সবজি চাষের পর আরও পাঁচ একর পতিত জমিতে বাগান কর্তৃপক্ষ পুকুর কেটে মাছ চাষেরও উদ্যোগ শুরু করেছে। মাছ চাষের ফলে আরও ১০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে বলেও বাগানের তরফে জানানো হয়েছে। এবিষয়ে বাগানের প্রিন্সিপাল অফিসার সুজয় সেনগুপ্ত বলেন, 'তরমুজ সহ অন্য ফসল চাষ করার সময় প্রতিদিন ৯০ জন করে কাজ পেয়েছেন। এখনও অনেকে ফসল তোলার কাজে যুক্ত। তবে এঁরা কেউই চা শ্রমিক নন। সকলেই বাগান লাগোয়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে অনেক বেকার তরুণও রয়েছেন।'

জলপাইগুড়ি শহর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভান্ডিগুড়ি চা বাগান। বাগানের ৪০০ হেক্টর জমিতে চা গাছ রয়েছে। স্থায়ী চা শ্রমিকের সংখ্য ৬৫০। বাগান কর্তৃপক্ষ চা চাষে নিজেদের আর্থিক লোকসান এড়াতে পতিত জমিতে গত বছরের শেষ দিকে চার প্রজাতির তরমুজ চাষ শুরু করে। এছাড়া শসা, খোরমুজ, কাঁকড়ি ও পুদিনার চাষও করা হয়। সুজয় আরও জানান, এছাড়া পাঁচ একর পতিত জমিতে পুকুর কাটা হয়েছে। বর্ষার আগেই সেখানে মাছ চাষ করা হবে। তাতেও প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে। এক স্থানীয় বাসিন্দা বীরবল রায়ের কথায়, 'আমরা অন্যের জমিতে কাজ করি। তবে চা বাগানের জমিতে একটানা তিন মাস চাষাবাদের কাজ করে মজুরি পেয়েছি। আমরা প্রায় এক হাজার বেকার লোক উপার্জনের রাস্তা দেখলাম।' আরেক বেকার তরুণ সুশীল রায়েরও একই বক্তব্য। তাঁর কথায়, 'বাগান কর্তৃপক্ষ আমাদের কৃষিকাজে যুক্ত করে মজুরি দিয়েছে। ফসলও ভালো হয়েছে।'

রাজ্য সরকার সম্প্রতি চা বাগানের লিজ নেওয়া জমির অব্যবহৃত ৩০ শতাংশ এলাকায় চা চাষের বাইরে অন্য কিছু করার কথা বলেছে। সুজয়ের কথায়, 'আপাতত লিজ নেওয়া জমিতে অন্য কাজ শুরু করিনি। তবে খুব শীঘ্রই অ্যাভোকাডো চাষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু লিজ ল্যান্ডের বাইরে ১৯ একর পতিত জমি আলাদাভাবে কেনা হয়েছিল। ওই জমি বেশ নীচু তাই

ভান্ডিগুড়ির জমিতে তরমুজের ফলন।

জল জমে। সেই জমিতে চা চাষ হবে না। গত বছর প্রায় ১২০০ জন স্থানীয় মানুষকে দৈনিক মজুরিতে কাজ দিয়ে জমি চাষাবাদের উপযোগী করা হয়। তারপর চাষের সময় আরও এক হাজার মানুষ তিন মাস কাজ পেয়েছেন। এখন উৎপাদিত ফসল তোলা হচ্ছে।' তাই চা চাষের বাইরে কৃষি ও ফলের চাষ করাই বাগানের লক্ষ্য। এতে স্থানীয় মানুষ ও শ্রমিকদের বাড়তি উপার্জন এবং বাগানের আয় দুই-ই হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

জেইই ও নিটের কোচিং পাবে দুঃস্থ পড়ুয়ারা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ মে : ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখে অনেকেই। মেধাও থাকে। তবে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আর্থিক অনটন। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোচিং নিতে না পারায় অনেকের সেই স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। কিন্তু এবার দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদেরও স্বপ্নপূরণের উদ্যোগ নিল কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর (মাধ্যমিক)। দপ্তরের তরফে জেলার দুঃস্থ দ্বাদশ শ্রেণির মেধাবী পড়ুয়াদের অনলাইনে বিনামূল্যে জেইই ও নিট-এর কোচিং দেওয়া হবে। সোমবার এবিষয়ে জেলার বাছাই করা কয়েকজন শিক্ষককে নিয়ে কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরে একটি বৈঠক হয়। এবিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'জেলায় অনেক সদ্য দ্বাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ দুঃস্থ কিন্তু মেধাবী পড়ুয়া রয়েছে। তাদের পক্ষে পয়সা দিয়ে বিভিন্ন নামীদামি কোচিং সেন্টারে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। আমরা সেই পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ তৈরির লক্ষ্যে বিনা পয়সায় অনলাইন কোচিং-এর মাধ্যমে জেইই ও নিটের প্রস্তুতিতে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিক্ষকদের সহযোগিতায় বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর এবিষয়ে নজরদারি করবে।'

আগামী ৭ মে উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই জেলায় এই অনলাইন কোচিং শুরু হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই উদ্যোগের জন্য আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ডিআই অফিস থেকে সরকারিভাবে জেলার প্রতিটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলকে চিঠি পাঠানো হবে। চিঠিতে প্রতিটি স্কুলকে একাদশ থেকে দ্বাদশে উত্তীর্ণদের মধ্যে তিন থেকে চারজন দুঃস্থ অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীর তালিকা পাঠানোর নির্দেশও দেওয়া হবে। সেইসব পড়ুয়াকে নিয়ে অনলাইনে গ্রুপ করে কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সপ্তাহে চারটি করে ক্লাস নেওয়া হবে। প্রতিটি ক্লাস এক থেকে দেড় ঘণ্টার। জেলার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্নপূরণে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরের এই উদ্যোগকে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন স্বাগত জানিয়েছে। এদিন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের নেতৃত্বে হওয়া বৈঠকে বিশিষ্ট শিক্ষক ছাড়াও সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক বরুণ মজুমদার, সুজিত মণ্ডল সহ জেলা শিক্ষা দপ্তরের অন্য আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা এবং আনন্দ। **বৃষ :** নতুন চাকরির সুযোগ আসবে। দূরের বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। **মিথুন :** শরীর নিয়ে অহেতুক চিন্তা। ব্যবসার জন্য বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। কর্কট : সামান্য কারণে রেগে গিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে মনোমালিন্য। দাম্পত্যের অশান্তি কাটবে। **সিংহ :** বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। প্রেমে শুভ। **কন্যা :** অফিসে কোনও জটিল কাজ সম্পূর্ণ করে জনপ্রিয় হবেন। রাজনীতি থেকে বেশ সমস্যা। **তুলা :** বন্ধুকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। পেটের অসুখে চিন্তা। **বৃশ্চিক :** বাড়িতে অতিথির আগমনে আনন্দ। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতের অমিল। **ধনু :** ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। **মকর :** কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। চিকিৎসায় সুস্থ। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন থেকে আনন্দ। **কুম্ভ :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। বেশি পেতে গিয়ে সমস্যা পড়বেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **মীন :** রাজনীতি থেকে সমস্যা। কর্মক্ষেত্রে জটিল অবস্থা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ বৈশাখ, ৬ মে, ২০২৫, ২২ বহাগ, সংবৎ ৯ বৈশাখ সুদি, ৭ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৫, অঃ ৬।৩। মঙ্গলবার, নবমী দিবা ১২।৭। মঘানক্ষত্র রাত্রি ৭।৬। ধ্রুবযোগ রাত্রি ৩।২৯। কৌলবকরণ দিবা ১২।৭ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।২৬ গতে গরকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ৭।৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ১২।৭ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৬।৪৩ গতে ৮।২০ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৬ গতে ৮।৪৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও দশমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৭ গতে ১০।১৪ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২। ৩৬ মধ্যে ও ৩।২৯ গতে ৫।১৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।০ গতে ১১।১১ মধ্যে ও ১।২২ গতে ২। ৪৯ মধ্যে।

কর্মখালি

শপিংমল ও ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড/সুপারভাইজার চাই।বেতন 12,500, PF+ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া, মেস, মাসে ছুটি। M : 89459 25318, 9775539686. (C/116307)

●

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য Data Entry-র লোক চাই। M : 7699002805. (C/116307)

●

স্কুলের টাটা ম্যাজিক ভ্যান চালানোর জন্য দক্ষ ড্রাইভার চাই। ব্রাইট অ্যাকাডেমি, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি। 9641195334.

●

সিকিউরিটি গার্ড-এর কাজের জন্য লোক লাগবে, যে কোনও যোগ্যতায়। বেতন- (9-10,000/-) M : 8927299546. (C/116290)

●

সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুবিধা ও অন্যান্য সুবিধা। M : 9679368850. (M/M)

●

ম্যাট্রিমনি প্রতিষ্ঠানে Telecaller-এর জন্য যোগ্য মেয়ে দরকার। কেবলমাত্র যাঁরা কাজ করতে চান তাঁরাই যোগাযোগ করবেন। 9635924555. (C/116306)

●

Teachers required for RSM Public School, Gahmar-Ghazipur (U.P.), English Medium for Nur. to 10th all subjects. Good Salary, Fooding, Lodging. (M) 86044-60736, 96963-01588. (C/116306)

●

Staff wanted @ Mica & Fittings store Nr Check Post Slg. Call-9775000883 near Salugara people prefers first. (C/116306)

SPOKEN ENGLISH

ক্লাসে/বাড়িতে সবার জন্য অনবদ্য স্পোকেন ইংলিশ কোর্স। M.P./H.S.' 25, স্পেশাল ক্লাসে ভর্তি চলছে। M : 86375-28788. (C/116306)

ভাড়া

গ্যাংটকের এমজি মার্গের কাছে বাসস্টপে বাঙালি খাবার দোকান ভাড়া দেওয়া হবে। M : 9434117292. (C/116306)

Traders meetup

এখানে Free-তে Share Market সংক্রান্ত trading শেখানো হবে। 11-05-2025. 9647845062, 7001849594. (C/116306)

NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.eT. No. WB/APD-I/EO-ET/02/2025-26, Dt. 05/05/2025, Last date and time for bid submission-15/05/2025 at 19.00 hours.
For more information please visit : www.wbetenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Alipurduar-I, Panchayat Samity
Panchkolguri :: Alipurduar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
SITAI PANCHAYAT SAMITY
E-tender are invited for OSR, scheme in different places of **Sitai Panchayat Samity** against the Tender Number is **Sitai/01/2025**. For details please visit **http://wbtenders.gov.in** and **http://etender.wb.nic.in** the last date for submission of tender is 13/05/2025 (upto 10:00 A.M.).
Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

ABRIDGED E-TENDER NOTICE
Tender are hereby invited vide Tender Reference e- NIT No. **DHUPGURI/BDO/NIT-001/2025-26** from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.
visit www.wbetendres.gov.in and Office Notice Board for further details.
Block Development Officer
Dhupguri Development Block

Tender Notice
Nit No- 823/ JAH/ 2025
Date : 29/04/2025
Name : Construction of SWM at Khojapur under Jahangirpur G.R. Tender Amount- 595794.00 Start Date- 29/04/2025 to 16/05/2025 Last Droping Date- 16/05/2025 Tecnical open- 19/05/2025.
Sd/-
Prodhan
No.7 Jahangirpur G.P.
Gangarampur Block, D/D

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯০২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৪২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৪৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আপনার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ম্যালের রাস্তায় খুদে অশ্বারোহী। দার্জিলিংয়ে রণজিৎ ঘোষের তোলা ছবি। সোমবার।

ধর্মের ফারাক, যুগলে আত্মহননের চেষ্টা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৫ মে : সম্পর্ক মেনে নেয়নি পরিবার। বাড়ি থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে গিয়ে তাই কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এক যুগল। রবিবার রাতে ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি রেললাইনের পাশ থেকে তরুণ-তরুণীকে উদ্ধার করে তাঁদের পরিবার। অচৈতন্য অবস্থায় প্রথমে তাঁদের ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও পরে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তাঁরা সেখানেই চিকিৎসাধীন।

ধূপগুড়ির ব্লক মেডিকেল আধিকারিক অঙ্কুর চক্রবর্তী সোমবার বলেন, 'আমাদের এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়েছে। তবে দুজন এখনও বিপন্মুক্ত নন, তাই জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।' দু'বছর ধরে ওই তরুণ-তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক। তরুণের বাড়ি কোচবিহারে, তরুণী আলিপুরদুয়ারের। ধর্ম আলাদা। এই ভিন্ন ধর্মই তাঁদের সম্পর্কের পরিণতির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বিয়েতে মত ছিল না দুই পরিবারের

বিয়েতে মত ছিল না দুই পরিবারেরই। কয়েক মাস আগে দুজনকে 'আলাদা' করতে সালিশি সভায় বাধ্য হয়ে সকলের সামনে সম্পর্ক ভেঙে ফেলবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে আলাদা হতে পারেননি তাঁরা। তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল বলে জানান তরুণের বাবা। কিন্তু পরিবার সম্পর্কটি মেনে নিতে প্রস্তুত না থাকায় টানাপোড়েন চলছিল। এর মধ্যে যুগলের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে তরুণের পরিবার অন্যত্র তাঁর বিয়ে ঠিক করায়।

চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার সেই বিয়ের তারিখ। তার আগে নিজেদের শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন দুজনে। রবিবার সন্ধ্যায় বাজারে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরোন ওই তরুণ। দুজন শালবাড়ি স্টেশনে দেখা করেন। এরপর কীটনাশক খেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে লাইনের পাশে শুয়ে পড়েন।

দীর্ঘক্ষণ বাড়িতে না ফেরায় পরিবার উদ্বিগ্ন হয়ে তরুণকে বারবার ফোন করে। তরুণটি পালটা ভাইয়ের মোবাইলে নিজের লাইভ লোকেশন পাঠিয়ে লেখেন, 'আমি আর ফিরব না।'

লাইভ লোকেশন দেখে দ্রুত শালবাড়িতে চলে এসে দুজনকে উদ্ধার করে তরুণের পরিবার। অত রাতে অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া না যাওয়ায় নিজেদের গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে যায় দুজনকে। এই ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়নি।

অজয়ের পার্টির নেতা গ্রেপ্তার

মাদক পাচারের অভিযোগ

রণজিৎ ঘোষ

দার্জিলিং, ৫ মে : মাদক পাচারের অভিযোগে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের (আইজিজেএফ) নেতাকে গ্রেপ্তার করল দার্জিলিং জেলা পুলিশ। দীপু থাপা নামে ওই নেতাকে সোমবার ভোরে শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি হোটেল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস (এনডিপিএস) অ্যাক্টে মামলা রুজু হয়েছে। এই ঘটনায় পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়েছে। পাহাড়ের শাসক ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) সরাসরি আইজিজেএফ নেতৃত্বের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। তবে, আইজিজেএফের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড বলেছেন, 'নিরপরাধ নেতাকে ধরা হয়েছে। দল তাঁর পাশে আছে। দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে এভাবে দায়ী করা যায় না।'

কয়েকদিন আগে জোড়বাংলো থানার পুলিশ ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ১৪ মাইলে নাকা চেকিংয়ের সময় একটি স্কুটার আটক করে। তাতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় চালক পেমা ছিরিং লেপচাকে। পুলিশ নথি ঘেঁটে জানতে পারে, স্কুটারটি দীপু ছেত্রীর

নিরপরাধ নেতাকে ধরা হয়েছে। দল তাঁর পাশে আছে। দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে এভাবে দায়ী করা যায় না।

অজয় এডওয়ার্ড

নামে রয়েছে।

অন্যদিকে, ওই দিনই আইজিজেএফ নেতা দীপু থাপা স্কুটারটি দাবি করে দার্জিলিং জেলা আদালতে আবেদন করে। পুলিশ এ খবর পেয়ে খোঁজ শুরু করতেই গা ঢাকা দেয় আইজিজেএফের ওই নেতা। ঘটনার পর থেকে তার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরেছে দার্জিলিং পুলিশ। অবশেষে সোমবার সকালে সেবক রোডের একটি হোটেল থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে এদিনই দার্জিলিং আদালতে তোলা হয়। তাকে তিনদিনের হেপাজতে নিয়েছে জোড়বাংলো থানা।

পুলিশ সূত্রের দাবি, দীপু ছেত্রী এবং দীপু থাপা একজনই। সে কতদিন ধরে মাদক পাচারে যুক্ত, আদৌ মাদক পাচারে তার যোগ রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

দীপু গ্রেপ্তার হতেই পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়েছে। পাহাড়ের শাসক দল বিজিপিএমের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা দাবি করেছেন, 'এই সমস্ত মাদক পাচারকারীকে নিয়েই অজয় এডওয়ার্ড দল তৈরি করেছেন। এর দায় পার্টিকে নিতে হবে।'

এদিকে, দার্জিলিং পুলিশের ফেসবুক পেজে গ্রেপ্তারির খবর জানিয়ে পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে প্রথমে দীপু থাপাকে আইজিজেএফ নেতা হিসেবে লেখা হলেও কিছুক্ষণ পরই ধৃতের রাজনৈতিক পরিচয় মুছে দেওয়া হয়।

অজয় বলেছেন, 'আদালতে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে এভাবে অপরাধী বলা যায় না। এটা চক্রান্তও হতে পারে।' বিজিপিএমের পালটা বক্তব্য, 'দোষী না হলে দীপু থাপা গা ঢাকা দিয়েছিল কেন?'

সইদুলের দাদার বিরুদ্ধে নোটিশ জারি

ফাঁসিদেওয়া, ৫ মে : কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাঠানোর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সইদুলের পলাতক দাদার বিরুদ্ধে 'প্রোক্লামেশন নোটিশ' জারি করল আদালত। সোমবার ফাঁসিদেওয়া থানার তরফে সেই নোটিশ সইদুলের হাগরাগছের বাড়ি এবং চটহাট বাজার, বাসস্ট্যান্ড সহ একাধিক জনবহুল এলাকায় সাঁটানো হয়েছে।

গত বছর মে মাসে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। অনলাইন গ্যাম্বলিং এবং বেটিংয়ের টাকা দুবাই সহ একাধিক দেশে পাঠানোর চক্রের হদিস মেলে। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তে উঠে আসে, অপরাধে সইদুলের দাদা মহম্মদ

ফাঁসিদেওয়া

ফয়জলও জড়িত। সেইমতো তার খোঁজ শুরু হয়। যদিও দীর্ঘদিন থেকে সে পলাতক।

ফয়জলকে ধরতে আগেও প্রচার চালিয়েছিল ফাঁসিদেওয়া থানা। তাকে গ্রামে দেখতে পেলে পুলিশকে খবর দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছিল। এবার তার বিরুদ্ধে আদালতের জারি করা নোটিশ বিভিন্ন জায়গায় সাঁটা হল।

এদিকে, মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সইদুলের বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে আদালতে চার্জশিট জমা করেছে ফাঁসিদেওয়া থানা। সে এখনও বিচার বিভাগীয় হেপাজতে রয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে এসডিপিও (নকশালবাড়ি) নেহা জৈন জানিয়েছেন।

রেল দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিক

ইসলামপুর, ৫ মে : ভিনরাজ্য থেকে অসমে নিজের বাড়ি ফেরার সময় ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। উত্তর ইসলামপুর থানার গুঞ্জরিয়া রেললাইনে রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত শ্রমিক সইদুল খান (৩৮) অসমের বরপেটা থানার ভাতকুশি গ্রামের বাসিন্দা। সইদুল লখনউয়ে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন। আত্মীয়রা জানিয়েছেন, পারিবারিক কাজের জন্য তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। গুঞ্জরিয়াতে তিনি ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে কাটা পড়েন। রেল পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। সোমবার দুপুরে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পিএফ না দিলে লিজ বাতিলের হুমকি

বিজেপির একাংশকে দুষলেন ঋতব্রত

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ মে : চা শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের হিসাব বাগান কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট না করলে লিজ বাতিল করে দেবে বলে জানিয়ে দিলেন আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বাগান কর্তৃপক্ষকে পিএফ অফিসের কর্তারা বাঁচাতে পারবেন না বলেও ঋতব্রত দাবি করেছেন। বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে উত্তরের চা বলয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নজর ঘোরাতে শুরু করেছে। যেভাবে চা শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) ইস্যু নিয়ে তৃণমূলের শ্রমিক নেতারা সরব হয়েছেন, তা যে নির্বাচনকে মাথায় রেখে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির পর সোমবার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র তরফে শিলিগুড়ির পিএফ অফিস অভিযান করা হয়। সেখানে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক চা বাগানের পিএফ সমস্যা নিয়ে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেন।

চা বণিকসভাগুলির যৌথ মঞ্চ কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশনের উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'চা বাগানগুলির অবশ্যই পিএফ জমা দেওয়া উচিত। তা না করলে লিজ বাতিলের বিষয়টি উচ্চতর প্রশাসনের বিষয়।'

অভিযোগ, চা শ্রমিকদের পিএফ বাবদ যে টাকা কাটা হচ্ছে তা জমা হচ্ছে না। এমনকি মালিকরাও শ্রমিকদের হকের টাকা পিএফ অফিসে জমা করছেন না। ঋতব্রত বলেন, 'পিএফ অফিস কিছু মানুষকে আড়াল করতে চাইছে। কোনও চা বাগান কর্তৃপক্ষের ৫ কোটি টাকা পিএফ বকেয়া থাকলে সেটিকে ৫০ লক্ষ টাকা বকেয়া দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপির এক শ্রেণির নেতাদের সঙ্গে কিছু বাগানের মালিকদের আঁতাত তৈরি হয়েছে। যেখানে পিএফ অফিসের আধিকারিকদের একাংশও জড়িত।' তাঁর সংযোজন, 'শ্রমিকদের কত পিএফ দেওয়া হয়েছে তা বাগান কর্তৃপক্ষদের তালিকা ধরে প্রকাশ করতে হবে। কিছু বাগান কর্তৃপক্ষ আঁতাত করে ৬০ শতাংশ পিএফ জমা করে গ্রেপ্তার হওয়া থেকে বেঁচে যাচ্ছে। এতে দালালরাও জড়িত। পিএফ কেন্দ্রের বিষয় হওয়ায় রাজ্য কিছু করতে পারছে না। তবে পিএফ তালিকা স্পষ্ট না করলে রাজ্য সরকার সেই বাগানের লিজ বাতিল করে দেবে। তা নিয়ে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।' উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন চা বাগানে পিএফ নিয়ে সমস্যা রয়েছে।

তৃণমূলের চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের পিএফ অফিস ঘেরাও অভিযান।

কী অভিযোগ

- উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন চা বাগানে পিএফ নিয়ে সমস্যা রয়েছে
- চা শ্রমিকদের পিএফ বাবদ যে টাকা কাটা হচ্ছে তা জমা হচ্ছে না
- ঋতব্রতর দাবি, পিএফ অফিস কিছু মানুষকে আড়াল করতে চাইছে

মলয় ঘটক বলেন, 'চা শ্রমিকদের নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শুধু মিথ্যা ভাষণ দিয়ে চলেছে। তাই শ্রমিকদের ভালো কে চায়, তা আগে সকলকে বুঝতে হবে। কেউ যদি পিএফ-এর জন্য শ্রমিকদের কাছে টাকা চায় আমাদের বলুন। কথা দিচ্ছি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে।' শ্রমমন্ত্রী আরও বলেন, 'চা বলয়ে পিএফ নিয়ে যত দুর্নীতি হয়েছে তেমনটা হয়তো গোটা দেশে হয়নি। এখনও সেটা চলছে। পিএফ অফিস ঘুঘুরবাসা। প্রকৃত শ্রমিকরা অবসরের পর টাকা পান না। দালাল মারফত টাকা খরচ করে পিএফ-এর কাজ করাতে হয়।'

এদিন সংগঠনের তরফে পিএফ কমিশনারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি নির্জল দে প্রমুখ।

মনের আনন্দে... সোমবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

ক্লাবে ঢুকে বেধড়ক মার

দুষ্কৃতী হামলায় জখম ৪, শোরগোল তিনবাত্তিতে

শিলিগুড়ি, ৫ মে : রাতেরবেলা শিলিগুড়ির তিনবাত্তি এলাকার একটি ক্লাবে ঢুকে হামলা চালাল একদল দুষ্কৃতী। ঘটনায় মারাত্মক জখম হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন স্থানীয় এক তরুণ। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও তিনজন। রবিবার রাত দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে যুব ক্রান্তি সংঘ ক্লাবে। এবিষয়ে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রবিবার রাতে ক্লাবঘরে পাপ্পু সাহানি, সজু মাহাতো, রবি রায় এবং আরেকজন বসে খেলা দেখছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় একদল দুষ্কৃতী ক্লাবঘরে ঢুকে তাঁদের বেধড়ক মারধর করে। এরপর দুষ্কৃতীরা আশপাশের বাসিন্দাদের মুখ বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দিয়ে এলাকা ছাড়ে বলে অনেকেই জানিয়েছেন। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও পাপ্পু বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ক্লাব সম্পাদক রবি সাহানি বলেন, 'দুষ্কৃতীদের কারও সঙ্গে পাপ্পুর পুরোনো শত্রুতা থাকতে পারে। সেই কারণেই এই আক্রমণ বলে মনে হচ্ছে।' সপ্তাহখানেক আগেও একদল দুষ্কৃতী এই ক্লাবে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ঘটনায় চন্দন যাদব, অভিষেক কেলা, রাজেশ পাসোয়ান, কার্তিক পাসোয়ান, রনি ঘোষ (বন্টাই) সহ অনেকের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেছেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয়েছে। অভিযুক্তরা পলাতক। তবে শীঘ্রই পুলিশ তাদের পাকড়াও করবে।'

কী ঘটনা

- রবিবার রাতে ক্লাবঘরে পাপ্পু সাহানি সহ কয়েকজন বসে খেলা দেখছিলেন
- অভিযোগ, সেই সময় একদল দুষ্কৃতী ক্লাবঘরে ঢুকে তাঁদের বেধড়ক মারধর করে
- দুষ্কৃতীরা আশপাশের লোকেদের মুখ বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দিয়ে এলাকা ছাড়ে
- পুরোনো শত্রুতার জেরে এই হামলা বলে অনুমান

সূত্রের খবর, চন্দন বহুবছর থেকেই পুলিশের খাতায় দাগি অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত। চন্দনের সঙ্গে পাপ্পুর শত্রুতা পুরোনো। বছর পাঁচেক আগে বড় ধরনের মাদক কারবারে নাম জড়ায় চন্দনের। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে কয়েকবছর জেলও খাটতে হয়েছে তাকে। এক পুলিশকর্তার মতে, 'থানায় খবর দিয়ে চন্দনের জেলযাত্রা নিশ্চিত করেছিল পাপ্পুই। সেই থেকে ওর ওপর রাগ ছিল।'

পাপ্পুর বাবা লক্ষ্মণের অভিযোগ, 'ছেলেকে প্রাণে মেরে ফেলার জন্যই হামলা চালানো হয়েছে। বর্তমানে দুই পায়ের তিন জায়গায় হাড় ভেঙেছে পাপ্পুর, আঘাত রয়েছে মাথা সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে।' অপরদিকে, স্থানীয় অনেকে ক্লাবের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। এক বাসিন্দার কথায়, 'ক্লাবঘরে অনেক সময় মদের আসর বসে।' বিষয়টি অস্বীকার করতে পারেননি সম্পাদক রবি নিজেও। তিনি বলেন, 'মাঝেমধ্যে কেউ কেউ আসর বসিয়ে থাকতে পারে।'

অভিযুক্তের জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ৫ মে : প্রতিবেশী মহিলাকে মারধরে অভিযুক্তের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। পুলিশ সূত্রের খবর, গত ৩০ এপ্রিল রাস্তার ধারের স্ট্যান্ডপোস্ট থেকে জল নেওয়াকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ির জ্যোতির্ময় কলোনিতে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঝামেলা বাধে। সেই ঘটনায় এক মহিলাকে লাঠি দিয়ে পেটানোর অভিযোগ ওঠে আনন্দ বাড়ই নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। মহিলাকে বাঁচাতে এসে মার খান তাঁর স্বামীও। আক্রান্ত মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে গত রবিবার রাতে আনন্দকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বিচারক তার ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। মহিলাকে মারধরের অভিযোগ ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে এলাকায়। ঘটনার তদন্ত চলছে।

উন্নয়নের আশ্বাস

ফাঁসিদেওয়া, ৫ মে : ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে রয়েছে জেলার একমাত্র পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র (এনআরসি)। সোমবার শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অবোধ সিংহল সেই কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন। পরিদর্শনের পর মহকুমা শাসক উন্নয়নের আশ্বাস দিয়েছেন। মূলত বিভিন্ন জায়গায় এই এনআরসি মেডিকেল কলেজ কিংবা জেলা হাসপাতালের সঙ্গে থাকে। কিন্তু, দার্জিলিং জেলায় সেটি ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে তা ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে তৈরি হয়েছিল। গোটা জেলার অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার হওয়া শিশুদের এখানে নিয়ে আসা হয়। যারা পুষ্টির অভাবে ভুগছে তাদের বিভিন্ন সময়ে এখানে ভর্তি করা হয়। এখানে ১০টি শয্যা রয়েছে। হাসপাতাল কর্মীরা জানালেন, এনআরসিতে স্টাফ কম রয়েছে। ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসাররাই বাচ্চাদের দেখাশোনা করেন। বিএমওএইচ শাহিনুর ইসলাম আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'বেডে গার্ড লাগানোর জন্য বলা হয়েছে।' বিশেষজ্ঞ না থাকার ফলে এখানে চিকিৎসারত শিশুদের রোগ ধরা পড়লে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। অবোধ বলেন, 'আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা হবে। ফলে এখানে ভর্তি হওয়া শিশুকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর প্রয়োজন হবে না।'

পাহাড় থেকে সেভাবে বাচ্চাদের এখানে নিয়ে না আসা হলেও সমতলের চা বাগান অধ্যুষিত আদিবাসী এলাকার অনেক শিশুকে এখানে নিয়ে আসা হয়। যারা পুষ্টির অভাবে ভুগছে তাদের বিভিন্ন সময়ে এখানে ভর্তি করা হয়। এখানে ১০টি শয্যা রয়েছে। হাসপাতাল কর্মীরা জানালেন, এনআরসিতে স্টাফ কম রয়েছে। ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসাররাই বাচ্চাদের দেখাশোনা করেন। বিএমওএইচ শাহিনুর ইসলাম আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'বেডে গার্ড লাগানোর জন্য বলা হয়েছে।'

'নির্মল' তকমাকে ব্যঙ্গ করে বাঁধের পাড়

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৫ মে : মিশন নির্মল বাংলায় শুধু রাজ্যসেরা নয়, মিশন নির্মল ভারত অভিযানে দেশের সেরা হয়েছিল কোচবিহার জেলা। কেন্দ্র থেকে প্রথম পুরস্কার নিয়ে এসেছিলেন তৎকালীন জেলা শাসক। সেটা ২০১৭ সাল। তারপর কেটে গিয়েছে আরও আটটি বছর। আজও কোচবিহার পুরসভা এলাকায় শৌচকর্ম করার জন্য বেশ কিছু পরিবারের ভরসা সেই মুক্ত শৌচালয়।

বাঁধের নীচে চর সহ পুরসভা আর পঞ্চায়েত এলাকা মিলিয়ে এক হাজারের বেশি বাড়ি রয়েছে কোচবিহার শহর ও লাগোয়া খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এখনও যাঁদের বাড়িতে শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই, সারাবছর তাঁরা নৌকায় নদী পার হয়ে চরে যেতে পারলেও, বর্ষার দিনগুলিতে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়। তখন নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় যে চরে তাঁরা শৌচকর্ম করতে যান সেটি পুরোপুরি ডুবে যায়। তখন বাড়ির পিছনে নদীতে কোনও আড়াল জায়গা খুঁজে নিয়ে ভোরবেলায় প্রাকৃতিক কাজ সারতে হয়। শহরের উপকণ্ঠে এভাবে যে মানুষ থাকতে পারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।

মাত্র এক বছর আগেও এই

এই নৌকায় চেপেই চরে শৌচকর্ম করতে যান অনেকে।

চিত্রটা একটু ভিন্ন ছিল। পুবের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই জেগে উঠত বাঁধের পাড়। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের গীতা দাসের বাড়ির উঠোনে একে একে জড়ো হতেন বিভিন্ন বয়সি মহিলারা। আর তাঁদের নিয়ে তোর্ষায় ভেসে যেত একটি ছোট্ট নৌকা। আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যটি মনোরম হলেও বাস্তবটা কিন্তু ততটাই ভয়ংকর। নৌকাটির গন্তব্যস্থল কিছুটা দূরে নদীতে জেগে ওঠা ঝোপঝাড়ে ভরা একটা চর। চরে পৌঁছে মহিলারা নেমে যেতেন। আর গীতার স্বামী নরেন দাস নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করতেন। চরের বিভিন্ন ঝোপের আড়ালে যতটা সম্ভব আব্রু রক্ষা করে উন্মুক্ত আকাশের নীচে সেই মহিলারা প্রাতঃকর্ম সারতেন। সবার হাতে জলের পাত্র, মাথায় লজ্জা ঢাকার জন্য ছাতা। প্রাকৃতিক কাজ সেরে যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসতেন তাঁরা। কারণ চরে যাওয়ার জন্য আরও মানুষ অপেক্ষা করে আছেন। আর চরে যাওয়া-আসার জন্য নৌকা আছে মাত্র দুটো। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য, 'আমার কাছে তো কেউ শৌচাগারের বিষয়ে কোনওরকম আবেদন করেনি। তাই বিষয়টি আমার জানা নেই।' প্রবীণ আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'মিথ্যে তথ্য দিয়ে প্রশাসনের তরফে কোচবিহারকে নির্মল ঘোষণা করার এটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আর রাজনৈতিক দলগুলো শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতির জন্য নিজেদের স্বার্থে বাঁধে এই মানুষগুলোকে থাকতে দিয়েছে। অথচ শৌচকর্ম সারতে এই অনলাইনের যুগেও তাঁদের যেতে হয় নদী পেরিয়ে ঝোপের আড়ালে।'

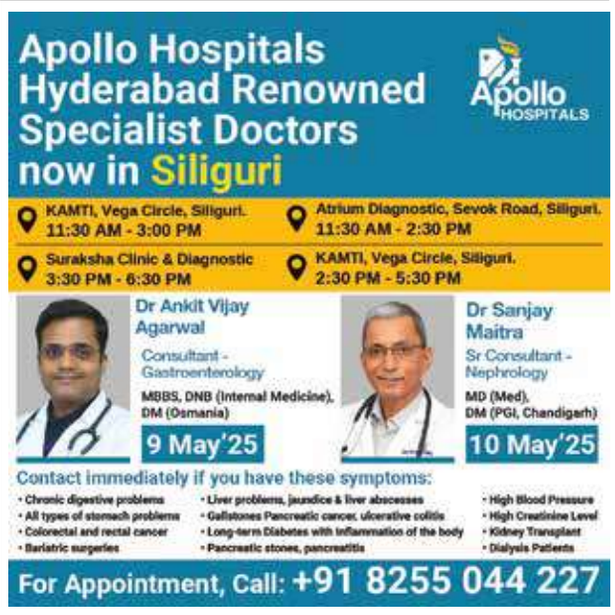

টুকরো খবর

ছাত্রকে কোপ

চোপড়া, ৫ মে : সোনাপুরে এক কলেজ পড়ুয়াকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয়দের বিরুদ্ধে। সোমবার পীযূষ রায় নামে ওই তরুণ তাঁর বন্ধুর বাড়িতে ক্রিকেট ব্যাট আনতে গেলে পুরোনো বিবাদের জেরে তাঁর ওপর চড়াও হয় স্থানীয়দের একাংশ। ছুরি দিয়ে তাঁকে কোপানোর চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। বন্ধুদের দৌলতে রক্ষা পেলেও হাতে চোট লাগে। এরপর তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। থানায় অভিযোগ করেছেন ওই কলেজ পড়ুয়া।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

চোপড়া, ৫ মে : কালাগছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। সোমবার সকালে জল তোলার পাম্পের সুইচ অন করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন নন্দিতা সিংহ (২৯)। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর।

জমি বিবাদ

চোপড়া, ৫ মে : মুকদুমিতে সোমবার জমি নিয়ে দু'পক্ষের বচসায় উত্তেজনা ছড়ায়। শেষমেশ পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দীর্ঘদিন ধরে আনজার ও মুক্তার আলমের মধ্যে জমি নিয়ে ঝামেলা চলছে। বিবাদ মেটাতে আগে একাধিকবার সালিশি বৈঠক হলেও সমস্যা মেটেনি।

গোরু চুরি

চোপড়া, ৫ মে : রবিবার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিয়াগছে গোপাল দাসের গোয়াল থেকে চারটি গোরু চুরি হয়ে যায়। সোমবার চোপড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তদন্ত করছে পুলিশ।

পথসভা

চোপড়া, ৫ মে : ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার প্রতিবাদে সোমবার দাসপাড়ার নন্দীগছ হাটে পথসভা করল সিপিএম। ওই এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিকদের অনেকে ভিনরাজ্যে বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ। দলের পক্ষ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

চোপড়া, ৫ মে : হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চুরামনে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। স্থানীয় বুথ সভাপতির সঙ্গে বচসায় জড়ালেন এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। ঘটনাচক্রে দুজনের নামই রঞ্জন পাল। যদিও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ উড়িয়ে দলের যুগ্ম অঞ্চল সভাপতি মহম্মদ নাসিরউদ্দিন বলেন, 'বালি খাদানের হিসেব নিয়ে বচসা। আলোচনায় ব্যাপারটি মিটেও গিয়েছে।'

বেহাল রাস্তা

চোপড়া, ৫ মে : দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাউরিগছ গ্রামে প্রায় ৫০০ মিটার রাস্তা সংস্কারের দাবি গ্রামবাসীর। অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে যায় বলে অভিযোগ। গ্রামবাসী আবু তাহের বলেন, 'বাউরিগছ, গোয়ালগছ, জাগিরবস্তি সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন।' উপপ্রধান জিল্লুর রহমান বলেন, 'ইতিমধ্যে ওই এলাকায় একটি রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। এই রাস্তার কাজ এরপর করা হবে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

এক বিকেলে।। গোয়ালপোখরের দোহাবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের আনসাদ চৌধুরী।

রাজস্ব আদায় বন্ধ, ফাঁপরে গ্রাম পঞ্চায়েত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ মে : এপ্রিল মাস থেকে 'সহজ-সরল পোর্টাল' চালু হওয়ার কথা থাকলেও এখনও তা চালু না হওয়ায় সমস্যায় পড়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি। এপ্রিল মাস থেকে কোনও ধরনের কর নিতে না পারায় মাথায় হাত পড়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রধানদের। এমনকি নিজস্ব তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনও নির্দেশিকা না আসার ফলে তাঁরা পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলেও হাত দিতে পারছেন না।

এই পরিস্থিতিতে এপ্রিল থেকে বেতন না মেলায় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ক্যাজুয়াল কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলছেন, 'এটা টেকনিকাল সমস্যা। রাজ্যজুড়ে একসঙ্গে এই পোর্টাল শুরু হবে। তবে দ্রুত এই সমস্যা মিটে যাবে। আধিকারিকদের সঙ্গে আমরাও যোগাযোগ রাখছি।'

এক ক্যাজুয়াল কর্মীর বক্তব্য, কবে সহজ-সরল পোর্টাল চালু হবে বুঝতে পারছি না। কবে মাইনে পাব, জানা নেই। বিষয়টা নিয়ে বেকায়দায় পড়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরাও। মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণ সরকার বলেন, 'রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ অবশ্যই ভালো। তবে এই পোর্টাল এখনও চালু না হওয়ায় আমরা সমস্যায় পড়েছি। কোনও ট্যাক্স নেওয়া যাচ্ছে না। আবার পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তার বাতিগুলোও আমাদের নিজস্ব তহবিলের টাকাতেই সারানো হয়।

চালু হয়নি সহজ-সরল পোর্টাল

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা আনতে এই ডিজিটাল পোর্টাল চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। কাঁচা রসিদের বদলে অনলাইনে কাজটি হবে। উদ্দেশ্য, পঞ্চায়েতের আয় ও ব্যয়ের ওপর নজরদারি চালানো।

- এপ্রিল থেকে কর নিতে না পারায় মাথায় হাত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রধানদের
- বেতন না মেলায় ক্ষুব্ধ ক্যাজুয়াল কর্মীরা
- নিজস্ব তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা না আসায় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ অসহায়

সেসব কাজও বন্ধ।' সমস্যার কথা স্বীকার করছেন মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপালি ঘোষ। তিনি বলছেন, 'ক্যাজুয়াল স্টাফদের দুই মাসের মাইনে নিজস্ব তহবিলে রয়েছে। তবে সরকারি তহবিল থেকে অর্থের খরচ সংক্রান্ত নির্দেশিকা না আসায় আমরা তা দিতে পারছি না।'

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির দুই ধরনের আয় থাকে। একটি ট্যাক্স রেভেনিউ আর একটি নন-ট্যাক্স রেভেনিউ। নন-ট্যাক্স রেভেনিউ আদায় বন্ধ থাকায় সমস্যা আরও বেড়েছে। যেমন আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব ভবন রয়েছে। সেই ভবন ভাড়ার টাকা নন-ট্যাক্স রেভেনিউ হিসেবেই গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলে জমা হয়। এপ্রিল মাস থেকে সেই ভাড়ার টাকা নেওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যূথিকা খাসনবিশ।

এরমধ্যেই গরম পড়ে যাওয়ায় সমস্যার ফিরিস্তিও আরও বাড়ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ডিপ টিউবওয়েলগুলি মাঝেমধ্যেই খারাপ হয়ে যায়। মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপালি ঘোষের কথায়, 'ডিপ টিউবওয়েলের সংস্কার আমাদের নিজস্ব তহবিলের টাকাতেই হয়। গরমের সময় তা না করতে পারলে মানুষের খুবই সমস্যা হবে।'

পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ সাহিদ অবশ্য বলছেন, 'আমরা কিউআর কোড পেয়ে গিয়েছি। গত সপ্তাহে কয়েকদিন থেকে তাই ট্যাক্স নেওয়া শুরু করেছি। 'সহজ-সরল' পোর্টাল শুরু হলেই আমরা ব্যাংক আপডেট দিয়ে দেব।'

পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বিস্তর বিতর্ক

টিনের ঘরেও কর মাটিগাড়ায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ মে : গ্রামীণ এলাকায় টিনের দোকান বা টিনের বাড়ি তৈরি করতে গেলেও এবার থেকে কর দিতে হবে পঞ্চায়েতকে। মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এমন পরিকল্পনা ঘিরেই দেখা দিয়েছে বিতর্ক। পরিকল্পনা কার্যকর করতে চলতি মাসেই বৈঠকে বসতে চলেছে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। টিনের দোকান বা ঘরের জন্য কত টাকা কর নেওয়া হবে, সেই বৈঠকেই তা নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন খোদ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষ।

প্রশ্ন উঠছে ঠিক এখানেই। টিনের বাড়ি বা টিনের দোকান তৈরির জন্য কর নেওয়ার অধিকার কি আদৌ পঞ্চায়েতের আছে?

প্রশ্নে পরিকল্পনা

- টিনের ঘর, দোকান তৈরির জন্য সাইট প্ল্যান করে নিতে হবে এনওসি
- এনওসি দিতে পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট হারে কর নেবে
- প্রশ্ন উঠছে, টিনের বাড়ি বা দোকান তৈরির জন্য কর নেওয়ার অধিকার কি আদৌ পঞ্চায়েতের আছে
- মহকুমা পরিষদের সভাধিপতির দাবি, পঞ্চায়েত বাই ল' আনতেই পারে
- রাজ্য অনুমতি দিলে নতুন করের সিদ্ধান্ত কার্যকর

যেখানে খোদ রাজ্য সরকারের তরফে সাধারণ মানুষের ওপর করের বোঝা কমাতে জল কর পর্যন্ত তুলে নেওয়া হয়েছে। সেখানে সামান্য টিনের বাড়ি বা টিনের দোকান তৈরির জন্য কর নেওয়ার উদ্যোগ ঘিরে প্রশ্নের মুখে পড়েছে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত। কারণ টিনের ঘর বা টিনের দোকান তৈরির জন্যও হাজার হাজার টাকা খরচ করে সাইট প্ল্যান বানিয়ে এনওসি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। প্রশ্ন রয়েছে এখানেও। গ্রামীণ এলাকায় টিনের ঘর তৈরি করতে গিয়ে গরিব মানুষ সাইট প্ল্যান তৈরির টাকা পাবেন কোথা থেকে? কারণ সাইট প্ল্যানের জন্য ইঞ্জিনিয়ারকে ফি দিতে হবে। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষের দাবি, পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল বাড়াতেই এমন সিদ্ধান্ত। তাঁর বক্তব্য, 'বোর্ড মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত পাশ হয়ে যাওয়ার পর আমরা সাইট প্ল্যান দেখে এনওসি দেব। তার পরিবর্তে আমরা কিছু কর নেব। তবে টিনের বাড়ি বা দোকান সংক্রান্ত কোনও তথ্য এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে নেই।'

মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ অবশ্য বলেন, 'গরিব মানুষকে টিনের বাড়ি বানাতে গেলেও যদি কর দিতে হয়, তাহলে আর কিছু বলার নেই।' তবে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েত বাই ল' আনতেই পারে। তাদের সেই ক্ষমতা রয়েছে। আমরা তারপর সেটা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাব। রাজ্য অনুমতি দিলে সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।'

মাটিগাড়া-২ পঞ্চায়েত এলাকা ৩২টি সংসদ নিয়ে গঠিত। মূলত শহর সংলগ্ন তুলসীনগর, তুম্বাজোত, পতিরামের মতো এলাকা নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতটি তৈরি হয়েছে। এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দাই দিনমজুরি করেন। তুম্বাজোতের বাসিন্দা অশোক দাস বলেন, 'হাতে সেরকম টাকা নেই বলেই টিনের বাড়ি করছি। এবারে যদি ট্যাক্স, সাইট প্ল্যান লাগে, তাহলে যাব কোথায়?' পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষের বক্তব্য, 'পাকা বাড়ি হলে সেই সংক্রান্ত অনুমতি পঞ্চায়েত সমিতি থেকে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু টিনের ঘর বা টিনের বাড়ির ক্ষেত্রে কোথাও কোনও অনুমতি নেওয়া হয় না। ফলে আমাদের কাছে তথ্য থাকছে না। সাধারণ মানুষকে করের বিষয়ে জানাতে মাইকিং করব।'

বরাদ্দ বন্ধ, রাস্তা ঢালাই অনিশ্চিত

খড়িবাড়ি, ৫ মে : আড়াই বছর ধরে ঝুলে রয়েছে ৫০০ মিটার কাঁচা রাস্তা পাকা করার কাজ। অথচ টেন্ডার হয়ে গিয়েছে আড়াই বছর আগে। তা সত্ত্বেও রাস্তা পাকা না হওয়ায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী। রাস্তাটি খড়িবাড়ি ব্লকের তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন ফুলবরজোত এলাকায়।

পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ বলেন, 'কাঁচা রাস্তায় সিমেন্ট দিয়ে ঢালাইয়ের কথা ছিল। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হলেও ১০০ দিনের প্রকল্পে বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতিকে রাস্তাটি পাকা করতে উদ্যোগী হওয়ার আবেদন জানাব।' খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহের আশ্বাস, 'পঞ্চায়েত প্রধান জানালে জরুরি ভিত্তিতে বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দে রাস্তাটি পাকা করা হবে।'

ফুলবরজোত

খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কের একপাশে তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয়। অন্যপাশে ফুলবরজোত গ্রামে এই কাঁচা রাস্তাটি। খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতই রাস্তাটি পাকা করার উদ্যোগ নিয়েছিল। পঞ্চায়েত উদাসীন বলে অভিযোগ গ্রামবাসীর।

স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ পালের গলায় ক্ষোভ। তিনি বলেন, 'শিলান্যাসের পর আড়াই বছর পার। তাও কোনও কাজ হয়নি। কয়েকশো গ্রামবাসী এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করেন। রাস্তা পাকা না হওয়ায় আসন্ন বর্ষায় ফের ভোগান্তির মুখে পড়তে হবে।' ফুলবরজোতবাসী দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছেন, খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়ক থেকে শিশুশিক্ষা স্কুল পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মিটার ওই কাঁচা রাস্তাটি পাকা করতে হবে।

নদীতে লরি

নকশালবাড়ি, ৫ মে : দ্বিতীয় এশিয়ান হাইওয়েতে সাতভাইয়ায় সোমবার ভোরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কাশ্মীর থেকে শিলিগুড়িগামী একটি আপেলবোঝাই লরি। মাগুরমারি নদীতে পড়ে যায় লরিটি। জখম হন চালক ও খালাসি দুজনই। আহতদের নকশালবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে এশিয়ান হাইওয়ের একটি ব্যারিকেড ভেঙে গিয়েছে।

অভিযানই সার, দাঁড়ি নেই বালি পাচারে

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৫ মে : চেঙ্গা নদী থেকে বালি তুলে পাচার রুখতে এর আগে বেশ কয়েকবার পদক্ষেপ করেছে পুলিশ ও প্রশাসন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাচার চলছেই। মূলত বিধাননগরের তেতলিডাঙ্গি এবং ঘোষপুকুরের তেতলিগুড়িতে নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছে। তেতলিডাঙ্গি থেকে বালি তোলার পর একটি বেসরকারি স্কুলের কাছে তিনটি আলাদা জায়গায় এনে ফেলা হচ্ছে। পরে রাতের দিকে বালি পাচার করে দেওয়া হচ্ছে অন্যত্র।

দুর্নীতির হটস্পট

একইভাবে তেতলিগুড়িতে নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন হচ্ছে। যদিও প্রশাসন সূত্রের খবর, ওই এলাকায় দুটি ঘাটে লিজ রয়েছে। কিন্তু এলাকায় গেলেই দেখা যাবে, ঘাটের সংখ্যা অনেক বেশি। দিনরাত খনন চালাচ্ছে বালি মাফিয়ারা। তারপর গ্রামীণ এলাকা দিয়ে সেই বালি পৌঁছে যাচ্ছে পড়শি রাজ্য বিহারে। পাচার হয়ে যাচ্ছে উত্তর দিনাজপুরেও। এভাবে দিনের আলোয় পাচার চলছে, আর প্রশাসন হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে কেন?

এ প্রসঙ্গে ফাঁসিদেওয়ার ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক শুভ্রজিৎ মজুমদারের মন্তব্য, 'আমাদের দপ্তরের কর্মীরা কয়েকদিন পরপর ওই এলাকাগুলোয় হানা দেন। মাঝেমধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ফের অভিযান চালানো হবে।'

এর আগে অভিযান চালানো হয়েছে বটে। বেশ কয়েকবার বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর, ডাম্পার আটক করেছে পুলিশ। চলতি মাসেই মোট ১৮টি ঘটনায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর বালি পাচারের সময় হাতেনাতে ধরেছে। প্রায় ৩ লক্ষ টাকার বেশি জরিমানাও করা হয়েছে। কিন্তু এতকিছুর পরেও কারবার সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাচ্ছে না। ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং রাজ্য সড়ক দিয়ে দিনরাত ট্র্যাক্টর, ডাম্পারে দেদার বালি পাচার হয়ে যাচ্ছে।

কারবারের পিছনে শাসকদলের মদত রয়েছে বলে দাবি করেছে বিজেপি। ভারতীয় জনতা তপশিলি মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নিরঞ্জন বিশ্বাস বলেন, 'তৃণমূল নেতারাই বালি পাচারে মদত দিচ্ছেন। তাই প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করে না। দৈনিক কয়েকশো গাড়িতে পাচার চলছে।'

যদিও বিজেপির অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা চন্দ্রমোহন রায়ের বক্তব্য, 'আমাদের দলের নেতাদের সঙ্গে বালি চোরদের সম্পর্ক নেই। বালি পাচারের বিষয়টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের দেখার কথা। পুলিশও পদক্ষেপ করছে। তবে পর্যাপ্ত নজরদারি নেই বলেই নদী খনন চলছে।' এক্ষেত্রে আরও কড়া নজরদারি এবং পদক্ষেপ করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন তিনি।

গণধর্ষণের চেষ্টায় গণপ্রহার

গৌতম দাস

গাজোল, ৫ মে : রবিবার সন্ধ্যায় তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত এক বিধবাকে গণধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে উত্তাল হয়ে ওঠে গাজোলের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। অভিযোগ, তিন তরুণ ওই মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। দাবানলের মতো এই খবর মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন এলাকায়। তিনজন অভিযুক্তর মধ্যে দুজনকে পেয়ে শুরু হয় গণপ্রহার। একজন অভিযুক্তের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় সেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গাজোল থানার পুলিশ। অবস্থা আয়ত্তে আনতে মালদা থেকে নিয়ে আসা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে এলাকায়।

গণপ্রহারে আহত দুই তরুণকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সেখান থেকে

পুড়ে যাওয়া বাড়ি। সোমবার গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় মালদা মেডিকেল কলেজে। রাতেই ওই মহিলাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। তাঁর সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন সহ একাধিক নেতা। রবিবার গভীর রাতে তিন অভিযুক্তের নামে গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ করেন ওই মহিলা।

ওই মহিলার অভিযোগ, সন্ধের কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় তিনি মাঠ থেকে গোরু এবং ছাগল আনতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ওই তিন তরুণ জোর করে তাঁকে চেপে ধরে ভুট্টাখেতে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর শ্লীলতাহানি করে। জামাকাপড় ছিঁড়ে দেয়, ধর্ষণের চেষ্টা করে। তিনি কোনওক্রমে অভিযুক্তদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে পালিয়ে বাঁচেন। মহিলার আরও অভিযোগ, ওই অভিযুক্তরা তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দেয়।

সোমবার থানায় আসেন বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন। পুলিশের ভূমিকায় একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। অন্যদিকে গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার প্রেক্ষিতে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিধায়ক হুমকির সুরে বলেন, 'আইসির কাছে আমি দাবি জানিয়েছি, অবিলম্বে নিরপরাধদের নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে। পুলিশ যদি এই ঘটনার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলব আমরা।'

ঘটনার জেরে রবিবার সংশ্লিষ্ট এলাকা ছাড়াও প্রায় গোটা গাজোল ব্লকজুড়ে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ধরনের পোস্ট ভাইরাল হতে থাকে। এই ঘটনা ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য এলাকায় জারি রয়েছে পুলিশি টহল। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নির্যাতিতা মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বর্তমানে দুজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই ওই দুই অভিযুক্তকেও হেপাজতে নেবে পুলিশ। তবে মারধরের ঘটনায় আরও ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

লোকালয়ে আবর্জনা জমে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে।

শিবির করে খাজনা আদায় করতাম

বিজেপি শাসিত গ্রাম পঞ্চায়েত ডাবগ্রাম-২। সেখানে বিরোধী দলনেতা তৃণমূল কংগ্রেসের মজেন্দ্রনাথ রায়। তিনি যদি বসতেন চেয়ারে, তবে কি বদলে যেত ছবি? শুনলেন মিঠুন ভট্টাচার্য

মজেন্দ্রনাথ রায়
বিরোধী দলনেতা, ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

শিলিগুড়ি, ৫ মে : নাগরিক পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে। জলপাইগুড়ি জেলায় একমাত্র বিরোধী শাসিত পঞ্চায়েত বোর্ড রয়েছে এখানেই। প্রধান পদে বিজেপির মিতালি মালাকার। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মজেন্দ্রনাথ রায়কে।

স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, উন্নয়নমূলক কাজকর্মের বদলে বিভিন্ন ইস্যুতে রাজনৈতিক তর্জা বেশি হয় এখানে। সত্যিই কি তাই? মজেন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া, 'পঞ্চায়েত ভোটের পর প্রায় দু'বছর পেরিয়ে গেলেও এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ হয়নি। প্রধান চেয়ারে বসে শুধু রাজনীতি করেন। পরিষেবা দেওয়া নিয়ে তিনি উদাসীন।'

আপনি প্রধানের চেয়ারে বসলে কীভাবে ভালো পরিষেবা দিতেন?

জবাবে বেশকিছু পরিকল্পনা তুলে ধরলেন। ব্যাখ্যা দিলেন, 'প্রথমেই জোর দিতাম এলাকার পথবাতি, নিকাশিনালা ও আবর্জনা সাফাইয়ে। রাস্তা সংস্কার করতে বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন জানাতাম।'

এছাড়া জানালেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের আয় বাড়ানোর উদ্যোগ নিতেন। তাঁর কথায়, 'আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা এখন শহরের চেহারা নিচ্ছে। প্রচুর কারখানা ও গোডাউন তৈরি হয়েছে। অথচ ব্যবসায়ীদের একাংশ কর ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছেন। এঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতাম।'

প্রতি বুথে শিবির করে জমির খাজনা আদায়ের মাধ্যমে তহবিল শক্তিশালী করা সম্ভব বলে মত মজেন্দ্রনাথের। অভিযোগ, অনেকেই সঠিক সময়ে খাজনা (হোল্ডিং ট্যাক্স) জমা দেন না। সরকারি জমি দখল হওয়া নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'এলাকায় বহু সরকারি জমি পড়ে রয়েছে। মাঝেমধ্যেই দখলের অভিযোগ শুনি। ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে সমস্ত জমির তথ্য নিয়ে রাখা হত গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে। চলত নজরদারি।'

নাগরিক পরিষেবার প্রক্রিয়া সরলীকরণের পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। এখন নাকি বোর্ড মিটিংয়ে গঠনমূলক আলোচনা

শোনো যদি সিংহাসন

হয় না বললেই চলে, অভিযোগ মজেন্দ্রনাথের। তিনি প্রধান পদে দায়িত্ব নিলে প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হত বলে দাবি করলেন।

মজেন্দ্রনাথের মুখ থেকে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি ঝড়ে পড়ছিল বটে, তবে তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে তাঁর দলেই। এমনকি গ্রামবাসীর মধ্যেও। গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি ক্ষমতায় থাকলেও রাজ্যে তো শাসক তৃণমূল। তবুও মজেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কার্যকলাপ একেবারে সক্রিয় নয়। এমনকি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ তুলছেন, সেসব নিয়েও তাঁকে সেভাবে আওয়াজ তুলতে দেখা যায়নি।

নাগরিক পরিষেবা নিয়ে নাকি খুব একটা সোচ্চার হতে দেখা যায় না, দাবি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের। এই ইস্যুতে অবশ্য জনগণের কাঁধে দোষ চাপিয়েছেন মজেন্দ্রনাথ। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'মানুষের বোঝা উচিত, কাদের ভোট দিলে পরিষেবা পাওয়া যায়।'

পাকিস্তানি বাছতে হারানো ছেলের খোঁজ

সমীর দাস

কালচিনি, ৫ মে : পহলগামে জঙ্গি হামলার ক্ষত এখনও দগদগে। কিন্তু সেই হামলার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াতেই হয়তো প্রায় এক দশক পর শুকোতে পারে এক মায়ের সন্তান হারানোর ক্ষত।

আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের গাঙ্গুটিয়া চা বাগানের বাসিন্দা এক তরুণ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন প্রায় ১১ বছর আগে। সেই তরুণের খোঁজ মিলেছে দিল্লিতে। আর পুলিশ তাঁর খোঁজ পেয়েছে সেখানে পাকিস্তানি ও বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করতে গিয়ে।

কয়েকদিন আগে কাশ্মীরে জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন ২৭ জন পর্যটক। ওই ঘটনার জেরে চারিদিকে যেন এখনও বারুদের গন্ধ। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছে। কাশ্মীরের ঘটনার পর পাকিস্তানি ও বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। দিল্লিতে রুবেন মুন্ডাকে খুঁজে পেয়েছে পুলিশ। তিনি সেখানে ভবঘুরের জীবনযাপন করছেন।

তবে ছেলের খোঁজ মিললেই যে ছেলেকে ঘরে ফিরে পাওয়া যাবে, এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারছে না গাঙ্গুটিয়া চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ব্রিস্টিনা মুন্ডাকে। কারণ দিল্লি থেকে ছেলেকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসার খরচ দেবে কে?

ছেলে ও মা দুজনেই অপেক্ষায়।

ব্রিস্টিনা বলছেন, দিল্লিতে গিয়ে ছেলেকে খুঁজে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁর নেই। নেই শারীরিক সক্ষমতাও। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন ওই বৃদ্ধা। ছেলেকে ফিরে পেতে তাই পুলিশ ও প্রশাসনের সাহায্য চাইছেন ব্রিস্টিনা।

প্রায় ১১ বছর আগে ব্রিস্টিনার একমাত্র ছেলে রুবেন বাগানেরই এক দালালের খপ্পরে পড়ে কাশ্মীর পাড়ি দিয়েছিলেন। সেই সময় রুবেনের বয়স ছিল প্রায় ১৮ বছর। রুবেন কাশ্মীরে পৌঁছানোর পর সেই দালাল বাগানেই ফিরে এসেছিল।

আর তার কয়েকদিন পরই ওই দালাল মারা যায়। ছেলে কোথায় আছে, কী করছে কিছুই আর জানা হয়নি ব্রিস্টিনার। ২০২১ সালে কালচিনি থানায় ছেলের নিখোঁজ সংক্রান্ত ডায়েরি করেছিলেন তিনি। এতদিন কোনও খোঁজ মেলেনি। ব্রিস্টিনা তো ধরেই নিয়েছিলেন যে ছেলে মারা গিয়েছে।

এরই মধ্যে দিনকয়েক আগে দিল্লি পুলিশ কালচিনি থানায় যোগাযোগ করে। ওই তরুণের ঠিকানা ও ছবি পাঠায়। কালচিনি থানার পুলিশ গাঙ্গুটিয়া বাগানের গুদাম লাইনে গিয়ে রুবেনের সম্পর্কে তথ্যের সত্যতা যাচাই করে। তারপর দিল্লি পুলিশকে নিশ্চিত করে যে ওই তরুণ রুবেনই।

যেভাবে নিরুদ্দেশ

- গাঙ্গুটিয়া বাগানের বাসিন্দা ব্রিস্টিনা মুন্ডার একমাত্র ছেলে রুবেন
- এক দালালের খপ্পরে পড়ে কাশ্মীর পাড়ি দিয়েছিল
- প্রায় ১১ বছর আগেকার ঘটনা
- সেই সময় রুবেনের বয়স ছিল প্রায় ১৮ বছর
- রুবেন কাশ্মীরে পৌঁছানোর কয়েকদিন পর ওই দালাল মারা যায়

কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা বলেন, 'দিল্লি পুলিশ ওই তরুণের বিষয়ে আমাদের খোঁজ নিতে বলেছিল। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি হারিয়ে যাওয়া তরুণ রুবেন। দিল্লি পুলিশ ওই তরুণকে খুঁজে বের করবে বলে আশ্বস্ত করেছে।'

রুবেনের তো কোনও অপরাধের রেকর্ড নেই। তাই তথ্য যাচাইয়ের পর তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, রুবেন এখন দিল্লিতে ভাঙাচোরা সামগ্রী সংগ্রহ করে পেট চালান। সেখানে তাঁর কোনও স্থায়ী ঠিকানা নেই। পুলিশ ছেড়ে দেওয়ার পর আবার তিনি হারিয়ে যাবেন না তো?

রুবেনের ভগ্নীপতি, গাঙ্গুটিয়া চা বাগানেরই বাসিন্দা বসন্ত নাগ বলেন, 'আমরা দিল্লি পুলিশের কাছে শ্যালককে খুঁজে বের করার আবেদন জানিয়েছি। যেহেতু ওর স্থায়ী ঠিকানা বা কোনও ফোন নম্বর নেই, তাই এখনও সরাসরি শ্যালকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতা না পেলে শ্যালককে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব।'

বাড়বে গরম

আগামী কয়েকদিনে দক্ষিণবঙ্গে গরম বাড়বে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

প্রতারণা

ভারতীয় সেনার মেজর পরিচয় দিয়ে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণার অভিযোগে গার্ডেনরিচ থেকে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে।

দুর্ঘটনা

কলকাতার বাইপাসে উড়ালপুলে সোমবার সকালে বাইক দুর্ঘটনায় দুই তরুণের মৃত্যু হয়েছে। অতিরিক্ত গতির জন্য দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে পুলিশ।

জয়ী তৃণমূল

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর খাসতালুক বলে পরিচিত পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে সব আসনে জয়ী হল তৃণমূল।

টিয়া টিয়া টিয়া, অজপাড়াগাঁয়ে থাকে... *সোমবার নদিয়াতে। -পিটিআই*

সময় চাইবে এসএসসি

সুপ্রিম নির্দেশ মেনে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিতে নাকাল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ মে : প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চয়তার অন্ধকারেই। তাঁদের চাকরি বাতিল রায়ের ওপর রাজ্য সরকার ও এসএসসি ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ আদালতে তার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই নিয়ে সরকার ও এসএসসি তো বটেই, চরম কৌতূহল রয়েছে চাকরিহারাদের মধ্যেও। এরই মধ্যে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশমতো নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ নিয়েও নবান্ন ও এসসিসিতে তৎপরতা পাল্লা দিয়ে চরমে উঠেছে। ৩১ মে-র মধ্যে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শুধু তাই নয়, নতুন এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সরকার ও এসএসসিকে শেষ করতে হবে আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে। নতুন নিয়োগের সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশই এখন চরম ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকার সহ সংশ্লিষ্ট মহলের বলে সোমবার নবান্ন সূত্রের খবর।

নতুন নিয়োগের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ আদালত যে সময়সীমা নির্দিষ্ট করেছে, তা নিয়ে আগেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়ারম্যানের সংশয় নিয়ে তখন একমত হতে পারেননি। এসএসসি সূত্রের খবর, নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ নিয়ে খুব একটা এগোতে পারেননি উচ্চপদস্থ কর্তারা। ৩১ মে-র মধ্যে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ কিছুতেই সম্ভব নয় বলেই আশঙ্কা করছেন শীর্ষকর্তাদের কেউ কেউ। তবু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এখনও এই নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন চেয়ারম্যান সহ এসএসসির কর্তা-ব্যক্তিদের একাংশ। এই ব্যাপারে তাঁদের ভরসা জোগাচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেই খবর।

জানা গিয়েছে, তবু বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ নিয়ে সরকার ও এসএসসির সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে এই নিয়ে নতুন করে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানানোর পথও খোলা রাখা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়সীমা আরও বাড়ানোর আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করবে সরকার ও এসএসসি। অবশ্যই তার আগে এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেই পদক্ষেপ করা হবে। এদিন এসএসসির এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, 'সময়মতো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। না হলে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আর্জির পথ তো খোলা থাকছেই। বিশিষ্ট আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেই এ বিষয়ে এগোনো হবে। অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে।'

কেন ভাবনা?

- নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ নিয়ে খুব একটা এগোতে পারেননি উচ্চপদস্থ কর্তারা
- ৩১ মে-র মধ্যে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ কিছুতেই সম্ভব নয়
- সেক্ষেত্রে সময়সীমা আরও বাড়ানোর আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হবে

সৌমিত্রের মন্তব্যে ফের বিতর্ক

বাঁকুড়া, ৫ মে : এ রাজ্যে বসবাসকারী পাকিস্তানিদের চিহ্নিত করে দ্রুত তাঁদের দেশে পাঠানোর দাবিতে সোমবার বাঁকুড়ার জেলাশাসক দফতর ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। সেখানে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'জমি-বাড়ি বিক্রি করলে শুধু 'সনাতনী'কেই করতে হবে। বাড়িভাড়া দিতে হলেও সেটা শুধু 'সনাতনী'দেরই দিন।' তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। তৃণমূলের অভিযোগ, এভাবে রাজ্যে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। সৌমিত্র অবশ্য তাঁর নিজের অবস্থানে অনড়।

তাঁর কথায়, 'এ রাজ্যের অনেকে এখনও পরিস্থিতি বুঝতে পারছেন না। আপনি বাড়ি বানিয়ে হয়তো ভাবছেন, সারা জীবন সেই বাড়িতে থাকবেন। কিন্তু আপনি তা পারবেন না। আপনারা ছেলে-মেয়েরা বাইরের রাজ্যে কাজ করতে যাবে। সেই অবস্থায় আপনি মারা গেলে বাড়িটির

দখল নেবে রোহিঙ্গারা। তাই আমার অনুরোধ, দয়া করে সনাতনী ছাড়া কাউকে জমি বিক্রি করবেন না। সনাতনী ছাড়া অন্যদের বাড়ি ভাড়া দেবেন না।' পরে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি জানান, কলকাতার ৯০ শতাংশ ঘর এভাবেই দখল হয়ে গিয়েছে।

এদিকে, সৌমিত্রের এই বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে রাজ্যের শাসকদল। বড়জোড়ার তৃণমূল বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে একজন জনপ্রতিনিধি প্রকাশ্যে এমন কথা বলতে পারেন না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এই দেশের ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে সাংসদের মন্তব্য করা উচিত।' যদিও সৌমিত্রের পাল্টা উক্তি, 'সনাতনী নন যাঁরা, তাঁরা আমাদের ঘরছাড়া করার নিদান দিলে আমাদের এই ধরনের মন্তব্য করাটাই স্বাভাবিক।'

নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত

পান্ডে-দিলীপ ফোনালাপে পদ্মে জল্পনা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ মে : প্রবীণ দিলীপ ঘোষকে নিয়ে বিজেপির ওপরমহল থেকে নীচুমহল পর্যন্ত চর্চা সোমবারও অব্যাহত। বলা যায়, 'দিলীপ চ্যাপ্টার ক্লোজ নয়, বরং আরও ওপেন হয়েছে।' বিশেষ করে দলের ওপরমহলের অন্দরে এই নিয়ে রীতিমতো অনুসন্ধান ও পদক্ষেপের ভাবনা শুরু হয়েছে।

দলের ওপরতলার নির্দেশে সোমবারই দিল্লি থেকে এরাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে সরাসরি দিলীপ ঘোষকে টেলিফোন করে তাঁর ব্যাপারে সবিস্তার খোঁজখবর নিয়েছেন। এদিকে দিলীপকে নিয়ে দলের অন্দরে সমালোচনা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রের তরফ থেকে দিলীপকে স্পিকটি নট বলার নির্দেশিকা রয়েছে। তবে দলবদলের বাজারের তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসা নেতাদের সমালোচনা করে চলেছেন প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। শুধু দিলীপের সঙ্গে সরাসরি কথা বলাই নয়, তিনি নিজেও কলকাতায় আসছেন বলে দিলীপকে জানিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আবার কথা হবে জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপির 'সফল' প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে।

কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের সঙ্গে এদিন তাঁর টেলিফোনে সবিস্তার আলোচনার কথা অস্বীকারও করেন দিলীপ। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে দিলীপ এদিন একান্তে জানান, 'আমি তো তাঁকে বলেছি যা বলার তো রাজ্য বিজেপির কয়েকজন নেতা বলেছেন। আমি তো তার উত্তর দিয়েছি। শুরু করেছেন ওঁরা। আমি তো তার উত্তর দিয়েছি। আপাতত 'চ্যাপ্টার ক্লোজ'। আমি কিছু বলছি না। উনি আসছেন কলকাতায়। দেখা যাক কী হয়।'

তবে এদিন এসব নিয়ে আর কিছু বলব না বলেও প্রবীণ শীর্ষ বিজেপি নেতা দিলীপ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'আর কী বলব এসব নিয়ে। যা বলেছি এবার ওরা সামলাক। আমি কিছু বলছি না। সপরিবারে এদিন মেদিনীপুর এসেছি। বাড়িতে পুজো করিয়ে ছোট একটা কর্মসূচি আছে। সেরে মঙ্গল-বুধবারে কলকাতা ফিরব।'

আপনাকে নিয়ে দলের ভিতর

> আর কী বলব এসব নিয়ে। যা বলেছি এবার ওরা সামলাক। আমি কিছু বলছি না। সপরিবারে এদিন মেদিনীপুর এসেছি। বাড়িতে পুজো করিয়ে ছোট একটা কর্মসূচি আছে। সেরে মঙ্গল-বুধবারে কলকাতা ফিরব।
>
> **দিলীপ ঘোষ**

এত চর্চা তাতে দলের ক্ষতি হচ্ছে না? এমনিতেই তো দলের অন্দরমহলে নেতৃত্বের বিরোধ ইস্যু নিয়ে চর্চা আছেই। তার মধ্যে আবার আপনি 'ইস্যু' হয়ে গেলেন। এতে দলের ক্ষতি হবে না?

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় প্রবীণ দিলীপের সহজ সাবলীল মন্তব্য, বিজেপি শক্ত ভিত। কিছু ক্ষতি হবে না। বিজেপিতে কে এল, কে গেল, কিছু যায় আসে না। বিজেপি একটা সমুদ্রের মতো। ঢেউ আসে ঢেউ যায়। সমুদ্রের কিছু যায় আসে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় কিছু পরিবর্তন হয় ঠিকই। কেটে গেলে সমুদ্র সমুদ্রই থাকে। বিজেপিও তাই। সাধারণ মানুষ বিজেপিকে গ্রহণ করেছে। কেউ আসে বা কেউ গিয়ে কী কিছু করতে পারে। মানুষই বিজেপির দায়িত্ব নিয়েছে। মানুষই তো রক্ষা করবে।

পেনশনে বর্ধিত ডিএ'র দাবিতে পন্থকে চিঠি

কলকাতা, ৫ মে : রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতনে ডিএ বৃদ্ধি হলেও পেনশনভোগীরা এখনও বঞ্চিত। এপ্রিলের পেনশনের সঙ্গে বর্ধিত ডিএ পাননি রাজ্য সরকারি পেনশন প্রাপকদের একাংশ। সেই অভিযোগে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে সোমবার চিঠি দিল ডিএ আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ'।

সংবিধানের সম্পত্তির অধিকারের ধারা উল্লেখ করে চিঠিতে 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ' মুখ্যসচিবের কাছে পেনশনভোগীদের সমান অধিকারের দাবি জানিয়েছে। চিঠিতে মূলত চারটি দাবির কথা তুলে ধরেছে মঞ্চ। প্রথমত, আগামী সাতদিনের মধ্যে পেনশন প্রাপকদের ৪ শতাংশ ডিএ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, পেনশনভোগীদের বার্ষিক ৬ শতাংশ সুদ সহ যাবতীয় বকেয়া মেটাতে হবে। তৃতীয়ত, যে সমস্ত কর্মকর্তার গাফিলতির জন্য পেনশনে এমন সমস্যার ঘটনা ঘটেছে, তাঁদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে হবে। চতুর্থত, ভবিষ্যতে যেন নিয়ম মেনে এবং যথাযথ কিস্তি সহ পেনশন সময় মতো আসে তার বাস্তবায়ন রাজ্য সরকারকে করতে হবে। এই দাবিগুলির সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উল্লেখও চিঠিতে করা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণ

কলকাতা, ৫ মে : সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের হানায় মৃত্যু হয়েছিল গোসাবার বাসিন্দা অনাথবন্ধু কয়ালের। দীর্ঘ এক দশক পর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ক্ষতিপূরণ পেতে চলেছে তাঁর পরিবার।

সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, আট সপ্তাহের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা মৃতের পরিবারকে দেবে রাজ্য বনদপ্তর। ২০২৪ সালে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল অনাথবন্ধুর পরিবার। এদিন তাঁর পরিবারের তরফে আইনজীবী শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ২০১৫ সালে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

এদিন ওই পরিবারকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা।

মুর্শিদাবাদে সাংবাদিকদের মুখোমুখি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার। -পিটিআই

মুর্শিদাবাদে সিবিআই দাবি

কলকাতা, ৫ মে : মুর্শিদাবাদের জাফরাবাদে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চেয়ে মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। নিহতদের পরিবারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনেরও আর্জি জানানো হয়েছে। এই মর্মে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। মঙ্গলবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। ওই পরিবার ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছেন। কিন্তু অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ দরজা ভেঙে তাঁদের তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। পুলিশের এই অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধেও আদালতে আবেদন করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি দিয়েছে ওই পরিবার। এদিন ওই পরিবারের আবেদন, সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হোক। রাজ্যের থেকে রিপোর্ট তলব করুক আদালত।

জাতীয় নিরাপত্তায় কেন্দ্রের পাশে তৃণমূল

জওয়ানকে ফেরানোর দাবি মমতার

কলকাতা, ৫ মে : দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেখানে সেনাবাহিনী থাকার কথা সত্ত্বেও পহলগামের মতো ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। সোমবার মুর্শিদাবাদ যাওয়ার আগে ডুমুরজলা হেলিপ্যাডে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি ভেবে পাচ্ছি না এতক্ষণ ধরে বেছে বেছে মারল। অবশ্য এটা আমাদের শোনা কথা। এমনিতে তো সীমান্ত এলাকা। স্পর্শকাতর এলাকা। সেখানে তো অনেক সেনা থাকার কথা। যাই হোক এসব নিয়ে এখন আর আমি কোনও কথা বলব না।' এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে, আমাদের দল কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকবে।' তবে পাকিস্তানে আটক বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম সাউয়ের মুক্তির দাবিও তিনি করেছেন।

পহলগামে হামলার পর কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিল। সেখানে তৃণমূলের পক্ষে উপস্থিত লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর নবান্নে মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'এই স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে কেউ কোনও মন্তব্য করবেন না। এটা দেশের অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়।' এদিন মমতা বুঝিয়ে দিলেন, জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে তিনি কোনও বিতর্ক তৈরি করতে চাইছেন না।

তবে পাকিস্তানে আটক বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম সাউয়ের মুক্তি নিয়ে তিনি সরব হয়েছেন। গত ১৩ দিন ধরে খোঁজ নেই হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা এই বিএসএফ জওয়ানের। একাধিক ফ্ল্যাগ মিটিং হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান তাঁকে এখনও ছাড়েনি। এই বিষয়ে বিদেশমন্ত্রকও কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আনেনি। তাঁর পরিবারও এব্যাপারে অন্ধকারে। পূর্ণমকে ফেরানোর দাবি তুলে তাঁর পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মমতা বলেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমাদের জওয়ান সাউজির কোনও খবর নেই। আমাদের তরফে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। পূর্ণম সাউকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।' কিন্তু বিদেশমন্ত্রক এই নিয়ে কোনও তথ্য না দেওয়ার প্রসঙ্গে মমতাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। তিনি বলেন, 'এই নিয়ে এখন আমি কিছু বলব না।'

মুখ্যমন্ত্রীর কথা

- আমি ভেবে পাচ্ছি না এতক্ষণ ধরে বেছে বেছে মারল। অবশ্য এটা আমাদের শোনা কথা। এমনিতে তো সীমান্ত এলাকা। স্পর্শকাতর এলাকা। সেখানে তো অনেক সেনা থাকার কথা। যাই হোক এসব নিয়ে এখন আর আমি কোনও কথা বলব না।
- দেশে এখন যা চলছে, জাতীয় নিরাপত্তার যে ব্যাপার, আমরা বলেই দিয়েছি, আমাদের দল কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকবে। ডিভাইড অ্যান্ড রুল করব না।
- খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমাদের জওয়ান সাউজির কোনও খবর নেই। আমাদের তরফে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। পূর্ণম সাউকে ফিরিয়ে আনতেই হবে

উত্তরবঙ্গের শ্রমজীবী ভোটে বিশেষ নজর সিপিএমের

রিমি শীল

কলকাতা, ৫ মে : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গের শ্রমজীবী ভোটব্যাংকে বিশেষ নজর দিচ্ছে সিপিএম। দল ক্রমশ প্রান্তিক, খেটে খাওয়া, শ্রমজীবী মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে বলে আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন শীর্ষ নেতারা। তাই সিপিএম ক্রমশ দলের মূল ভিত্তিতে পৌঁছোনোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। দলের শাখা সংগঠন শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুরদের সামনে এনে শ্রমজীবীদের কাছে পুনরায় ভাবমূর্তি স্পষ্ট করার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে সিপিএমের সাংগঠনিক পরিস্থিতির দুর্দশা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তারা। তাই নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গে শ্রমজীবী সংগঠনকে একত্রিত করে প্রান্তিকদের কাছে পৌঁছোতে চাইছে সিপিএম। বিশেষ নজর শ্রমজীবী ভোটে।

২০ মে দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে দলের কৃষক, শ্রমিক, খেতমজুর সংগঠন। তারপরই রাজ্যজুড়ে পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিস ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। দলের অন্দরেই চর্চা, রাজ্যজুড়ে একত্রিতভাবে কর্মসূচি হলে উত্তরবঙ্গে বিশেষ নজর দেওয়া যাবে না। তাই ২৭ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঘেরাও অভিযান চলবে। ৭ জুন থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কর্মসূচির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাতে যে দাবি রাখা হয়েছে তাও সমাজের খেটে খাওয়া, নিম্নবিত্ত, শ্রমজীবী মানুষদের লক্ষ্য করেই। ১০০ দিনের কাজ, সামাজিক প্রকল্পগুলিতে ভাতা বৃদ্ধি, শ্রমজীবী উন্নয়ন সহ একাধিক দাবি করা হয়েছে।

সিপিএমের এক রাজ্য কমিটির নেতার কথায়, 'আমাদের সমস্ত জেলা মিলিয়ে একত্রেই কর্মসূচি রাখা হয়েছিল। তবে পরে বিশেষ কারণে কর্মসূচি আলাদা করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে বেকারত্ব বাড়ছে, শ্রমিক শ্রেণি বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই সেখানে শ্রমজীবী ও প্রান্তিক মানুষদের জন্য দাবিদাওয়া জোরদার থাকা উচিত বলে মনে করি।' রাজ্য কমিটির আরেক নেতার মন্তব্য, 'দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে সংগঠন দুর্বল তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসূচি নিয়ে দেখেছি উত্তরবঙ্গের কী সমস্যা রয়েছে। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, চলতি বছর কৃষক, শ্রমিক, খেতমজুর সংগঠনের নামে ব্রিগেড সমাবেশ করেছিল সিপিএম। মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রান্তিকদের কাছে পৌঁছানো। তবে উত্তরবঙ্গেও সাংগঠনিক পরিস্থিতির হাল পোক্ত করা দরকার বলে মনে করছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। তাই এক্ষেত্রেও সমাজের প্রান্তিক মানুষদের দাবি-দাওয়া নিয়েই আন্দোলনের পথে হাঁটছে তারা। যাতে দলের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতেও ভাবমূর্তিও স্পষ্ট করা যায়।

সাময়িক স্বস্তিতেও রুফটপ রেস্তোরাঁয় প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ৫ মে : সাময়িক স্বস্তি পেলেও রুফটপ রেস্তোরাঁ নিয়ে প্রশ্ন তুলল হাইকোর্ট। আইন না মেনে চলা রুফটপ রেস্তোরাঁগুলি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা পুরসভা। তারপরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় পার্কস্ট্রিটের ম্যাগমা হাউসের রুফটপ রেস্তোরাঁটি। বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের একক বেঞ্চ তখনই প্রশ্ন করে, 'আপনারাও জানেন, এটা বেআইনি।' তবে ৪০১ ধারায় নোটিশ দিয়ে নির্মাণ ভেঙে ফেলা নিয়ে পুরসভাকেও প্রশ্ন করেন বিচারপতি। তাঁর মন্তব্য, 'আপনারা এভাবে ভাঙতে পারেন না। আইনের যে ধারায় হোটেল কর্তৃপক্ষকে নোটিশ পাঠিয়েছেন, সেই ধারায় ভাঙা যায় না।' আপাতত ওই রেস্তোরাঁ ভাঙার কাজে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার মামলাটির পরবর্তী শুনানি। তবে সাময়িক স্বস্তি পেয়েছে রেস্তোরাঁটি। আইনজীবী মহলের মতে, হাইকোর্ট পুরসভার এই নোটিশে প্রশ্ন তোলার ফলে পুরসভার অন্তর্গত অন্যান্য রুফটপ

রেস্তোরাঁও আদালতের দ্বারস্থ হলে স্বস্তি পেতে পারে।

আবেদনকারী আইনজীবীর দাবি, অন্য জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের ফলে রাতারাতি তাঁদের রেস্তোরাঁ ভেঙে দেওয়া শুরু করেছে। তাঁরা অপরাধী নন। নীতিগত সিদ্ধান্ত সরকার নিতে পারে। তাঁদের কাছে সমস্ত লাইসেন্স রয়েছে। ৪০১ ধারায় নোটিশ দিয়ে নির্মাণ ভাঙছে পুরসভা। অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে হলে ৪০৮ ধারায় পুরসভাকে নোটিশ দিতে হয়। তবে পুরসভা পরবর্তী শুনানিতে তাদের বক্তব্য রাখবে বলে জানায়। এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'ওপরে ভগবান, তারপরই আদালত। আমি তো সামান্য মেয়র, অনেক নীচে। আদালত যেটা ভালো মনে করবে, সেটাই হবে। ভাঙতে আমাদেরও ভালো লাগে না। আমরাও চাই না কারোর ব্যবসায় হাত দিতে। রুফটপ হোটেলগুলি যেভাবে গজিয়ে উঠেছে, তাতে দুর্ঘটনায় সময় হাইড্রোলিক ল্যাডার দিয়েও উদ্ধার করা যায় না।'

অস্বীকৃত দলের খোঁজ কমিশনের

কলকাতা, ৫ মে : পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭০টি 'অস্বীকৃত' রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তায় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন।

ইতিমধ্যেই জেলায় অবস্থিত রাজনৈতিক দলের প্রধান কার্যালয়গুলির অস্তিত্ব যাচাইয়ের নির্দেশ নির্বাচন কমিশন দিয়েছে গত বৃহস্পতিবার। 'আমরা বাঙালি', 'প্যারাডাইস পার্টি', 'ভূমিপুত্র পার্টি'র মতো একাধিক দল বছর বছর ধরে রাজ্যের বুকে থাকলেও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে তাদের দেখা যায় না। কমিশন সূত্রে খবর, কলকাতা ছাড়া বিভিন্ন জেলায় এই সমস্ত দলের প্রধান কার্যালয় থাকলেও সেগুলির ঠিকানার অস্তিত্ব নিয়ে একাধিক জটিলতা রয়েছে।

'আমরা বাঙালি' দল সূত্রে খবর, সব জটিলতা দূর করতে দলীয় যাচাইয়ের কাজ ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন শুরু করে দিয়েছে। কলকাতার শ্যামবাজারে 'আমরা বাঙালি' দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক অফিস থেকে ইতিমধ্যেই প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের নির্বাচনি কার্যালয়ে।

শিলিগুড়ি সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় দলের কার্যালয় রয়েছে। কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সচিব তপোময় বিশ্বাস জানান, 'পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব যাচাইয়ের কাজ প্রায় এক-দু'সপ্তাহ আগে সম্পূর্ণ হয়েছে। তাছাড়া নির্বাচন কমিশন থেকে প্রতিনিধি পাঠিয়ে আমাদের কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত অসম ও ত্রিপুরায় আমরা চিঠি দিয়েও কমিশনের তরফে কোনও উত্তর পাইনি। কেন্দ্রীয় কমিটির তালিকাও আমরা ইতিমধ্যে ই-মেল মারফত কমিশনকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৪৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২২ বৈশাখ ১৪৩২

আপাতত স্নায়ুযুদ্ধ

যুদ্ধ বাধলে দেশের অধিকাংশ মানুষ এখন খুশি হবেন সন্দেহ নেই। সরকারের সিদ্ধান্ত যাই হোক, দেশবাসী কার্যত যুদ্ধ মোডে। প্রায় সম্মিলিত ইচ্ছা এখন, পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক। বিরোধীরাও প্রত্যাঘাতে একমত। সেটা তাদের কৌশল হতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ বাধলে বিরোধীরা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেই এখন দাঁড়াবে। পুলওয়ামা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ভোটে ধাক্কা খাওয়ার ক্ষত এখনও শুকোয়নি। তাই বিরোধীরা এবার সরকারকে আগাম ফ্রি হ্যান্ড দিয়ে রেখেছে।

বরং যুদ্ধ না বাধলে, জঙ্গিদের প্রত্যাঘাত না করলে সরকারকে চেপে ধরবে বিরোধীরা। ইতিমধ্যে তার আভাস মিলছে। মোদির আদলে পোশাক পরা কবন্ধ একটি দেহ পোস্ট করে কেন্দ্রকে নিষ্কর্মা, অপদার্থ বলার আবহ তৈরি করেছে কংগ্রেস। দেশবাসীর প্রত্যাশার চাপ এমনই যে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে (যিনি খুব বেশি বিতর্কিত বা স্পর্শকাতর মন্তব্য সহসা করেন না) দেশবাসীর উদ্দেশে বলতে হয়েছে, আপনারা যা চান, তাই হবে।

নয়াদিল্লির নর্থ ব্লক, সাউথ ব্লকে তৎপরতার অভাব নেই। এবেলা-ওবেলা মিটিং হচ্ছে। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কখনও তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে মিটিং করছেন। কখনও সব বাহিনীর সঙ্গে আলাদা আলাদা কথা বলছেন। সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বিবৃতি না দিলেও প্রচার করে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যাঘাতে তিন বাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ বাধবে- এমন কোনও সংকেত এখনও নেই।

পাকিস্তান নিজে থেকে আক্রমণ করবে, এমন কোনও ইঙ্গিত নেই। তবে প্ররোচনা দিয়ে চলেছে নিত্যদিন। কখনও পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি, কখনও নৌবাহিনীর মহড়া, মিসাইলের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ এবং গত ১১ দিন ধরে নিয়ন্ত্রণরেখায় গোলাগুলি বর্ষণ করে চলেছে পাকিস্তান। ভারতের দিক থেকে জবাব দেওয়া হচ্ছে ঠিকই। তবে তা ওই পর্যন্তই। কেননা, যতই আস্ফালন চলুক, যুদ্ধ হিসেব কষে করতে হয়।

শুধু সামরিক অঙ্ক নয়, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ইত্যাদি নানা সমীকরণের সমাধান না করে আজকের দিনে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া বোকামি। বিশ্ব ব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী চলতি বছরে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি ৭ শতাংশ হতে পারে। যুদ্ধ বাধলে সেই হার ধরে রাখা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়বে আগামী বছরগুলিতে বিভিন্ন বিধানসভা নির্বাচনে। যুদ্ধে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হবে, তা জোগাতে গিয়ে হাঁড়ির হাল হতে পারে দেশের কোষাগারের।

দেশবাসীর সমর্থন তখন ক্ষোভের আগুনে পরিণত হতে সময় লাগবে না। সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার সুযোগ বিরোধীরা তখন ছাড়বে না। দ্বিতীয়ত, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এখন ভারতের পক্ষে অনুকূল নয়। চিরদিনের বিশ্বস্ত বাংলাদেশের সম্পর্ক তিক্ত। নেপালের সঙ্গে চিনের সখ্য ভারতের তুলনায় অনেক বেশি। শ্রীলঙ্কা, ভুটানের সঙ্গে আগের মতো সম্পর্ক নেই। এই অবস্থায় পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে প্রতিবেশী কেউ পাশে দাঁড়াবে- এমন নিশ্চয়তা কম।

বরং নিজের স্বার্থে সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে চিন। তেমন পরিস্থিতি ডেকে আনা ভারতের পক্ষে সুখকর হবে না। তাছাড়া সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানের গভীরে ঢুকে যেতে হতে পারে। তখন তো আর সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের সুবিধা থাকবে না যে, একবার মেরে ফেরত আসা যাবে। দীর্ঘস্থায়ী সেই যুদ্ধে অর্থনীতি, রাজনীতির পাশাপাশি কূটনৈতিক ক্ষেত্রে চাপ বাড়বে। তৈরি হতে পারে নিঃসঙ্গতাও।

নরেন্দ্র মোদি-অমিত শা সেই বাস্তবতা ভালোই জানেন। পাকিস্তানি প্ররোচনার জবাবে গরম গরম মন্তব্যের পাশাপাশি সে কারণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিষয়টিকে কূটনৈতিক স্নায়ুযুদ্ধের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইসলামাবাদ আগ বাড়িয়ে কিছু না করে বসলে সীমান্তে কামানের গোলায় ভারত যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেবে বলে মনে হচ্ছে না। ভারতের মতো পরিস্থিতি পাকিস্তানেরও। যুক্তিগুলি একই। ফলে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন বা ইজরায়েল-প্যালেস্তাইনের পুনরাবৃত্তি ঘটা কঠিন।

অমৃতধারা

অতীতে যা হয়েছিল তা এখন হচ্ছে,এখন যা হচ্ছে তা ভবিষ্যতে হবে,তার জন্য চিন্তিত হচ্ছো কেন? প্রতিদিনের মাঝে নিহিত আছে গুপ্ত রহস্য অনেকবার সেটা তুমি দেখেছ। সুযোগ যদি বা একটি হারাও, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে রোদন না করে দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, যাতে পরবর্তী সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যে বিনীতভাবে সর্বপরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে সে মহৎগুণের অধিকারী। কুটিল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনও সত্যিকারের শান্তি পায় না, সে নিজের প্যাঁচের ধাঁধায় আটকে পড়ে। সৎ ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট যেমন থাকে, অন্যরাও তার সংস্পর্শে সন্তুষ্ট থাকে। চরিত্রবান হওয়াই যে কোনও কঠিন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। চরিত্র যেখানে নেই সেখানে যথার্থ কোনও সম্মানও নেই।

-ব্রহ্মাকুমারী

জলপাইগুড়ির জন্য ওঁর টান ভোলা কঠিন

সম্প্রতি প্রয়াত মিনতি সেন। উত্তরবঙ্গে একমাত্র মহিলা, যিনি তিনবার সাংসদ। বামফ্রন্টের প্রথম ও শেষ মহিলা সাংসদ উত্তরে।

অশোক ভট্টাচার্য

প্রশ্নটা শুনে প্রথমে একটু হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম। আপনি সব কাজ শুধু শিলিগুড়ির জন্য করছেন কেন?

তখন আমি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, মিনতি সেন জলপাইগুড়ির সাংসদ হিসেবে বোর্ড সদস্য। প্রথম বৈঠকে যোগ দিয়ে তিনি এমন প্রশ্ন করায় অবাক হলেও, শান্তভাবে পালটা জানতে চেয়েছিলাম, কী কী করেছি?

এখনও মনে আছে, তাৎপর্যপূর্ণভাবে সরাসরি তেমন উত্তর না দিয়ে তিনি একের পর এর দাবি সামনে রাখতে থাকলেন। জলপাইগুড়ির জন্য এটা চাই, জলপাইগুড়ির জন্য ওটা চাই। চাওয়ার কোনও শেষ নেই। এত দাবি কী করে মেটানো সম্ভব, বলায় উনি বললেন, 'জলপাইগুড়ি কেন পিছিয়ে থাকবে?'

জলপাইগুড়িকে সবসময় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাই ভাবতেন মিনতি সেন, একজন সাংসদ হিসেবে। পার্টি কর্মী হিসেবে ওঁর সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয়। সেই সম্পর্কের পরিসর বেড়েছে একসঙ্গে পার্টির এবং প্রশাসনিক কাজ করার সুবাদে। বলতে দ্বিধা নেই, প্রথম দিকে তাঁর একগুঁয়েমি দেখে কিছুটা খারাপ লেগেছিল। তবে পরবর্তীতে বুঝেছি, মিনতিদির এই পিছনে পড়ে থাকার একগুঁয়েমির কারণ একটাই। জলপাইগুড়ি বা নিজের সংসদীয় এলাকার জন্য, সেখানকার মানুষের জন্য মানসিক ও মানবিক টান।

এখন যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতি দেশে। তাই এই প্রেক্ষিতে ভারত-চিন যুদ্ধের কথা মনে পড়ল মিনতিদির চলে যাওয়ার পর। আগে উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ির গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ওই যুদ্ধের পর শিলিগুড়ির গুরুত্ব বেড়ে যায় কয়েকগুণ, তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য।

দেশের স্বার্থে ভৌগোলিক অবস্থানে নজর রেখে শিলিগুড়িকে বাড়তি গুরুত্ব, এটা বোঝাতে হয়েছে তাঁকে। বুঝতেও পেরেছিলেন। তবে হয়তো মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। মিনতিদির নিজের কেন্দ্রের প্রতি এই টান দেখে প্রথম প্রথম ভাবতাম, তিনি কি সত্যিই রায়গঞ্জে শৈশব কাটিয়েছেন, নাকি জলপাইগুড়িতে? নিজের লোকসভা কেন্দ্রের স্বার্থ কীভাবে আদায় করা যায়, তিনি সবসময় চিন্তা করতেন বলেই রায়কতপাড়ায় স্টেডিয়াম, করলা নদীর ওপর সেতু ও পাশ দিয়ে রাস্তা, আর্ট গ্যালারির মতো একাধিক প্রকল্প পেয়েছে জলপাইগুড়ি। এখানে মিনতিদির কৃতিত্ব বেশি।

তাঁর দাবি পেশ করার জন্য পিছিয়ে থাকেনি মেখলিগঞ্জও। সরাসরি কোনও প্রকল্প আদায় করা যাবে না, কখনও যদি বুঝতেন, তাহলে পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব বা সরকারের দ্বারস্থ হতেন মিনতিদি। 'অশোক এটা করে দিতে হবে, মিনতিদির আবদার', একবার বুদ্ধদা, প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর মুখে শুনে আমি তো থ। আমাকে তো বলতে পারতেন, মনে মনে ভাবছি।

আসলে মিনতিদি হয়তো ভেবেছিলেন, আমি রাজি হব না। প্রকল্পটি ছিল আর্ট গ্যালারি। এমন একাধিক উদাহরণ দেওয়া যায়। এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান থাকাকালীন শিলিগুড়ির যানজট নিরসনে আমি যখন ইস্টার্ন বাইপাস তৈরির সিদ্ধান্ত নিই, তখন ভীষণ খুশি হয়েছিলেন তিনি। ইস্টার্ন বাইপাসের জন্য শিলিগুড়ির পাশাপাশি জলপাইগুড়ির মানুষ উপকৃত হবেন বলে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। হয়েওছে তাই।

লোকসভা নির্বাচনে জয়ের পর জলপাইগুড়িতে সমর্থকদের মাঝে মিনতি সেন। ডানদিকে জ্যোতি বসুর সঙ্গে বৈঠকে মিনতি।

একদিন বলেছিলেন, 'সাংসদ হিসেবে দিল্লিতে আমাকে থাকতে হয়। আর আপনি সেখানে গিয়ে এখানকার জন্য প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থ নিয়ে আসেন।' আজ বড় বেশি মনে পড়ছে তাঁকে, তাঁর কথাগুলো।

সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল শেখার মতো। তবে তাঁর সঙ্গে আমার বিরোধ বেধেছিল কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ নিয়ে। পরস্পরবিরোধী কম বিতর্কে জড়াইনি আমরা সার্কিট বেঞ্চ নিয়ে। শিলিগুড়িতে হোক সার্কিট বেঞ্চ, চেয়েছিলাম আমি। জলপাইগুড়ির জন্য নাছোড় ছিলেন তিনি। জলপাইগুড়িতে যাতে সার্কিট বেঞ্চ হয়, তার জন্য আরও অনেকের সঙ্গে তিনি লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। সফলও হয়েছেন।

জলপাইগুড়ির জন্য প্রচুর কাজ করেও একটা কাজ মিনতিদি শেষ করতে পারেননি। তা হল তেঁতুলিয়া করিডর। তেঁতুলিয়া করিডর এমন জায়গা, সেখানে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ছোট রাস্তা হলে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে যাওয়ার দূরত্ব কমে যেত। শিলিগুড়ি দিয়ে যেতে হত না গুয়াহাটিতে। অনেক বেশি গুরুত্ব বাড়ত জলপাইগুড়ির। সেই বিষয়টি লোকসভায় তুলে ধরা, বিদেশমন্ত্রককে দরবার করা, কম চেষ্টা তিনি করেননি।

বলতে দ্বিধা নেই, ১৯৯৮ সালে মানিক সান্যালের কাছ থেকে যখন জেনেছিলাম, জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পার্টি প্রার্থী করবে মহিলা নেত্রী মিনতিদিকে, একটু অবাকই হয়েছিলাম। পরবর্তীতে বুঝেছিলাম, জিতেন দাস, মানিক সান্যাল, সুবোধ সেনদের যোগ্য উত্তরসূরি বেছে নিয়েছে পার্টি। সাংগঠনিক দক্ষতায় মহিলা নেত্রী হিসেবে পরিচিতি থাকায় জয় পেতে তাঁর সমস্যা হয়নি। ২০০৪ সাল পর্যন্ত সাংসদ থেকেছেন জলপাইগুড়িতে।

অতীতে উত্তরবঙ্গ থেকে, রায়গঞ্জে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের স্ত্রী মায়া রায় বা মালদার উমা রায় সাংসদ হিসেবে সাড়া ফেলেছিলেন কংগ্রেসের হয়ে। কিন্তু মিনতিদিই একমাত্র মহিলা সাংসদ যিনি উত্তরবঙ্গ থেকে তিনবার সাংসদ হন। তিনিই উত্তরবঙ্গে বামফ্রন্টের একমাত্র মহিলা সাংসদ। তাঁর পরবর্তী জমানায় এখন পর্যন্ত মহিলা সাংসদ পায়নি তাঁর শহর।

এখন বারবার মনে হয়, নিজের কেন্দ্র জলপাইগুড়ির সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জ্বলন্ত ইস্যু নিয়েও তাঁকে একাধিকবার লোকসভায় সরব হতে দেখা গিয়েছে। নিজের কেন্দ্রের দাবি নিয়ে লোকসভায় শুধু ঝড় তোলেননি, সংসদীয় মহিলা এমপাওয়ারমেন্ট কমিটির সদস্য হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য লড়াই চালিয়েছেন, কাজ করেছেন। বিদেশমন্ত্রককের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হিসেবেও তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

জলপাইগুড়ির জন্য প্রচুর কাজ করেও একটা কাজ মিনতিদি শেষ করতে পারেননি। তা হল তেঁতুলিয়া করিডর। তেঁতুলিয়া করিডর এমন জায়গা, সেখানে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে একটা ছোট রাস্তা হলে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে যাওয়ার দূরত্ব কমে যেত। শিলিগুড়ি দিয়ে যেতে হত না গুয়াহাটিতে। অনেক বেশি গুরুত্ব বাড়ত জলপাইগুড়ির। সেই বিষয়টি লোকসভায় তুলে ধরা, বিদেশমন্ত্রককে দরবার করা, কম চেষ্টা তিনি করেননি।

তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা এবং মানুষের সঙ্গে মিশে থাকার প্রমাণ একাধিকবার মিলেছে। তবে আমাকে অবাক করেছিল একটি ঘটনা।

সালটি মনে নেই। দলের এক কর্মসূচির শেষে মিনতিদি আমার সঙ্গে এক পার্টি কর্মীর পরিচয় করিয়ে দেন। ওই পার্টি কর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, তাঁর বাড়ি শক্তিগড়ে। একটু অবাক হতে হয়। কারণ, শিলিগুড়িতে থেকে আমি যাঁকে চিনি না, তাঁকে চেনেন জলপাইগুড়ির মিনতি সেন। পরে নানা কর্মসূচি এবং ঘটনার প্রেক্ষিতে বুঝতে পারি, উনি নিজের সংসদীয় এলাকার প্রত্যেকটি মানুষকে চিনতেন নামে। বিরোধীদেরও। তাই বিরোধী দলগুলির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল মধুর।

রায়গঞ্জের সাংস্কৃতিক পরিবারে বড় হওয়া মিনতিদির মধ্যে সবসময় ছিল সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ টান। নাটক ও গানের প্রতি ভীষণ টান। তাঁর বাবা ছিলেন রায়গঞ্জের বিখ্যাত মানুষ। দলীয় প্রকাশ্য সভার আগে গণসংগীত পরিবেশনের প্রথা ছিল। অনেক সময়ই দেখতাম, নিজের আসনে বসে তিনি গলা মেলাচ্ছেন, আপন মনে। গানের শেষে শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বাহবা জানাচ্ছেন। সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা না থাকলে এটা অসম্ভব। শিলিগুড়িতেই কতবার তিনি নাটক করতে এসেছেন। তাঁর নাটক থাকলেই ফোন পেতাম। বলতেন, 'আপনি তো নাটক ভালোবাসেন। সম্ভব হলে আসবেন।' বয়সে ছোট হলেও আমাকে সবসময় আপনি সম্বোধন করতেন।

তাঁর নিষ্ঠা, মানুষের জন্য কাজ করার তাগিদ নিয়ে কোনওদিন প্রশ্ন ওঠেনি, তাঁর অবর্তমানে ভবিষ্যতেও উঠবে না। তবে আমি মনে করি, মিনতিদি যদি সাংগঠনিক ক্ষেত্রে গোটা বাংলায় আরও বড় ভূমিকা নিতে পারতেন, তাহলে আরও ভালো হত। পার্টিও আরও বেশি উপকৃত হত।

(লেখক রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী)

আজ

১৮৬১

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন মতিলাল নেহরু।

১৯৮১

ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লার জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

কালীঘাটে, দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াক তৈরি করলে কেউ কিছু বলে না। আর জগন্নাথধামটা গায়ে লেগে গেল! বলা হচ্ছে নাকি নিম কাঠ চুরি করেছি। নিম কাঠ চুরি করব কেন? আমার বাড়িতেই তো চারটে নিম গাছ আছে। চুরি করব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অবস্থা হয়নি!

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

তিন বছরের বাচ্চার ক্রিকেট খেলার ভিডিও ভাইরাল। রাস্তায় ব্যাট হাতে একরত্তি। একজন বল করছে আর ওই ছোট্ট হাতে কখনও কভার ড্রাইভ, কখনও ধোনির হেলিকপ্টার শট, আবার কখনও পুল মেরে ছক্কা হাঁকাচ্ছে সে।

ভাইরাল/২

খাবার টেবিল যদি র‍্যাম্প হয়! বাগানে কয়েকটি খাবার টেবিল পরপর সাজানো। দু'দিকে চেয়ার পাতা। মেয়েটি সেই টেবিলের ওপর ক্যাটওয়াক করছিল। হঠাৎ এক টেবিলের পাশে পা পড়তেই চিতপাত। ভাইরাল সেই ভিডিও।

জনমন

জনমত

খবরের ঠিক-ভুল যাচাই করা এখন খুব কঠিন

মহীনের ঘোড়াগুলির 'ভেবে দেখেছ কী' গানটা শোনেননি এমন বাঙালি নিতান্তই হাতেগোনা কয়েকজনকে খুঁজলে পাওয়া যাবে হয়তো। তা ওই গানের কথা ধরেই বলি, পৃথিবীটা আজ আর বোকাবাক্সে নয়, বরং মুঠোফোনেতেই বন্দি। সঙ্গে আবার আছে ৫জি ইন্টারনেট পরিষেবা। এক ক্লিকেই এখন পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে বিশ্বের দরবারে। সমস্ত কিছু তথ্য-ব্যাখ্যা সাজিয়ে রাখা আছে আমাদের উদ্দেশে, শুধু ক্লিক করলেই হল। আর এখানেই আপনার মস্তিষ্কের সঙ্গে দাবা খেলছে ফেক নিউজ, পেড মিডিয়া ও আইটি অ্যালগরিদম। আপনার ভাবনার প্রতিচ্ছবি আপনার ফিডে ভেসে বেড়াচ্ছে। আপনি একটা বিশ্বাস আঁকড়ে ধরতে চাইছেন আর ইন্টারনেট ক্রমাগত সেই বিশ্বাসে ইন্ধন জোগাচ্ছে। আসলে আমরা এসবে এত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে আছি যে, ঠিক ও ভুল যাচাই করা অনেক সময়ই আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে।

দেখা যাবে, এই মুহূর্তে একটা অবস্থান তৈরি হল, ঠিক তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাদের ভাবনাগুলো অন্যদিকে অন্য একটা ন্যারেটিভের সামনে ঘুরে যাচ্ছে। ঠিক-ভুল বিচার করা কঠিন এইরকম পরিস্থিতিতে। এ যেন সিদ্ধান্তহীনতার এক অন্ধকার যাত্রা। আমাদের রাগ সুনিয়ন্ত্রিত নয়, উলটে অসংগঠিত। মিডিয়াতে প্রকাশ্যে যে ভাষায় আলোচনা চলছে, যেভাবে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের কোরাস বাজানো হচ্ছে, তার তালে আমরাও তাল দিচ্ছি। আমাদের বোধবুদ্ধি বন্ধক দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেটের খরচে। হিংসার ছায়াছবিতে চোখ রাখছি আমরা- সেটা ধর্মীয় হোক কিংবা রাজনৈতিক।

আসলে মানবজাতি হিসেবে কোথাও আমরা ব্যর্থতার ছাপ রাখছি সামগ্রিকভাবে। আইনানুগ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। দরকার সাইবার অ্যাকশন, দরকার ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯২, ২৪০, ২৯৯ সহ বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে একটা সীমারেখা টানার। এই লক্ষ্মণরেখার ওপারে একটা সুস্থ সমাজ প্রয়োজন। যুক্তিবাদ আর অন্ধবিশ্বাস বেশি দূর হাত ধরে চলতে পারে না। অতএব, ব্যবহারকারী হিসেবে আমরা সংযত হলে এই ঘৃণার চিলচিৎকার অনেকটাই কমবে বলে মনে হয়।

সৌরভ মজুমদার
প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কৃষকের ছেলেরা আর ফিরে যায় না মাঠে

ভারতে প্রতি বছর প্রায় ২১০০০ জন কৃষি স্নাতক হন। অথচ তাঁদের মাত্র ৫ শতাংশ কৃষিক্ষেত্র সংক্রান্ত চাকরি করেন।

ময়ূখ ভট্টাচার্য্য

সালটা ২০১৭, বসন্তের শেষ দিক, আমি তখন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার রুমমেট ছিল পাপ্পু মাঝি, সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ছোট্ট চরগ্রাম থেকে উঠে আসা কৃষক পরিবারের ছেলে। মুখে কালো মাটি লেগে থাকা হাসি, চোখে স্বপ্ন একটা ভালো দিন ফিরবে, তাদের জমির ধান আবার সোনার দানায় ভরে উঠবে।

পাপ্পুর বাবা ছিলেন একজন ক্ষুদ্র চাষি। বর্ষা নামলেই মাতলা নদীর ভাঙনের আশঙ্কায় কেঁপে উঠত তাদের বাড়ি। পাপ্পু মাঝে মাঝে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বাবার সঙ্গে জমিতে যেত, বলত, 'দেখবি, আমি একদিন এমন কিছু করব, যাতে বাবাকে আর দাম নিয়ে বাজারে ছুটতে না হয়।' তখন তার গলার স্বর ছিল দৃঢ়, চোখে ছিল দীপ্তি। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই দৃঢ়তা একটা ক্লান্ত দ্বিধায় পরিণত হতে থাকল।

শুরুর দিকে বেশ আগ্রহ নিয়ে কৃষিতে গবেষণা করতে চেয়েছিল ও। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখলাম, ওর পড়ার টেবিল থেকে কৃষিবিজ্ঞানের বইগুলো সরিয়ে, রাখা আছে ডব্লিউবিসিএস, এসএসসি, ক্লার্কশিপ ও আইবিপিএস-এর গাইড বুক। মাথা নীচু করে বলল, 'চাষ করে কিচ্ছু হবে না ভাই, চাকরিই একমাত্র রাস্তা।' সেই উত্তরটা আমার মনে আজও গেঁথে আছে।

মনে আছে, এক নববর্ষে ওর সঙ্গে ওদের বাসন্তীর গ্রামে গিয়েছিলাম। সকালবেলা নতুন লুঙ্গি পরে পাপ্পুর বাবা আমাদের নিয়ে গেলেন মাঠে, এক হাতে লাঙল আর অন্য হাতে পাপ্পুর ছোটবেলার ছবি আঁকা একটা পুরোনো থালা,

ওতেই প্রথম ধান রাখা হয়। 'এটাই ছিল আমাদের নববর্ষ, এই মাঠই ছিল মন্দির,' বলেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই মাঠটা এখন ভরাট করা, সেখানে এখন উঠেছে এক আধা-পাকা বাজার কমপ্লেক্স।

বছরের পর বছর ধরে কৃষি ছাত্রদের মধ্যে একটি পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ অ্যাগ্রিকালচারাল সায়েন্স-এর তথ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২১০০০ ছাত্রছাত্রী কৃষি স্নাতক পাশ করেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে থেকে যান। অধিকাংশই সরকারি বা বেসরকারি চাকরির দিকে ঝুঁকে পড়েন। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিসের এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, একজন ছোট কৃষকের মাসিক গড় আয় মাত্র ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা, অথচ একজন প্রাথমিক স্তরের সরকারি কর্মচারীর গড় আয় প্রায় পাঁচ গুণ বেশি।

এই তথ্যগুলোই বুঝিয়ে দেয়, কেন পাপ্পুর মতো হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আজ কৃষির সঙ্গে জন্মসূত্রে যুক্ত থেকেও সেটা থেকে সরে আসছেন। তাঁদের কাছে কৃষি এখন আর নবজন্ম নয়, বরং এক অনিশ্চয়তার নাম। নববর্ষ মানে তাঁদের কাছে এখন আর শস্য বপনের আনন্দ নয়, বরং নতুন চাকরির পরীক্ষার তারিখ, কিংবা ইন্টারভিউয়ের অপেক্ষা। আমরা কি এমন কিছু করতে পারি না, যাতে চাষের জমিও থাকে, আর সম্মানজনক জীবিকাও?

পাপ্পুর মা একদিন বলেছিলেন, 'এই মাটি কখনও ঠকায় না, শুধু ওকে বুঝতে হয়।' এই 'বোঝা'-টাই যদি আমরা শিক্ষায়, প্রযুক্তিতে, বাজারে নিয়ে আসতে পারি- তবে হয়তো একদিন আবার কেউ বলবে, 'এই নববর্ষে চাকরি নয়, আমি ফিরে যাচ্ছি মাটির কাছেই।'

সেই দিনটির অপেক্ষায় রইলাম।

(লেখক কৃষি গবেষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৩২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ৩। পুরাণ-পাঠক, বক্তা ৫। যে বিশ্বাসে দর্শনে বা ধর্মে একটিমাত্র দেবতা বা ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয় ৬। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা ৭। সৎ, ধর্মপরায়ণ, সাধু, ধর্মবিশ্বাসী ৯। হস্তগত, আয়ত্ত, অধিকৃত ১২। কখনও, কোনও সময়ে ১৩। দেবতা ও দানব।

উপর-নীচ : ১। বিখ্যাত ২। ফুলের কুঁড়ির মতো দেখতে তামাক খাওয়ার উপকরণ, ফুলবিশেষ ৩। সম্মান, আদর, খাতির ৪। বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মুনিবিশেষ ৫। নিঃসঙ্গ, মাত্র, কেবল ৭। মানসিক প্রবণতা, মেজাজ, স্বভাব, শরীর ধর্ম ৮। অসংগত আচার, অশাস্ত্রীয় আচার, অনাচার ৯। উত্তর ভারতে প্রচলিত উচ্চাঙ্গের দরবারি নৃত্যশৈলী ১০। শয্যা, বিছানা ১১। মৃত, গতপ্রাণ।

সমাধান ■ ৪১৩১

পাশাপাশি : ১। জুলাই ৪। লোপপা ৫। খাস ৭। মন্দুরা ৮। পিরজাদা ৯। খাইখাই ১১। বাইতি ১৩। বড়ু ১৪। বড়াই ১৫। জিঞ্জির।

উপর-নীচ : ১। জুলুম ২। ইলোরা ৩। দাপাদাপি ৬। সফেদা ৯। খাণ্ডব ১০। ইরাবতী ১১। বাইজি ১২। তিমির।

বিন্দুবিসর্গ

সন্তানদের সীমান্তে ফেলে আসছেন অভিবাসীরা

ফাঁকতালে মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়া ঠেকাতে কঠোর ট্রাম্প

একনজরে

- পরিত্যক্ত অভিবাসী শিশুদের ৬-৮ মাসের মধ্যে গ্রিন কার্ড দেওয়া হয় আমেরিকায়
- গ্রিন কার্ড পেতে অভিবাসীরা সন্তানদের কানাডা বা মেক্সিকো সীমান্তে রেখে আসছেন
- আমেরিকার আইন অনুযায়ী তাদের কোনও আত্মীয়কে দত্তক দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়
- এইসময় এগিয়ে আসেন শিশুদের আসল বাবা-মা
- তাঁদের হাতে গ্রিন কার্ডধারী শিশুদের তুলে দেওয়া হয়
- সন্তানের গ্রিন কার্ড থাকায় অভিভাবকরা তাড়াতাড়ি গ্রিন কার্ড পেয়ে যান

ওয়াশিংটন, ৫ মে : বিদেশিদের কাছে আমেরিকার নাগরিকত্ব পাওয়া এখন দিবাস্বপ্ন। গ্রিনকার্ড দূরস্থ, বহু অভিবাসীর পক্ষে সেখানে টিকে থাকাই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকায় থাকতে তাঁদের অনেকে আইনের ফাঁকগুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেটা মানবিক সংকটে পরিণত হচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অভিবাসীদের মধ্যে একটি নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আইনের কড়াকড়ি এড়িয়ে গ্রিনকার্ড পেতে তাঁদের কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সন্তানদের কানাডা বা মেক্সিকো সীমান্তে রেখে আসছেন।

আমেরিকায় সরকারি হেপাজতে থাকা এই ধরনের শিশুর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। সীমান্ত থেকে উদ্ধার করা শিশুদের বড় অংশ ভারতীয় বলে খবর। গত অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত আমেরিকার সীমান্তরক্ষী বাহিনী ৭৭টি শিশুকে উদ্ধার করেছে। তাদের মধ্যে ৫৩ জনকে পাওয়া গিয়েছে মেক্সিকো সীমান্তে। বাকিদের কানাডা সীমান্তে। বেশিরভাগের বয়স ৬-১২ বছরের মধ্যে। তবে ১৬-১৭ বছর বয়সি কয়েকজন কিশোরও উদ্ধার হওয়াদের তালিকায় রয়েছে। ২০২৪-এ উদ্ধার হওয়া অভিভাবকহীন শিশুর সংখ্যা ছিল ৫১৭।

কেন অভিবাসী বাবা-মায়েরা সন্তানদের সীমান্তে ফেলে আসছেন? গ্রিনকার্ড পাওয়ার প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করতে এই পন্থা নিচ্ছেন তাঁরা। আমেরিকার আইন অনুযায়ী, মানবিকতার কারণে পরিত্যক্ত অভিবাসী শিশুদের ৬-৮ মাসের মধ্যে গ্রিনকার্ড দেওয়া হয়। এরপর শিশুগুলিকে দত্তক দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরিচয় জানা গেলে তাদের কোনও আত্মীয়কে দত্তক দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। আর এখানেই চলে আসল খেলা। এইসময় এগিয়ে আসেন শিশুদের আসল বাবা-মা। সবচেয়ে কাছের আত্মীয় হিসাবে তাঁদের হাতে গ্রিনকার্ডধারী শিশুদের তুলে দেওয়া হয়। সন্তানের গ্রিনকার্ড থাকার সুবাদে তাদের অভিভাবকরাও খুব তাড়াতাড়ি গ্রিনকার্ড পেয়ে যান। বিষয়টি নজরে আসার পর নড়েচড়ে বসেছে ট্রাম্প সরকার। প্রশাসন জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এমন হলে সংশ্লিষ্ট শিশুদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে। তাদের বাবা-মায়েদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেবে সরকার। সবাইকে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে ভারত থেকে যাওয়া একাধিক পরিবার আমেরিকার নাগরিকত্বের জন্য শিশুদের সীমান্তে ফেলে আসার কথা স্বীকার করেছে। গুজরাটের মেহসনার এক আইনজীবী ও তাঁর স্ত্রীর কথা জানা গিয়েছে, যাঁরা কয়েকবছর আগে বেআইনিভাবে আমেরিকায় ঢুকেছিলেন। যাওয়ার সময় ২ বছরের সন্তানকে ভারতে রেখে গিয়েছিলেন। ৩ বছর পর এক আত্মীয় শিশুটিকে নিয়ে মেক্সিকোয় পৌঁছোন। মেক্সিকো-ঘেঁষা আমেরিকার টেক্সাস সীমান্তে শিশুটিকে পৌঁছে দেন তিনি। শিশুটির পকেটে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল একটি চিরকুট। যাতে তার আমেরিকাবাসী বাবা-মায়ের নাম, যোগাযোগের তথ্য লেখা ছিল। শিশুর মাধ্যমে আমেরিকার গ্রিনকার্ড পেতেই এই পন্থা নিয়েছিলেন তার বাবা-মা। এবার সেই কৌশল ভেস্তে দিতে চাইছে ট্রাম্প প্রশাসন।

পাকিস্তানকে অর্থসাহায্য বন্ধের দাবি নির্মলার

মিলান ও নয়াদিল্লি, ৫ মে : পহলগাম হামলার জবাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে ভারত। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর প্রেসিডেন্ট মাসাতো কানদার সঙ্গে ইতালির মিলানে বৈঠকে পাকিস্তানকে অর্থসাহায্য কমানোর দাবি তুলেছেন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা কানদাকে বলেন, সন্ত্রাসে মদতদাতা দেশকে কোনওভাবেই অর্থসাহায্য করা উচিত নয়। এর আগে একই কথা তিনি বলেন ইতালির অর্থমন্ত্রী জিয়ানকার্লো জর্জেত্তিকেও।

চরম আর্থিক সংকটে ভুগতে থাকা পাকিস্তান মূলত এডিবি এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। জলবায়ু, পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন খাতে এই সংস্থাগুলি পাকিস্তানকে অর্থ দেয়। ভারতের দাবি, এসব সাহায্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত না হলে তা সন্ত্রাসে অর্থ জোগানোর মতো বিপজ্জনক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই এই অর্থের ব্যবহার আরও স্বচ্ছ ও শর্তসাপেক্ষ হওয়া উচিত।

পুরো গাজা দখলের ছক ইজরায়েলের

জেরুজালেম, ৫ মে : হামাসকে আরও চাপ দিয়ে তাদের হাত থেকে সব ইজরায়েলি পণবন্দির মুক্তি ও ইজরায়েলের শর্তে হামাসকে যুদ্ধবিরতি আলোচনায় রাজি করাতে নতুন ছক কষল নেতানিয়াহুর দেশ। তারা গাজা পুরোপুরি দখলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গাজা পুরো দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে ইজরায়েলের নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রীসভা। একইসঙ্গে পরিকল্পনায় কয়েক হাজার প্যালেস্তিনীয়কে গাজার দক্ষিণাংশে স্থানান্তরিত করার কথাও বলা হয়েছে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সোমবার বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে ইজরায়েলের নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রীসভায়।

গাজার অর্ধেক অংশ ইতিমধ্যেই ইজরায়েলি সেনার দখলে চলে এসেছে। বাকি অংশটুকুর নিয়ন্ত্রণও নিজেদের হাতে নিতে মরিয়া আইডিএফ। সেনাপ্রধান ইয়াল জামির রবিবার জানিয়েছেন, তাঁরা হামাসের মাথা নোয়াতে বদ্ধপরিকর। কয়েক হাজার রিজার্ভ সৈন্যকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে, ইজরায়েল এবার গাজার অতিরিক্ত এলাকায় অভিযান চালাবে। হামাস জঙ্গিদের বিভিন্ন পরিকাঠামো নিশানা করে অভিযান চালানো হবে।

রবিবার রাষ্ট্রসংঘ কিন্তু জানিয়েছে, ইজরায়েলের পরিকল্পনা তারা সমর্থন করবে না। এটা সমর্থন করলে তাদের নীতি লঙ্ঘিত হবে।

মামলাকারীকে তিরস্কার

নয়াদিল্লি, ৫ মে : পহলগামে পর্যটকরা জঙ্গিহামলার শিকার হওয়ার পর পার্বত্য অঞ্চলে পর্যটক নিরাপত্তা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন আইনজীবী বিশাল তিওয়ারি। সুপ্রিম কোর্ট সোমবার তা বাতিল করে দিল। মামলা খারিজের সঙ্গে সঙ্গে মামলাকারীকে তিরস্কার করল সর্বোচ্চ আদালত।

বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের বেঞ্চ জানিয়েছে, বিশাল তিওয়ারি 'বিবেকহীন' আবেদন করেছেন। তিওয়ারি গত সপ্তাহে পহলগাম ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে আবেদন করেছিলেন। তাঁর সেই আবেদনও শীর্ষ আদালত খারিজ করে দিয়েছে। আদালতের কথা, তাতে সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে যাতে পারে। তিওয়ারির এবারের আবেদনে দুই বিচারপতি সরাসরি বলেছেন, 'আপনার উদ্দেশ্য কী? কে আপনাকে জনস্বার্থ সম্পর্কিত এই মামলা করতে বলেছে? পরিস্থিতির সংবেদনশীলতা বুঝতে পারছেন না?' আবেদনকারী জানান, তিনি পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। আদালত জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে প্রচারের আলোয় আসার জন্য মামলাটি করা হয়েছে। বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রস্তাবিত ৬ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে নজর

ধারণক্ষমতা বাড়ছে বাগলিহার-সালালের

নয়াদিল্লি, ৫ মে : সিন্ধু ও তার উপনদীগুলির জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগে গতি আনছে ভারত। পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল করার পর বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার ওপর গড়ে ওঠা বাগলিহার এবং সালাল বাঁধ ২টি সংস্কার করা হচ্ছে। যদিও সোমবার পর্যন্ত এ ব্যাপারে সরকারিভাবে কোনও বিবৃতি জারি হয়নি। সূত্রের খবর, সিন্ধু জলচুক্তি মানার বাধ্যবাধকতা না থাকায় বাঁধ সংস্কারের বিষয়ে অবগত করা হয়নি পাকিস্তানকেও।

১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত জলচুক্তি অনুযায়ী সিন্ধু সহ ৬টি নদীতে প্রবাহিত জলের সিংহভাগ পাকিস্তানকে দেওয়া ছাড়াও নদীগুলির জলপ্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য পাকিস্তানকে দিতে বাধ্য ছিল ভারত। এছাড়া পাকিস্তানের বিনা অনুমতিতে সংশ্লিষ্ট নদীগুলিতে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র ও বাঁধ তৈরির ক্ষেত্রেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই চুক্তি। পহলগামে জঙ্গি হামলার পর সেই চুক্তি থেকে সরে এসেছে ভারত। এরপরেই বাগলিহার ও সালাল বাঁধে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। কয়েক দশক আগে তৈরি হলেও পাকিস্তানের আপত্তিতে এতদিন বাঁধগুলির সংস্কার সম্ভব হয়নি। সংস্কারের পর একদিকে যেমন দুই বাঁধের জলধারণ ক্ষমতা বাড়বে, তেমনই জলের প্রবাহ এবং উৎপন্ন জলবিদ্যুতের পরিমাণ বাড়াতেও তা সাহায্য করবে। বৃদ্ধি পাবে বাঁধের আয়ু। অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানে জলের প্রবাহ বন্ধ করতেও এই উদ্যোগ কাজে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাগলিহার ও সালাল বাঁধ সংস্কারের পাশাপাশি সিন্ধু জলচুক্তির আওতায় থাকা নদীগুলিতে আরও ৬টি বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র। চলতি সপ্তাহেই এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সভাপতিত্বে জলসম্পদমন্ত্রী সিআর পাতিল, বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার, কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সহ বাঁধ প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলির মন্ত্রী ও আধিকারিকদের বৈঠক হবে। সেই বৈঠকের পর প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির কাজ শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হতে পারে।

এই তালিকায় রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান ও উধমপুর জেলায় চন্দ্রভাগা নদীর ওপর প্রস্তাবিত সাওয়ালকোট প্রকল্প। এর মাধ্যমে ১,৮৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে। এছাড়া পাকালদুল (১,০০০ মেগাওয়াট), রাতলে (৮৫০ মেগাওয়াট), বার্সার (৮০০ মেগাওয়াট), কিরু (৬২৪ মেগাওয়াট) এবং কিরথাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিট (মোট ১,৩২০ মেগাওয়াট)। প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হলে সিন্ধু ও তার উপনদীগুলি থেকে প্রায় ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। দূর হবে উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেচ ও পানীয় জলের সংকট।

অমরনাথযাত্রার জন্য ঘোড়া ভাড়া নিতে চলছে দরাদরি। সোমবার পহলগামে।

ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে চাপে বলিউড

ওয়াশিংটন, ৫ মে : এবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কবোমায় বেসামাল বলিউডও। হলিউডকে বাঁচাতে 'প্রথমে আমেরিকা' নীতি মেনে বিদেশে নির্মিত সিনেমার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে মার্কিন মুলুকে ভারতীয় সিনেমার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা থমকে যেতে পারে।

ভারতীয় সিনেমা, বিশেষ করে বলিউড ও তেলুগু ছবি এখন আমেরিকায় বিপুল জনপ্রিয়। ২০২৩ সালেই ভারতীয় ছবি আমেরিকায় প্রায় ২০০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। কিন্তু ট্রাম্পের ঘোষণার জেরে সেই বাজার এখন চরম অনিশ্চয়তায়। ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, বিদেশি সিনেমা 'জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক'। তাঁর দাবি, অন্যান্য দেশ সরকারি ভরতুকি দিয়ে সিনেমার প্রোডাকশন নিজেদের দেশে টেনে নিচ্ছে। ট্রাম্পের কথায়, 'আমরা চাই সিনেমা আবার আমেরিকাতেই তৈরি হোক।'

মার্কিন বাণিজ্য দপ্তরকে বিদেশি ছবির ওপর শুল্ক আরোপের প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাম্প। শুধু বিদেশে নির্মিত সম্পূর্ণ ছবি, নাকি বিদেশে শুট করা মার্কিন প্রযোজনাও এর আওতায় আসবে তা এখনও জানা যায়নি?

বিদেশি ছবিতে শুল্ক

ট্রাম্পের নতুন সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বড় ক্ষতির মুখে পড়বে ভারতীয় সিনেমা। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে অভারতীয় দর্শকদের কাছেও হিন্দি, তেলুগু ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় নির্মিত ছবির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। নতুন শুল্কনীতি চালু হলে ভারতীয় ছবির প্রযোজকদের লগ্নির খরচ দ্বিগুণ হয়ে যাবে, পরিবেশকদের পক্ষে যা বহনযোগ্য নয়। ফলে নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইমের মতো ওটিটি প্ল্যাটফর্মও ভারতীয় ছবিতে তাদের বিনিয়োগ কমাতে পারে।

হিমাংশীর পাশে মহিলা কমিশন

নয়াদিল্লি, ৫ মে : পহলগাম কাণ্ডের জন্য মুসলিম ও কাশ্মীরিদের দোষারোপ না করে শান্তির ডাক দিয়েছিলেন জঙ্গিদের গুলিতে নিহত নৌ অফিসারের স্ত্রী হিমাংশী নারওয়াল। মধুচন্দ্রিমায় এসে তাঁকে বিধবা হতে হয়েছে। তার পরেও কোনও নেতিবাচক শব্দ তাঁর মুখ থেকে শোনা যায়নি। সেইজন্য সমাজমাধ্যমে সমালোচিত হয়েছেন। নেটিজেনরা হিমাংশীকে উদ্দেশ করে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। এই ঘটনায় হিমাংশীর পাশে দাঁড়াল জাতীয় মহিলা কমিশন।

সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রোলিংয়ের নিন্দা করে জাতীয় মহিলা কমিশন জানিয়েছে, কোনও মহিলাকে তাঁর মতামত প্রকাশ করার জন্য কিংবা নিজের বিশ্বাসে অটল থাকার জন্য হয়রানি বা ট্রোল করা উচিত নয়। মহিলার আদর্শগত অভিব্যক্তি ভিন্ন হতে পারে। সেজন্য তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে নিশানা করা সমীচীন নয়। হিমাংশীকে সমর্থন জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা সাকেত গোখেল। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, মোদি সরকারের সক্রিয় সমর্থন ও মদতে এটা হয়েছে। কারণ সরকার পহলগাম নিয়ে দেশে সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়াতে চায়।

হিন্দুবিরোধী কুচকাওয়াজ কানাডায়

টরন্টো, ৫ মে : কানাডায় খালিস্তানিপন্থীদের সাহস ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাদের হিন্দুবিদ্বেষ ঘৃণায় পরিণত হতে দেখা যাচ্ছে। মন্দিরে ভাঙচুর, গ্রাফিতি দিয়ে দেওয়াল নষ্ট করার পর খালিস্তানিরা এবার হিন্দুবিরোধী কুচকাওয়াজ করল। টরন্টোয় কুচকাওয়াজ চলাকালীন ট্রাকে প্রদর্শিত হল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের খাঁচাবন্দি কুশপুতুল।

কুচকাওয়াজে খালিস্তানি ও তাদের সমর্থকরা কানাডায় বসবাসকারী আটলক্ষ হিন্দুকে ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। তাদের হিন্দুবিদ্বেষের তীব্র নিন্দা করেছে এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়।

কুচকাওয়াজের আয়োজক খালিস্তানি জঙ্গি সংগঠন। এটি হয়েছে টরন্টোর ম্যালটন গুরদোয়ারা সংলগ্ন চত্বরে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া প্যারেডের ভিডিওটি পোস্ট করেছেন শন বিন্দা নামে এক হিন্দু নেতা। তিনি বলেছেন, টরন্টোর ঘটনা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ নয়, এ হল খালিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠীর হিন্দুবিরোধী ঘৃণা। তিনি এই ঘটনাকে কানাডায় সবচেয়ে বড় জঙ্গি নাশকতা ১৯৮৫ সালের কনিষ্ক বিমান হামলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। হিন্দু সংগঠন কোয়ালিশন অফ হিন্দুজ অফ নর্থ আমেরিকা বলেছে, গোটা বিশ্ব এসব দেখছে। তাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

রিপোর্ট চাইল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ৫ মে : মণিপুর হিংসায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংয়ের জড়িত থাকার অভিযোগ নিয়ে একটি অডিও ক্লিপ ফাঁস হয়েছিল। সেই অডিওর সত্যতা সম্পর্কে ফরেন্সিক সায়ন্স ল্যাবরেটরির রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের এজলাসে মামলাটি

বীরেন সিংয়ের অডিও

উঠেছে। কেন্দ্রীয় সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এবিষয়ে মুখবন্ধ করা রিপোর্ট দিয়েছেন। প্রধান বিচারপতি রিপোর্টটি খুললেও তদন্তের ব্যাপারে রাজ্য কর্মকর্তাদের কোনও পরামর্শ রয়েছে কিনা তা জানতে চান। তুষার মেহতা জানিয়েছেন, এক মাস ধরে তদন্তের পর এফএসএল রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। তদন্ত চলতে পারে। এমনকি হাইকোর্টও রিপোর্টি পরীক্ষা করতে পারে বলে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

পুরম উৎসবে ভডকুনাথন মন্দিরের সামনে ভক্তদের ভিড়। সোমবার ত্রিশূরে।

ইডি-কে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৫ মে : শীর্ষ আদালতে ফের প্রশ্নের মুখে পড়ল ইডি। অর্থ পাচার মামলায় এক অভিযুক্তের জামিনের শুনানিতে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করেছে। বিচারপতি এএস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, দেখা যাচ্ছে প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ আনা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে ইডির।

ছত্তিশগড়ে পূর্বতন ভূপেশ বাঘেলের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের সময় (২০১৯-'২২) আবগারি দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তির জামিনের শুনানির সময় বিচারপতি এএস ওকা বলেন, 'আমরা বহু ইডি মামলা দেখেছি। এখন এটা একটা রীতি হয়ে গিয়েছে, ইডি প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ আনছে।'

ইডির দাবি, অভিযুক্ত ব্যক্তি অবৈধভাবে ৪০ কোটি টাকা আয় করেছেন। কিন্তু বিচারপতি ওকা বলেন, 'আপনারা দেখাতে পারছেন না টাকা কোথা থেকে এসেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে কোনও কোম্পানির সম্পর্ক আছে কি না, সেটাও দেখাতে পারছেন না। কিছু তো একটা আপনাদের দেখাতে হবে।'

তদন্তকারী সংস্থার মতে, ভূপেশ বাঘেল সরকারের সময় ২,০০০ কোটি টাকার বেশি দুর্নীতি হয়েছে, যেখানে রাজ্যের উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক, বেসরকারি ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি চক্র জড়িত ছিল। এই মামলা আয়কর বিভাগের তদন্তের সঙ্গেও যুক্ত।

ইডি-র অভিযোগ, রাজ্যের মদ উৎপাদক সংস্থাগুলির কাছ থেকে ঘুষ নেওয়া হয়েছিল নির্দিষ্ট বাজার ভাগের বিনিময়ে এবং দেশি মদ গোপনে বিক্রি করা হয়েছে, যার কোনও হিসাব নেই। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল এই অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে বলেন, এটা বিজেপির ষড়যন্ত্র।

গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্ট ছত্তিশগড় সরকারকেও ভর্ৎসনা করে বলেছিল, 'তদন্ত নিজের গতিতে চলবে, তা চিরকাল চলতেই পারে। ইতিমধ্যে তিনটি চার্জশিট দাখিল হয়েছে। তবুও একজনকে এতদিন জেলে রাখা আসলে তাঁকে শাস্তি দেওয়ার মতো। এটা কোনও সন্ত্রাসবাদ বা তিন-চারজনকে একসঙ্গে হত্যার মতো মামলা নয়।'

> আমরা বহু ইডি মামলা দেখেছি। এখন এটা একটা রীতি হয়ে গিয়েছে, ইডি প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ আনছে।
>
> **এএস ওকা**
> *সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি*

ওয়াকফ মামলা শুনলেন না প্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ৫ মে : ওয়াকফ মামলা শুনলেন না সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। সোমবার মামলাটি তিনি পাঠিয়ে দিলেন শীর্ষ আদালতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে। পরবর্তী শুনানি ১৫ মে।

সোমবার প্রধান বিচারপতি খান্না বলেন, 'দু-টি বিষয়ে বলার। আমি কোনও রায় বা অন্তর্বর্তী নির্দেশ স্থগিত রাখতে চাই না। মামলাটি ঠিক দিনেই শোনা হবে। মামলাটি আমার হাতে থাকবে না। আমরা মামলাটি বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চে পাঠাচ্ছি।' তাঁর মতে, এই মামলার বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন রায় না দিয়ে পূর্ণাঙ্গ শুনানি হওয়া প্রয়োজন।

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা পালটা জবাবগুলি দেখেছি। রেজিস্ট্রেশন ও তথ্য সংক্রান্ত কিছু বিতর্ক আছে, যেগুলির নিষ্পত্তি দরকার। আমি কোনও অন্তর্বর্তী আদেশ রিজার্ভ রাখতে চাই না। বিষয়টি ঠিক মতো শুনানি হওয়া দরকার। আমি অবসর নিচ্ছি, তাই মামলা বিচারপতি গাভাইয়ের বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠানো হচ্ছে।'

সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসাবে ইতিমধ্যে বিচারপতি বিআর গাভাইকে মনোনীত করেছেন প্রধান বিচারপতি খান্না। উত্তরাধিকারী হিসাবে বিচারপতি গাভাইয়ের নামই প্রস্তাব আকারে তিনি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রককে। সেই অনুযায়ী আগামী ১৪ মে নতুন প্রধান বিচারপতি শপথ নেবেন। ১৩ মে প্রধান বিচারপতি হিসাবে বিচারপতি খান্নার মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

লালকেল্লা মালিকানার মামলা খারিজ

নয়াদিল্লি, ৫ মে : লালকেল্লাকে নিজের সম্পত্তি বলে দাবি করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুলতানা বেগম নামে এক মহিলা। তাঁর দাবি ছিল, তিনি শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের প্রপৌত্রের বিধবা স্ত্রী। তাই উত্তরাধিকার বলে তিনিই আসল মালকিন লালকেল্লার। যদিও সুলতানার এহেন দাবি সোমবার পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে সোমবার মামলাটি ওঠে। সুলতানার আবেদন একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানিয়েছেন বিচারপতিরা। তাঁরা বলেন, 'শুধু লালকেল্লা কেন? ফতেপুর সিক্রিও তো হতে পারে! এই রিট একেবারেই অযৌক্তিক। খারিজ করা হল।'

এই মামলাটি আগে দিল্লি হাইকোর্টে উঠেছিল। প্রথমে একক বেঞ্চ, পরে ডিভিশন বেঞ্চেও। একক বেঞ্চে মামলাটি অনেক আগেই খারিজ হয়ে যায়। গত বছরের ডিসেম্বরে হাইকোর্টেও বিচারপতি বিভু বখরু এবং বিচারপতি তুষাররাও গেদেলার বেঞ্চে মামলাটির একই পরিণতি হয়। সেই সময় ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল, একক বেঞ্চে মামলাটি খারিজ হওয়ার পর ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হতে দেরি হওয়ার জন্যই তা খারিজ করা হচ্ছে। একক বেঞ্চে খারিজ হওয়ার প্রায় আড়াই বছর পরে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিলেন সুলতানা।

সুলতানা বেগমের দাবি, ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে ব্রিটিশরা জোর করে তাঁদের পরিবার থেকে লালকেল্লা ছিনিয়ে নেয়। বিদ্রোহের অন্যতম মুখ বাহাদুর শাহ জাফরকে নির্বাসনে পাঠানো হয় বর্মার রেঙ্গুনে (বর্তমানে ইয়াঙ্গন, মায়ানমার)। ১৮৬২ সালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দাবি ছিল, লালকেল্লা বর্তমানে 'অবৈধভাবে সরকারের দখলে রয়েছে' এবং তিনি তার মালিকানা ও ক্ষতিপূরণ চান।

বাবিলের ভিডিও নিয়ে চাপানউতোর

রবিবার বাবিল খানের কান্নার এক ভিডিও বেশ শোরগোল ফেলেছে। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে বাবিল কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, আমি বলতে চাই, বলিউডে এমন অনেকে আছে যেমন অনন্যা পাণ্ডে, শান্যা কাপুর, অর্জুন কাপুর, আদর্শ গৌরব, রাঘব জুয়েল, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী বা অরিজিৎ সিং এবং আরও অনেকে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে আমার সঙ্গে। বলিউড খুব ভালো জায়গা নয়।... এরপরই এই ভিডিও এবং ইন্সটায় তাঁর সব পোস্ট ডিলিট করে দেন। অনুরাগীরা স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরে তাঁর টিম একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছে, বাবিল তাঁর কাজের জন্য ইতিমধ্যেই প্রশংসা আর ভালোবাসা পেয়েছে। সেই দিনটাতে ও শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভালো পরিস্থিতিতে ছিল না। ওর শুভার্থীদের জানাচ্ছি, এখন ও ঠিক আছে।

এরপর বিবৃতিতে উল্লিখিত সব তারকাদের নাম করে বলা হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের যোগ্যতায় বিশেষ একটি জায়গা তৈরি করেছেন এবং বাবিল তাঁদের অন্তর থেকে সম্মান করেন। মিডিয়া বা অনুরাগীরা যেন তাঁর এই বানানো ভিডিও দেখে কোনও উপসংহারে না আসেন। এরপর অনন্যা পাণ্ডে, রাঘব জুয়েল, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদীরা বাবিলকে সমর্থন করে, তাঁকে ভালোবাসার বার্তা দিয়েছেন, তাঁর পাশে থাকার কথা বলেছেন। হর্ষবর্ধন রানে, কুবরা সেটরাও একই পোস্ট করেছেন। বিগড়েছেন দক্ষিণী পরিচালক সাই রাজেশ। তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি বেবি-তে বাবিলই নায়ক ছিলেন। রাজেশ পোস্ট করেছেন, যাঁদের নাম করা হল, তাঁরাই সম্মান পাবে আর আমরা যারা এতদিন ওর সঙ্গে আছি, তারা সম্মানের যোগ্য নয়? ঠিক আছে। একঘণ্টা আগেও ভেবেছিলাম ওর পাশে থাকার কথা বলব, কিন্তু এখন আর নয়। আমাদের ও সরি বলুক, তারপর আমরা যে যার রাস্তায় চলব। এরপর বাবিল পুনরায় লিখেছেন, তুমি আমার মন ভেঙে দিলে। গত ২ বছর তোমার ছবির জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেছি, তুমি যা চাও তাই করেছি। তোমার জন্য আমার বাড়ানো দাড়িতে ছারপোকা হয়ে গিয়েছে। তাও সহ্য করছি, এখন... ঠিক আছে। বিদায়।

না, এরপর অবশ্য এই পোস্ট আর দেখা যায়নি। ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে।

বলিউড নিরাপদ নয়, জানালেন নওয়াজউদ্দিন

হিন্দি ছবি পরপর ফ্লপ হচ্ছে, অনেকেই এই নিয়ে আলোচনা করছেন। সম্প্রতি নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘বলিউড নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এখানে এখন সৃজনশীলতার অভাব, তাই সকলে সিক্যুয়েল বানাচ্ছে। ওরা ভাবছে, একটা ফর্মুলা হিট হলে একই ফর্মুলায় বাকিগুলোও চলবে। শুরু থেকেই বলিউড চুরি করছে, কখনও গান, কখনও গল্প। কখনও হলিউড, কখনও দক্ষিণী ছবি থেকে। এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে তাহলে কী পাওয়া যবে? কোন অভিনেতা আসবে এখানে? অনেকেই চলে যাচ্ছে সেজন্য, যেমন অনুরাগ কাশ্যপ। তিনি কিন্তু ভালো জিনিসই আনছিলেন।’

উল্লেখ্য, এখন নওয়াজকে দেখা যাবে জি ফাইভ-এর কোস্টাও ছবিতে।

একনজরে সেরা

অভিনয়ে ঋষি-কন্যা

ঋষি কাপুরের মেয়ে রিধিমা কাপুর সাহনি বড়পর্দায় অভিনয়ে এলেন। খিলাড়ি ৭৮৬ খ্যাত পরিচালক আশিস আর মোহনের পরিচালনায় তাঁর ডেবিউ হচ্ছে। ছবিতে মা নীতু সিং গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন। ছবির আরেক প্রধান অভিনেতা দ্য কপিল শর্মা শো-র কপিল শর্মা। রিধিমা আগে ভেবুলাস লাইভস অফ বলিউড ওয়াইভসের তিন নম্বর সিজনে ছিলেন।

কার্তিক নেই

শোনা গিয়েছিল, ২০০৪ সালের হিট ছবি সলমন খান, অক্ষয় কুমার, প্রিয়াংকা চোপড়া অভিনীত মুঝসে শাদি করোগি-র সিক্যুয়েলে কার্তিক আরিয়ান থাকবেন। অন্য নায়ক হবেন বরুণ ধাওয়ান। পরিচালনায় প্রথমটির মতোই ডেভিড ধাওয়ান, প্রযোজনা সাজিদ নাডিয়াডওয়ালা। পরে জানা যায়, পুরোটাই গুজব। সূত্রের খবর, কার্তিক এখন নিজের অন্য ছবি নিয়ে খুবই ব্যস্ত।

আইপিএল মরশুমেই টিজার

আইপিএল-এর মরশুমেই আসছে হেরা ফেরি ৩-এর টিজার। ছবির অন্যতম প্রধান অভিনেতা সুনীল শেট্টি এই খবর দিয়ে বলেছেন, সম্প্রতি আমরা ছবির শুটিং শুরু করেছি, তার সঙ্গে টিজারও। আইপিএল-এর মধ্যেই টিজার আসবে। ছবিতে সুনীলের সঙ্গে আছেন প্রথম হেরা ফেরির সেই টিম, অর্থাৎ অক্ষয় কুমার ও পরেশ রাওয়াল।

ধর্ষণের মামলা

মুম্বাই পুলিশ, অভিনেতা আজাজ খানের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রুজু করেছে। এক অভিনেত্রী তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছেন, আজাজ তাঁকে বিয়ের এবং হাউজ অ্যারেস্ট সহ অন্য প্রজেক্টে কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং অনেকদিন ধরে ধর্ষণ করেছেন। পুলিশ তদন্ত করছে। হাউজ অ্যারেস্টের আপত্তিকর বিষয়বস্তুর জন্য নির্মাতাদের বিরুদ্ধে বজরং দলও অভিযোগ দায়ের করেছে।

অনুপমের ছবিতে

অনুপম খের পরিচালিত তনভি দ্য গ্রেট ছবিতে গেম অফ থ্রোনস-এর অভিনেতা লেইন গ্লেনকে দেখা যাবে। ক্যামেও নয়, তিনি হবেন মাইকেল সিমোনস। ছবির পোস্টার পোস্ট করে অনুপম লিখেছেন, ‘বিবিসি-র সিরিজ মিসেস উইলসনে গ্লেনের সঙ্গে কাজ করেছি। তিনি তনভির চিত্রনাট্য পড়েই রাজি হয়েছেন।’ ছবির নামভূমিকায় শুভাঙ্গী দত্ত।

কর্ণাটকে নিষিদ্ধ সোনু?

কর্ণাটকে ব্যান করা হবে সোনু নিগমকে? অবস্থা সেদিকেই গড়াচ্ছে। আর তা যদি হয়, তাহলে এই প্রথম এমন ঘটনা বলিউডের কোনও শিল্পীর সঙ্গে ঘটবে। কিন্তু হয়েছেটা কী?

সম্প্রতি এক কনসার্টে গায়ক সোনু নিগমের করা একটি মন্তব্য বিতর্কের জন্ম দেয়। ভিডিওতে দেখা যায়, বেঙ্গালুরুর এক কনসার্টে একজন তাঁকে কন্নড় ভাষায় গান করতে বলেন, সোনু পহেলগাম প্রসঙ্গ টেনে এনে তাঁকে তিরস্কার করেন। এই ঘটনার জেরে গায়কের নামে পুলিশ কেসও করে একটি কন্নড়পন্থী সংগঠন। যদিও গায়ক কেন এমন মন্তব্য করেছেন তা তিনি স্পষ্ট করেছেন সামাজিক মাধ্যমে। তবুও একটি নতুন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, কন্নড় ইন্ড্রাস্টি থেকে নাকি সংগীতশিল্পীকে ব্যান করা হতে পারে।

কর্ণাটক ফিল্ম চেম্বার অফ কমার্সের দাবি, সোনুর সাম্প্রতিক বক্তব্য এবং এই বিতর্কের পর, কন্নড় ফিল্ম ইন্ড্রাস্টি থেকে সোনু নিগমকে বাদ দেওয়া হোক সোনুকে।

গায়কের এই মন্তব্যে ইন্ড্রাস্টি অবশ্য বেশ হতাশ।

সোনু অবশ্য তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেন। ইনস্টাগ্রামে তিনি বলেন, অনুষ্ঠানে কন্নড় ভাষায় গান গাওয়ার জন্য ছেলেদের একটি ছোট দল তাঁকে ‘হুমকি’ দিয়েছিল। তিনি এই বিষয়টা মোটেও জেনারালাইজ করেননি বা কয়েকজনের কর্মকাণ্ডের জন্য পুরো সম্প্রদায়কে দায়ী করেননি। তাই তাঁর বক্তব্যকে যেন ভুলভাবে নেওয়া না হয় তার জন্য অনুরোধ করেন তিনি।

আমির খান যা জানালেন

২০০৭ সালে মুক্তি পায় আমির খান অভিনীত তারে জমিন পর। বক্স অফিসে হইচই ফেলে দিয়েছিল আমিরের এই ছবি। শিশুশিল্পী দর্শিল সাফারি সহ আমিরের তারে জমিন পর ফিল্ম সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছিল। সেই সময় থেকেই আমির প্ল্যান করে ফেলেছিলেন এই ছবির সিক্যুয়েল তৈরি করবেন। নামও ঠিক করে ফেলেন সিতারে জমিন পর। আমিরের সেই স্বপ্নই পূরণ হতে চলেছে। আমাগী জুন মাসেই মুক্তি পাচ্ছে তারে জমিন পর ছবির সিক্যুয়েল সিতারে জমিন পর। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের সঙ্গে এই ছবিরই পোস্টার ভাগ করে নিলেন আমির খান। আগামী ২০ জুন মুক্তি পাচ্ছে নতুন ছবি। সূত্রের খবর, সিতারে জমিন পর ছবিটি একটি স্পোর্টস ড্রামা। আমিরের কথায়, এই ছবির নায়ক আমি নই, ছবির গল্পই হল আসল হিরো।

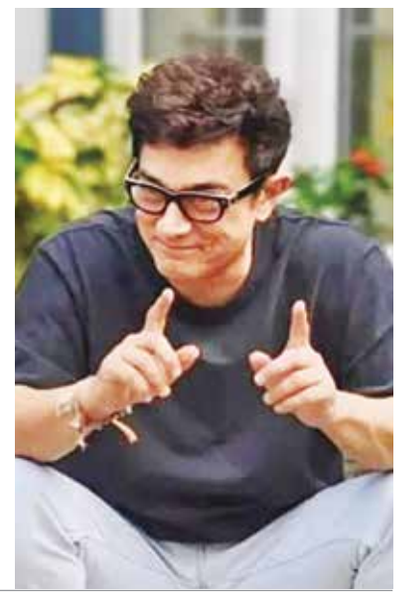

ভিকি না কার্তিক, কে হবেন নায়ক

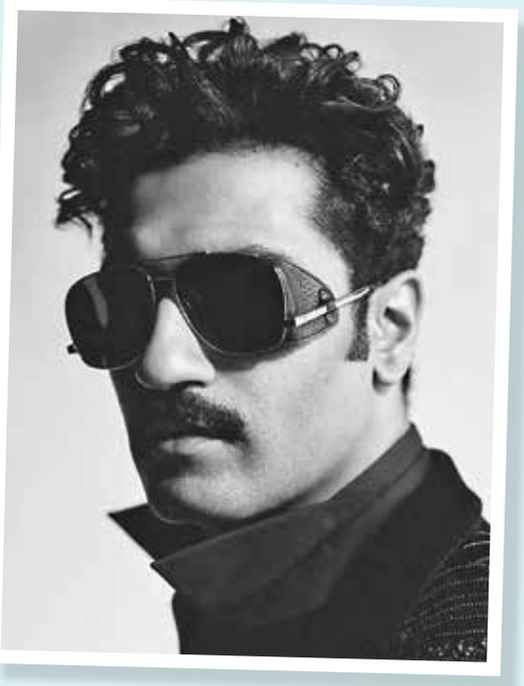

দক্ষিণী পরিচালক রাজকুমার পেরিয়াসামি যিনি শিবা কার্তিকেয়ন ও সাই পল্লবীকে নিয়ে আমারন ছবিটি করেছেন, সেই তিনি প্রথমবার হিন্দি ছবি করতে আসছেন। কে হবেন তাঁর নায়ক—ভিকি কৌশল না কার্তিক আরিয়ান এই নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছে। দুই নায়ককেই চিত্রনাট্য শোনানো হয়েছে এবং দুজনেই তা পছন্দ করেছেন। এই ছবি দারুণ অ্যাকশন ফিল্ম হবে, সঙ্গে থাকবে আবেগও। সেইসঙ্গে দাবি করা হয়েছে, এরকমটি আগে দেখা যায়নি। ছবিতে তরুণ এক তারকাও থাকবেন। তিনিও ভালো অভিনেতা, তবে প্রধান চরিত্রে ভিকি না কার্তিক কাকে নিয়ে বাজি ধরা হবে সেটাই প্রশ্ন। যেহেতু দুজনেই গল্প, চিত্রনাট্য এবং ছবি যেভাবে হবে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, পছন্দ করেছেন, ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তবে সিদ্ধান্ত শিগগির নেওয়া হবে, তারপর অন্য বিষয়গুলি ঠিক হবে। দুই নায়কই ব্যস্ত, কে সময় দেবেন সেটাও ভাবার বিষয়। ঠিক হয়েছে, আগামী বছরের মাঝামাঝি শুটিং শুরু হবে, প্রি-প্রোডাকশনের প্রস্তুতি শুরু হবে চলতি বছরের শেষে।

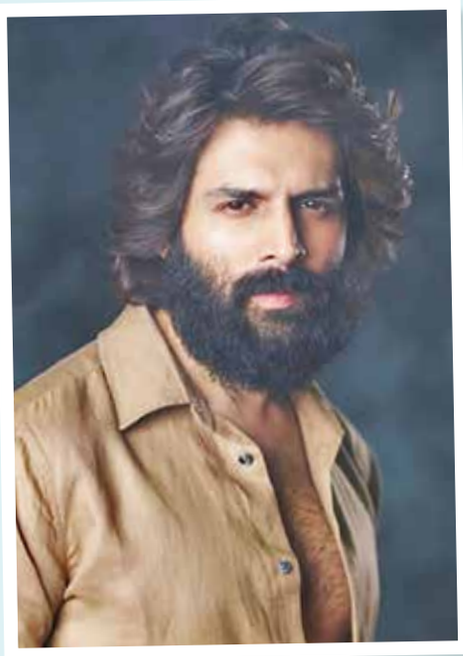

শাহরুখ বাংলার বাঘ, সব্যসাচীর টিজার

মেট গালায় বিদেশি তারকাদের সঙ্গে ভারতীয়রা বরাবরই উজ্জ্বল থাকেন । নায়িকারাই নজর কেড়ে এসেছেন এতদিন, এবার ছবিটা অন্যরকম হবে। শাহরুখ খান থাকবেন ২০২৫ সালের মেট গালাতে। এই খবরে সিলমোহর দিয়েছেন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়। তিনি টিজ করেছেন, কিং খান বেঙ্গল টাইগার। এর থেকে বেশি কিছু যদিও জানা যায়নি, তবে এটা বোঝা যাচ্ছে, শাহরুখ সব্যসাচীর ডিজাইন করা পোশাকই পরবেন।

সব্যসাচীর ডিজাইনার জীবনের ২৫তম বার্ষিকীতে তাঁর তৈরি করা বিশেষ ডিজাইনের জুয়েলারি কালেকশনই থাকবে শাহরুখের অঙ্গে। এবারের থিম ব্ল্যাক ডানডিজম—যাতে থাকবে লাবণ্য, পুরস্কার ও শক্তির মিশেল।

এই তিনের সমন্বয় ঘটবে শাহরুখ-সব্যসাচীর গাঁটছড়ায়। মেট গালায় এমন ডেবিউ এই প্রথম এবং তা করছেন শাহরুখ, সূত্র তাই বলছে। অন্যদিকে দিলজিৎ দোসাঞ্জও তৈরি এই মেট গালার ডেবিউয়ের জন্য। নিজের ইন্সটায় এই খবর জানিয়ে তিনি অনুরাগীদের বলেছেন, ‘কী পরব আপনারাই বলুন।’ দিলজিৎ, শাকিরা, গেল কিং, নিকোল শেরজিনজার, লেবর্ন জেমস, আসাপ রকি, আন্না উইনটাউরের সঙ্গে অনুষ্ঠান করবেন। জেনার-কাদাশিয়ান, কাইল জোনারও থাকতে পারেন। নায়িকাদের মধ্যে অন্তঃস্বত্ত্বা কিয়ারা আডবানি এই প্রথম মেট গালায় পা রাখছেন। সোমবার সন্ধেয় মেট গালা শুরু হচ্ছে।

গুরুতর জখম পবনদীপ

ইন্ডিয়ান আইডল-এর দ্বাদশ পর্বের বিজেতা পবনদীপ রাজনের বিপদ বেশ তীব্র। সোমবার ভোররাত সাড়ে তিনটে নাগাদ গাড়ি দুর্ঘটনার মুখে পড়েন তিনি। তাঁর চোট বেশ গভীর। অনেক জায়গাতেই চোট আঘাত আছে। তবে ডাক্তার বলছেন, বাঁ পা আর ডান হাতের আঘাত বেশ মারাত্মক।

দুর্ঘটনা ঘটেছে আহমেদাবাদে। কী কারণে সে সময় কোথায় যাচ্ছিলেন পবনদীপ, সে কথা জানা যায়নি। তবে ছবিতে দেখা গিয়েছে, হাসপাতালের বিছানায় অচৈতন্য হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। চিকিৎসা চলছে।

KOSMODEN Dental Clinic
West Bengal 1st QCI Accrediated Dental Clinic
Implants and Braces Center
On Panel with Various Govt. Schemes & Dept.
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

কোর্ট মোড়ে অবৈধ পার্কিং রুখতে অভিযান

শিলিগুড়ি, ৫ মে : সোমবার বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে ট্রাফিক পুলিশ। এদিন কোর্ট মোড়ে বেআইনিভাবে পার্কিং করে রাখা সিটি অটোর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। এছাড়াও সিটি অটোগুলোর কাগজপত্রও পরীক্ষা করা হয়। বেশ কিছু সিটি অটোর কাগজপত্র ফেল রয়েছে বলে ট্রাফিকের নজরে আসে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'এদিন আমরা কোনও চালান কাটিনি। যাদের কাগজপত্র ফেল ছিল, তাদের আপডেট করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি রাস্তায় যাতে গাড়ি পার্ক করে না রাখা হয়, সেব্যাপারেও সচেতন করা হয়েছে।'

বিজেপির নতুন নগর মণ্ডল সভাপতি

ইসলামপুর, ৫ মে : ইসলামপুরে বিজেপির নতুন নগর মণ্ডল সভাপতি হলেন চিত্রজিৎ রায়। সোমবার দলের পক্ষ থেকে তাঁকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামপুর নগর মণ্ডল কমিটির সভাপতি পদটি খালি ছিল। ফলে দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম নিয়ে জটিলতা বাড়ছিল। এবার নতুন সভাপতি আসায় কাজের সুবিধা হবে বলে মনে করছেন দলের কর্মীরা। চিত্রজিৎ বলেন, 'আগেও দলের বিভিন্ন পদে থেকেছি। দল যখন যা দায়িত্ব দিয়েছে তখন তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি। নগর মণ্ডল সভাপতি হিসেবে দলকে সাংগঠনিকভাবে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে কাজ করব।' সন্ধ্যার পর স্থানীয় নেতা-কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ে চিত্রজিৎকে সংবর্ধনা জানান।

তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৫ মে : সোমবার সমরনগর বৌবাজার এলাকায় এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতের নাম বিধান পাল (৪৫)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ওষুধের দোকানের কর্মচারী ছিলেন বিধান। তবে বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। এদিন সকালে ঘরের দরজা না খোলায় পরিবারের লোকেদের সন্দেহ হয়। এরপর ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকতেই ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় তরুণকে। পুলিশ এসে ঝুলন্ত দেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান এটি আত্মহত্যার ঘটনা।

রেলে কাটা

শিলিগুড়ি, ৫ মে : সোমবার রেলে কাটা পড়ে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। শহর সংলগ্ন মাটিগাড়ার একটি শপিং মলের সামনে ওই ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ ওই তরুণ রেললাইন পার হচ্ছিলেন। সেই সময় জংশনের দিকে যাওয়া ট্রেনটি ওই তরুণকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।

আজ শহরে

- সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি বাজার ওপেন সিক্রেটের উদ্যোগে চতুর্থ তরাই নাট্য উৎসব ২০২৫-এ দ্বিতীয় দিনের নাটক আয়োজক সংস্থার প্রযোজনা 'ঘরে ফেরার গান' এবং দক্ষিণ বারাসত বর্ণময়ের প্রযোজনা 'একটি অন্য প্রেমের গল্প'।

জাতীয় সড়কে ভ্যানের ওপর পণ্যসামগ্রী নিয়ে ঝুঁকির যাত্রা। সোমবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

ছেলের হাতের মোয়ার কদর নেই

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৫ মে : তুমি গোলাপের মতো নরম। আর মুড়ির মতো মুচমুচে তোমার ভালোবাসা। তেলুগু ছবিতে এমন গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা খানিকটা বোঝেন মুড়ির মাহাত্ম্য। আর সেই ভালোবাসার সঙ্গে একটু মিষ্টি জুড়ে যায় তাহলে সেটা নির্ঘাত ছেলের হাতের মোয়া। মুড়িই বলুন বা মোয়া, ইতিহাসের পাতা ওলটালেই দেখা যাবে, তার চল হয়েছে সেই মৌর্য যুগে, মগধে।

মুড়ির কথা থাক, আজ শুধু মোয়ার কথাই বলি। ছত্রপতি শিবাজির কথা কে না জানে। তাঁর পোশাক দেখলেই বোঝা যায় যুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর দিন গিয়েছে। তিনি তাঁর যোদ্ধাদের শুকনো খাবার হিসেবে চাক চাক গুড় এবং মুড়িকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পরে সেটা মোয়ায় বদলে যায়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই মোয়ার চাহিদা এখন তলানিতে। একসময় চিঁড়ে, মুড়ি দিয়ে তৈরি হাতে বানানো মোয়ার চাহিদা ভালোই ছিল। তখন এটি ছিল টিফিনের হালকা খাবার। সারা মাস ধরে মোয়া তৈরি এবং বিক্রি করা হত। এখন মোয়ার চাহিদা দুর্গা, লক্ষ্মী, কালীপুজো সহ বিভিন্ন পুজোকে কেন্দ্র করে।

মোয়া বিক্রেতা অশোক সাহানি, কৈলাস শাহ জানালেন, ক্রেতারা বছরের অন্য সময় মোয়া কিনতে উৎসাহী না থাকায় বিক্রিও কম।

পুজো-পার্বণে

- এক সময়ে মুড়ি ও মোয়া যুদ্ধে নিয়ে যেতেন ছত্রপতি শিবাজির সেনারা
- মুড়ি গুড়ের রস মেখে মিষ্টি হয়েছিল ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম মগধে, মৌর্য যুগে
- কয়েকদশক আগেও জলখাবারে চিড়ে, মুড়ি, মোয়ার চল ভালোই ছিল
- এখন মোয়ার কদর শুধু লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, দুর্গাপুজোর বিজয়াতে

ডিজেল কলোনির বাসিন্দা কৈলাস শাহ প্রায় ২০ বছর ধরে বাদাম, ছোলা, মুড়ি, চিঁড়ে বিক্রির পাশাপাশি মোয়া বিক্রি করছেন। তাঁর কথায়, 'আগে দিনে ২০-৩০ প্যাকেট মোয়া বিক্রি হত। ভালো লাভও হত। এখন আর তা হচ্ছে না। পুজো-পার্বণের সময়ই খানিক বিক্রি হয়। কারণ মোয়ার প্রতি নতুন প্রজন্মের ঝোঁক নেই।'

আরেকজন মোয়া বিক্রেতা অশোকের মুখেও শোনা গেল একই কথা। মহাবীরস্থানে ড্রাই ফ্রুটস সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির দোকান রয়েছে অশোকের। তিনি বললেন, 'অন্য জিনিসের থেকে আমার দোকানে একসময়ে বেশি হত মোয়া। তবে এখন মোয়ার বাজার মন্দা।'

শহরের মোয়া বিক্রেতা রাজেশ দাসের কথায়, 'মোয়া খেতে পছন্দ করেন এমন মানুষ দিন-দিন কমছে। এখন পুজো-পার্বণ উপলক্ষ্যে নিয়ম রক্ষার্থে মোয়া কেনেন সকলে।'

সেদিনের মোয়া আজ স্মৃতি হতে বসেছে। এককালে সন্ধ্যায় চায়ের সঙ্গে মুখরোচক হিসেবে মোয়া, মুড়কি খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। সেসব বানাতেন মা-ঠাকুমারা। তাছাড়া মোয়া তৈরি ছিল বাঙালির ঐতিহ্যও। আধুনিকতার নামান্তরে পিৎজা, বার্গারের মতো ফাস্ট ফুড এখন সেদিনের মোয়ার জায়গা দখল করেছে।

প্যাকেটে মোয়া বিক্রি করছেন এক বিক্রেতা। -সংবাদচিত্র

চার্জার, ফোন, নিয়ে ১০ মিনিট ধরে চুরি

শিলিগুড়ি, ৫ মে : পায়ে মোজা। মুখে মাস্ক। একহাতে টর্চ নিয়ে এক তরুণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পছন্দের মোবাইল। দেখেশুনে গুটিকয়েক মোবাইল নিয়েও নিল ওই তরুণ। পাশাপাশি নিল মোবাইল চার্জার, হেডফোনের মতো মোবাইলের সরঞ্জামও। না, দিনদুপুরে কারও মোবাইল কেনার দৃশ্য এটা নয়। এই ছবি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়। মোবাইল কেনা নয়, দোকানের শাটার কেটে ভেতরে ঢুকে চুরি করেছে সেই তরুণ। রবিবার ইসকন মন্দির থেকে কয়েক মিটার দূরে এই ঘটনা ঘটেছে।

প্রায় দশ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে এই অপারেশন খোদ পুলিশ-প্রশাসনকেও অবাক করেছে। ওই দোকানের মালিক বাপ্পা বিশ্বাস বলেন, 'এদিন সকালেই চুরির বিষয়টা আমার নজরে পড়ে। দোকান খুলে দেখি ভেতরে সবকিছু লন্ডভন্ড অবস্থায় রয়েছে। এরপর দেখি কয়েকটি মোবাইল, মোবাইলের সঙ্গে সংযুক্ত সামগ্রী নেই। টাকা রাখার ড্রয়ারও খোলা হয়।'

ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভক্তিনগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শিলিগুড়িতে গত কয়েকদিন ধরেই চোরের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। চোরের নজর থেকে বাদ যায়নি খোদ ইসকন মন্দিরও। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই সেই এলাকায় ফের চুরির ঘটনা ঘটল। পুরোনো অপরাধীদের মধ্যেই কেউ এই মোবাইলের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে কি না, সেটা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

চল্লিশ কেজি গাঁজা সহ ধৃত ৪

শিলিগুড়ি, ৫ মে : চল্লিশ কেজি গাঁজা সহ চার তরুণকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল দীপচাঁদ বর্মন, আজিজুল রহমান, দুর্যোধন নমদাস, সঞ্জয় দাস। ধৃতরা প্রত্যেকেই শীতলকুচির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ওই চারজন আলাদা আলাদা চারটি ব্যাগে ওই গাঁজা নিয়ে শীতলকুচি থেকে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে এসেছিল। এরপর দক্ষিণবঙ্গের বাসের অপেক্ষায় তারা অপেক্ষা করছিল। এমন সময়ই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাদের ধরে ফেলে।

হনুমাননগরীতে নিকাশিনালা, রাস্তা বেহাল

মাটিগাড়া, ২৪ এপ্রিল : একাধিক সমস্যায় জর্জরিত মাটিগাড়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের হনুমাননগরী। পঞ্চননই নদীর একপাশ বরাবর এই এলাকায় নেই নিকাশির সুষ্ঠু কোনও ব্যবস্থা। এমনকি এলাকার মূল রাস্তাটিও দীর্ঘদিন বেহাল। ফলে সমস্যায় পড়ছেন এলাকাবাসী। সামনেই বর্ষা থাকায় চরম ভোগান্তির আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

এলাকায় সব মিলিয়ে হাজারেরও বেশি বাসিন্দা বসবাস করেন। কিন্তু পদে পদে যেন হোঁচট খেতে হয় তাঁদের। এলাকার মূল রাস্তার একাংশে নেই পিচের প্রলেপ। গর্তে ভরা ওই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা অমল বিশ্বাস। ক্ষোভের সুরে বললেন, 'বৃষ্টি হলে রাস্তার একাংশে জল জমে যায়। স্কুটার, বাইক নিয়ে চলতে গিয়ে একাধিক দুর্ঘটনাও ঘটে।'

এলাকায় নিকাশির কোনও ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষায় রাস্তা আরও বেহাল হয়ে পড়ে বলে ক্ষোভপ্রকাশ করছিলেন আরেক বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস। তাঁর কথায়, 'সময়ের সঙ্গে এলাকার জনসংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু রাস্তাঘাট, নিকাশির সমস্যা সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।'

স্টেট গেস্টহাউসের বাগানে আবর্জনা

শিলিগুড়ি, ৫ মে : চম্পাসারির স্টেট গেস্টহাউসের সামনে বাগানে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। একসময় গেস্টহাউসের সামনে দুই পাশে ওই বাগানটি সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। তবে ফোর লেনের রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার পর ওই বাগানের জমি ফোর লেনের আওতায় পড়ে গিয়েছে। বাগানের ওপর গেস্টহাউস কর্তৃপক্ষের নজরদারি কমতেই তা স্থানীয়দের একাংশের কাছে আবর্জনা ফেলার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওই বাগানের সামনে যেতেই নজরে এল, স্তূপ হয়ে জমে আছে আবর্জনা। আবর্জনা ফেলতে এসেছিলেন অশোক দাস। তাঁকে প্রশ্ন করতেই অকপট স্বীকারোক্তি, 'এই বাগানের দেখভাল কেউ করে না। তাই এখানে আবর্জনা ফেলছি।' যদিও নিয়মিত এই গেস্টহাউসে সরকারি আধিকারিকদের যাতায়াত রয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন এভাবে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এলাকার আরেক বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দাস বলেন, 'খোদ প্রশাসনিক কর্তাদের যাতায়াতের সামনের বাগানের অবস্থা যদি এরকম হয়, তাহলে সত্যি আর কিছু বলার নেই। প্রশাসনের উচিত এদিকে নজর দেওয়া।'

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। দ্রুত এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব।' সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাবে এই ধরনের কাজ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

আইনের জটে আটকে ধর্মকাঁটা

শিলিগুড়ি, ৫ মে : শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটের ভেতর যানজট সমস্যা মেটাতে বাইরের দিকে মার্কেটের জমি লিজ নিয়ে এক ব্যক্তি নতুন ধর্মকাঁটা (ওজন মাপার যন্ত্র) নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেই কাজ নিয়ে যেন জট কাটছেই না। সরকারি নির্দেশে কখনও কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। আবার কখনও কুলেশ্বর প্রসাদ নামে ওই ব্যক্তি আইনি নোটিশ দেখিয়ে কাজ চালু করছেন। কিন্তু দুই সপ্তাহ ধরে ধর্মকাঁটা তৈরির কাজ আবার বন্ধ রয়েছে। কিন্তু কী কারণে কাজ বন্ধ, তার কারণ স্পষ্ট হয়নি।

ইতিমধ্যে ধর্মকাঁটা তৈরির কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। ঘরও তৈরি হয়ে গিয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে জায়গাটি নজর রাখা হয়েছে। মাঝে কিছু অভিযোগ উঠেছিল, ধর্মকাঁটার পাশাপাশি ওই জমিতে স্টল তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। যা নিয়ে মার্কেটজুড়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কুলেশ্বর প্রসাদ সেভাবে কিছু বলতে রাজি হননি। তাঁর কথায়, 'যা বলার সেক্রেটারি বলবেন।'

রেগুলেটেড মার্কেটের সেক্রেটারি অনুপম মিত্র বলেন, 'ধর্মকাঁটা তৈরির অনুমতি বা ডিড কিংবা ইনস্টলেশন কিছুই আমার সময় হয়নি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কাজটি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। তাই কেবল আমি কাজ বন্ধ করে দিতে বলি। পরে ওই ব্যক্তি আইনি নোটিশ দেখিয়ে আবার কাজ শুরু করেন। ওই ব্যক্তির কাছে কেবল ধর্মকাঁটা তৈরির নির্দেশ রয়েছে। তাই ওই জায়গাটি ইটের গাঁথনি করে ঘিরতে না করেছি।' অনুপমের বক্তব্য, 'কাজটি বন্ধ করার বিষয়ে আমার কাছে কোনও লিখিত নির্দেশিকা আসেনি। যতবার ওই ব্যক্তি কাজ চালুর জন্য আইনি নোটিশ দিয়েছেন, ততবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তা পাঠিয়ে দিয়েছি। কী পদক্ষেপ করব, তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছি। জায়গার জন্য ওই ব্যক্তি ভাড়া দিচ্ছেন। তাই কাজ করতে দিতেই হবে।'

আলোর ছাতা ধরে দিনযাপন শুকুবালাদের

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৫ মে : গোলাপ সহ নানা ফুলে সাজানো গাড়ির ভিতরে বসে রয়েছেন নববধূ। গন্তব্য নতুন ঠিকানা। তাঁকে স্বাগত জানাতে আয়োজনের কমতি নেই। বাহারি আলো, গানের সুর ও বাজির শব্দে এগিয়ে চলে গাড়ির চাকা। এই গাড়ির সামনে বাহারি আলো নিয়ে চলতে চলতে যেন পথ চেনায় রেশমি, লক্ষ্মী, কুসুমরা। 'দুই পৃথিবী'র মধ্যে বিস্তর ফারাক। তবে সবটাই যেন এক সুতোয় গাঁথা। একজনের বিলাসিতার আয়োজনে, অন্যের পেটের জোগান।

বিয়ের মরশুম এলেই ওঁদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, বাড়তি রোজগারের আশায়। বছরের অধিকাংশ দিনই রাজমিস্ত্রির জোগালির কাজ। তবে সবসময় যে সেই কাজ জোটে, তা নয়। সে সময় জোটাতে হয় অন্য কাজ। সংসারের হেঁশেল টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সংসারের টানেই আলোর স্ট্যান্ড বয়ে নিয়ে যান ওঁরা বিয়ের দিনগুলিতে, হাসিমুখে।

ওঁদের কারও বাড়ি ফকদইবাড়ি, কারও আবার একতিয়াশাল, চয়নপাড়ায়। পেটের টানে সমস্ত কাজেই যেন সিদ্ধহস্ত। তবে বিয়ের মরশুমে কাজটা কিছুটা সময়সাপেক্ষ, কষ্টদায়ক হলেও বাড়তি রোজগারে ওঁরা ছুটে চলেন, শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। ওঁরা জানেন, দিনভর কাজের শেষে সন্ধ্যা-রাতে আলোর বাহারে সাজানো ছাতা ধরলেই বাড়তি রোজগার। এই রোজগারের টানেই বাড়িতে একা না রেখে অনেকে আবার সঙ্গে খুদেকেও নিয়ে নেন। আশ্চর্যজনকভাবে খুদেও তার মায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে সামনের পথ ধরে।

> ছাতাগুলো অনেকটাই ভারী, প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টা ঘাড়ে নিয়ে চলাটা অনেকটাই কষ্টের। তবে সংসার চালাতে কাজ তো করতেই হবে।
>
> **-মামণি দাস**
> হাতিয়াডাঙ্গার বাসিন্দা

হাতিয়াডাঙ্গার বাসিন্দা মামণি দাসের কথায়, 'ছাতাগুলো অনেকটাই ভারী, প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টা ঘাড়ে নিয়ে চলাটা অনেকটাই কষ্টের। তবে সংসার চালাতে কাজ তো করতেই হবে।' এই বছর এখনও পর্যন্ত দুটো এমন কাজ পেয়েছে কুসুম দাস। কুসুম বলছিলেন, 'আমার পাড়ার এক দাদাই এই কাজের খোঁজ দেন। দিনের বেলায় দুটি বাড়িতে রান্নার কাজ করি। আর সন্ধ্যায় এই ছাতা ধরার কাজ করি। তাই অসুবিধা হয় না।' এই ধরনের কাজে বাড়তি কিছু আয় হয় বলে জানাচ্ছিলেন চয়নপাড়ার বাসিন্দা শুকুবালা দাস। তাঁর কথায়, 'কিছু বাড়তি আয় হয়ে যায়, তাতে সংসার চালাতে সুবিধা হয়। বাড়িতে ছোট মেয়ে আছে। ওকে কার কাছে রেখে আসব, তাই অনেক সময় সঙ্গে নিই।' নানা ব্যান্ডপার্টির তরফে মহিলাদেরই এই কাজের জন্য রাখা হয়। শহরের অনেক মহিলাদেরই মুখে হাসি ফুটছে নতুন এই কাজের সুযোগে। ৩০০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০ টাকা কিংবা সময় বুঝে তাঁদের টাকা দেওয়া হয়। এ-ও এক কর্মসংস্থান।

একটা রুটির জন্য...

হাহাকার কাকে বলে টের পাচ্ছে প্যালেস্তিনীয়রা। গাজার একটি উদ্বাস্তু শিবিরে। সোমবার। -এএফপি

পূর্বপরিকল্পিত অশান্তি : মমতা

মুর্শিদাবাদের হিংসায় মুখ্যমন্ত্রীকেই দায়ী করলেন শুভেন্দু

অরূপ দত্ত ও অর্ণব চক্রবর্তী

কলকাতা ও বহরমপুর, ৫ মে : হিংসার প্রায় এক মাস পর মুর্শিদাবাদে এসে হিংসার জন্য পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্তকে দায়ী করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ জেলার দু'তিনটি জায়গাকে অশান্ত করে তোলার নেপথ্যে রয়েছে হাতেগোনা দু-তিনজন। অশান্তি সৃষ্টিকারীদের বাংলার শত্রু বলেছেন তিনি।

গত ৮ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত ওই গণ্ডগোলে ধর্মের নাম জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মতে, 'কিছু মানুষ ধর্মীয় নেতা সেজেছেন। ধর্মের নামে বিধর্মের কথা বলছেন। পালে বাঘ না পড়লেও বাঘ বাঘ বলে চিৎকার করেন। তাঁরাই অশান্তি করেছেন। আমি কোনও সম্প্রদায়কে দোষ দেব না।' এই হিংসার সমস্ত তথ্য তিনি গোটা দেশের সামনে শীঘ্র আনবেন বলে ঘোষণা করেন। ওই ঘটনায় স্থানীয় একটি সংগঠনের যোগ আছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

কলকাতা থেকে মমতা সোমবার সরাসরি বহরমপুরে এসেছেন। মঙ্গলবার হিংসাপীড়িত সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান ও সুতিতে তাঁর যাওয়ার কথা। 'মুর্শিদাবাদ জেলার আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে, একসময় বাংলার রাজধানী ছিল' মনে করিয়ে বহরমপুরে তিনি এদিন বলেন, 'দুটো ওয়ার্ডে গোলমাল হয়েছে। কারা করিয়েছে, কীভাবে করিয়েছে, খতিয়ে দেখছি। কিছু সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাতেও বিভাজন তৈরি হচ্ছে। পুরো তথ্য পেয়ে গেলে আমি তা প্রকাশ করব।'

বহরমপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পরে কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'ওঁর লজ্জা করে না। বলছেন, মাত্র দুটো ওয়ার্ডে গোলমাল? ১০টি এলাকায় অন্তত ৯০০ বাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে। ৯টা মন্দির ভাঙা হয়েছে। সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ানে দেখেছি, কোনও দল নয়, শুধু হিন্দু এই পরিচয়ের এলাকাগুলিতে তৃণমূল আশ্রিত জেহাদিরা হামলা করেছে।'

ধর্মের নামে অশান্তি হলেও ভাগাভাগি বা পক্ষপাতিত্ব করার তিনি বিরোধী বলে মুখ্যমন্ত্রী বহরমপুরে মন্তব্য করেন। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওডিশা, রাজস্থানের মতো কয়েকটি রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হামলার প্রতিবাদ করেন মমতা। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'সাম্প্রদায়িক অশান্তি নিয়ে ঝামেলা না করে সীমান্তে নজর দিন। আরও দায়িত্বশীল হোন। চেয়ারে থাকলে মানুষে মানুষে বিভাজন করা যায় না।'

শুভেন্দু অবশ্য বলেন, মুখ্যমন্ত্রীই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী। তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী আজ মুর্শিদাবাদ গিয়েছেন ধুলিয়ানের তৃণমূল নেতা, ফরাক্কার বিধায়কদের নিয়ে, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দাঙ্গায় মদত দিয়েছেন।' মুখ্যমন্ত্রীর বিএসএফ বিরোধিতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগাগোড়াই কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরোধিতা করে এই সরকার। অন্য রাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে বলে মমতার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেও উত্তর দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

তিনি বলেন, কোথাও কোনও ভারতীয় মার খাচ্ছে না। যাঁরা ভারতীয় নন, বাংলাদেশি বা ভিনদেশের মানুষ এসে অবৈধভাবে এরাজ্যে বা অন্য রাজ্যে রয়েছেন, তাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক। রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে যা হয়েছে, এদের ক্ষেত্রেও তাই হবে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে শুভেন্দুর বক্তব্য, 'আগে নিজের রাজ্যকে ঠান্ডা করুন, তাহলে বাকি রাজ্য ঠান্ডা হয়ে যাবে।'

মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক, পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে জেলার বিধায়কদের সঙ্গে বহরমপুরে মুখ্যসচিবকে সঙ্গে নিয়ে বহরমপুরে আলোচনায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে তিনি বলেন, 'আমি যখন চেয়ারে থাকি, তখন সবাইকে নিয়ে চলি। আমার কাছে সবাই সমান। কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলায় আক্রান্ত হোক, আমি চাই না।' মুর্শিদাবাদে ওই এক সপ্তাহের হিংসায় তিনজনের প্রাণ গিয়েছিল।

সেই ঘটনায় মমতার তির সীমান্তরক্ষীদের দিকে। মমতার কথায়, 'বিএসএফ গুলি চালিয়েছিল কেন? বিএসএফ গুলি না চালালে পরের দিনের ঘটনা ঘটত না।'

নাম উল্লেখ না করে একটি ধর্মীয় সংগঠনের উদ্দেশে তাঁর অভিযোগ, 'কোনও একটা সেবাশ্রম আছে। বেলডাঙ্গা থেকে সুতি, ধুলিয়ানে কীভাবে উত্তেজনা তৈরি করা হয়েছে, সবই আমি জানি। ওয়াকফ নিয়ে আন্দোলনের সময় ৪৮ ঘণ্টা আলো নিভিয়ে রেখেছিলেন। আপনারা কী লুকোতে চেয়েছিলেন বলুন তো? অন্ধকারে সিসিটিভির ফুটেজ পরিষ্কার হয় না, তাই না?'

শুভেন্দু পালটা বলেন, '১১ এপ্রিল তো আপনার পুলিশ শাটারের নীচে ঢুকে গিয়েছিল। সীমান্ত থেকে জওয়ানদের হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে এসে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়।' মুর্শিদাবাদের হিংসাকে পুরোটাই সংগঠিত অপরাধ দাবি করে তিনি বলেন, 'কাশ্মীরের পণ্ডিতদের মতো মুর্শিদাবাদকে হিন্দুশূন্য করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য ছিল, গত লোকসভা ভোটে তাঁর দলের ঝুলি থেকে চলে যাওয়া সামশেরগঞ্জ, মোথাবাড়ির ভোটব্যাংককে সন্ত্রাস করে ফিরিয়ে আনা।'

সংঘর্ষে উত্তপ্ত দিনহাটা কলেজ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৫ মে : তৃণমূলের দুই ছাত্রগোষ্ঠীর সংঘর্ষে বিরাম নেই দিনহাটা কলেজে। আর তার জেরেই লাটে উঠেছে পড়াশোনা। শনিবার ছাত্র সংঘর্ষে রক্তারক্তি কাণ্ড হয় কলেজে। এক গোষ্ঠীর প্রথম সিমেস্টারের পড়ুয়াদের হাতে মার খেয়ে মাথা ফাটে অন্য গোষ্ঠীর তৃতীয় সিমেস্টারের এক ছাত্রের। সেই ঘটনার জেরে সোমবার দফায় দফায় সংঘর্ষ হল ক্যাম্পাসে।

এদিন বেলা ১টা নাগাদ কলেজের ক্যান্টিনে কথা কাটাকাটি থেকে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন দুটি গোষ্ঠীর ছাত্ররা। তখন একাধিক সিমেস্টারের ক্লাস চলছিল। মুহূর্তেই উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক জানিয়েছেন, সংঘর্ষের ঘটনায় তাঁরা পাঁচ ছাত্রকে আটক করেছেন। তবে গণ্ডগোলের জেরে এদিন বন্ধ হয়ে যায় ক্লাস। ভয়ে ক্যাম্পাস ছাড়েন বহু পড়ুয়া।

কলেজের কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে তা নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে শাসকদলের দুই ছাত্র নেতা আমির আলম ও রানা হকের গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা চলছে। তার জেরেই বারবার সংঘর্ষ হচ্ছে বলেই অভিযোগ। কয়েক বছর আগে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে মৃত্যু হয়েছিল অলোকনিতাই দাস নামে কলেজের এক ছাত্রের। তারপরও ক্যাম্পাসে লাগাতার সংঘর্ষে রাশ টানতে ব্যর্থ হয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। অধ্যক্ষ কড়া পদক্ষেপ না করতে পারায় ক্ষোভে ফুঁসছে পড়ুয়া থেকে অভিভাবক সকলেই। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের মধ্যেও আতঙ্ক বাড়ছে।

ভয়ে ক্লাস না করেই এদিন ক্যাম্পাস ছাড়েন দ্বিতীয় সিমেস্টারের পাপিয়া বর্মন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাগে গজগজ করতে করতে বলেন, 'দু'দিন পরপর কলেজে এধরনের ঘটনা কখনোই কাম্য নয়।' পঞ্চম সিমেস্টারের পড়ুয়া রুকসানা পারভিনের কথায়,

লাটে পড়াশোনা

- কলেজের কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব
- দুই ছাত্র নেতা আমির আলম ও রানা হকের গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা চলছে
- শনিবারের পর সোমবার এনিয়ে দফায় দফায় সংঘর্ষ কলেজ ক্যাম্পাসে
- ঝামেলার জেরে কলেজে পড়াশোনা লাটে উঠেছে
- কর্তৃপক্ষ কড়া পদক্ষেপ না করায় প্রশ্ন

'কলেজে পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। এভাবে সংঘর্ষ হতে থাকলে কলেজে যাওয়াই আতঙ্কের কারণ হয়ে যাবে। এসব বন্ধে প্রশাসনকে আরও কড়া হতে হবে।' ছাত্র সংঘর্ষে পড়াশোনার যে বারোটা বাজছে তা মেনে নিচ্ছেন কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল আওয়াল। তাঁর বক্তব্য, 'যেভাবে পরপর দু'দিন ছাত্র সংঘর্ষে গোটা ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়াল তা অত্যন্ত দুঃখজনক। এর ফলে পড়াশোনার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এধরনের ঘটনায় নতুন ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভালো বার্তা পৌঁছোচ্ছে না।' গোষ্ঠীকোন্দলের কথা মানতে নারাজ আমির। তাঁর বক্তব্য, 'কলেজের কিছু ছাত্রদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে।'

তরুণীকে গর্ভপাতের অনুমতি হাইকোর্টের

কলকাতা, ৫ মে : ধর্ষণের শিকার ২৫ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা এক তরুণীকে গর্ভপাতের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আইন অনুযায়ী, ধর্ষণের ফলে অন্তঃসত্ত্বা হলে ভ্রূণের বয়স ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভপাতে কোনও অনুমতির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু ভ্রূণের বয়স ২৪ সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছিল তাই গর্ভপাতের অনুমতির জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই তরুণী।

তাঁর দাবি ছিল, গত বছর ডিসেম্বর মাসে তিনি ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। যার ফলে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন। তারপর থেকে তিনি চরম মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তাই তিনি গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মেডিকেল রিপোর্টে দেখা যায় যখন তিনি ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ততদিনে গর্ভস্থ ভ্রূণের বয়স ২৪ সপ্তাহ অতিক্রম করে গিয়েছে। বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছিলেন, এসএসকেএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দিয়ে একটি দল গঠন করে তরুণীর শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে। এই অবস্থায় আদৌ গর্ভপাত সম্ভব কি না তা যাচাই করে রিপোর্ট করতে বলেন বিচারপতি। সোমবার ১২ সদস্য বিশিষ্ট ওই মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্ট পেশ করেন রাজ্যের আইনজীবী। রিপোর্টে গর্ভপাতের পক্ষে সায় দেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। সেই রিপোর্ট দেখার পরই এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ওই তরুণীর গর্ভপাত করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

আজ খুলছে লাচেন

শিলিগুড়ি, ৫ মে : লাচুংয়ের পর পথ খুলছে লাচেনের। মঙ্গলবার থেকে লাচেন প্রবেশে পারমিট ইস্যু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মংগন জেলা প্রশাসন। সোমবার জেলা প্রশাসনের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে পারমিট ইস্যুর কথা জানানো হয়েছে। ফলে উত্তর সিকিমের কোনও পর্যটনকেন্দ্র এখন আর বন্ধ থাকল না।

গত ২৪ এপ্রিল প্রবল বর্ষণের জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে উত্তর সিকিমের লাচুং এবং লাচেন। চুংথাং-লাচেনের রাস্তায় মুন্সিথাংয়ে বড় ধরনের ধস নামার পাশাপাশি কয়েকটি জায়গায় রাস্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় লাচেনে আটকে পড়ে প্রচুর পর্যটক। ধস নামে লাচুং-চুংথাংয়ের রাস্তাতেও। যার ফলে লাচুংয়েও আটকে পড়তে হয় পর্যটকদের। প্রথমে লাচুং এবং পরবর্তীতে লাচেন থেকে পর্যটকদের উদ্ধার করে প্রশাসন। রাস্তা মেরামতির পর ৩০ এপ্রিল যান চলাচলের জন্য লাচুংয়ের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়। এবার খুলছে লাচেন। খুশি পর্যটন মহল।

সহযোগিতার আবেদন

শিলিগুড়ি, ৫ মে : ২০২৩ সালে সিকিমে বন্যা বিপর্যস্ত এলাকার মানুষের সহযোগিতার জন্য ইরকনকে (ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড) সিএসআর (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি) বাড়ানোর আবেদন করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। সোমবার ইরকনের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর হরিমোহন গুপ্তর সঙ্গে দেখা করে আবেদন জানান রাজু। পাশাপাশি সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের জন্য যাঁদের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁদেরও সহযোগিতা করার আবেদন জানান তিনি।

পুরীর কাঠ

প্রথম পাতার পর

সরকারের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, 'এত হিংসা কেন? হিংসার কোনও ওষুধ হয় না। ওডিশায় আলুর টান পড়লে বাংলা জোগান দেয়। আপনাদের সাইক্লোন হলে আমরা ইঞ্জিনিয়ার, লোক পাঠাই। বাংলা থেকে সবচেয়ে বেশি পর্যটক পুরী যান। দিঘায় আমরা জগন্নাথধাম করলে আপনাদের আপত্তি কোথায়?' ওডিশায় বাঙালিদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ প্রসঙ্গ তুলে মমতা বলেন, 'ওডিশায় নাকি বাংলায় কথা বললেই মারধর করা হচ্ছে। অন্য রাজ্যেও হচ্ছে। বাংলায় কিন্তু দেড় কোটি বাইরের লোক আছেন। আমরা কারও ওপর অত্যাচার করব না। এটাই বাকিদের সঙ্গে বাংলার তফাত।' তিনি জানান, ওডিশা সরকারের সঙ্গে কথা হবে। ইতিমধ্যে বাংলার ডিজি ওই রাজ্যের ডিজি'র সঙ্গে কথা বলেছেন। মুখ্যসচিব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবকেও চিঠি দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আমরা কারও সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি চাই না। সকলের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।' তাঁর কথায়, 'পুরীর মন্দির নিয়ে আমাদের সমস্যা নেই। আমাদের কাছে সব মন্দির এক। যখন বিজেপি কোনও মন্দির করে, আমরা তো কই আপত্তি করি না। তাহলে আমরা কিছু করলে এত সমস্যা কীসের?' এই প্রসঙ্গে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, 'কেউ হিংসা করছে না। মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যাচার করছেন। ওটা সংস্কৃতিকেন্দ্র হিসেবে টেন্ডার হয়েছিল। হঠাৎ জগন্নাথধাম হয়ে গেল। আমরা রাজ্য সরকারের মিথ্যাচার সামনে আনছি।'

বৃষ্টি আসছে... অপেক্ষায় তাজ।। প্রেমের প্রতীক এখন প্রায় প্রতিদিনই খবরে। পর্যটকদের ভিড় আগ্রায়। ছবি : পিটিআই

বধূকে নিগ্রহ, নিশানায় জওয়ান

হিলি, ৫ মে : বাংলার বাড়ি নির্মাণে চোখ রাঙানি বিএসএফের। সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করেও জওয়ানের হাতে বেধড়ক মার ও শ্লীলতাহানির শিকার এক গৃহবধূ। রবিবার রাতে ওই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে হিলি থানার কাছাকাছি একটি গ্রামে। ঘটনায় সীমান্তে বিএসএফের দৌরাত্ম্যে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। রাতে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে সুবিচারের দাবিতে হিলি থানায় দ্বারস্থ হয়েছে নির্যাতিতার পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই ঘটনায় বিএসএফের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

হিলি থানা এলাকায় একটি গ্রামের বাসিন্দা ওই গৃহবধূ। তাঁর বাড়ি থেকে ৩০ মিটার দূরত্বে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া। রাজ্য সরকারের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে সম্প্রতি বাড়ি তৈরির কাজ করছিলেন ওই গৃহবধূর স্বামী।

রবিবার সন্ধ্যার বাড়ি তৈরির কাজ চলতে থাকায় সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ান কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন। জওয়ানের নির্দেশের পরে তাঁরা আরও কিছু সময় কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। অভিযোগ, তারপরে ওই জওয়ান গালিগালাজ শুরু করেন। যার জেরে দুপক্ষের মধ্যে বিবাদ তৈরি হয়।

দু'পক্ষের বিতণ্ডার পর বাড়ি তৈরির কাজ বন্ধ করে পরিবার নিয়ে খেতে বসেছিলেন চৌহান দম্পতি। অভিযোগ, ওই সময় অতর্কিতে বিএসএফ হামলা চালায়। নির্বিচারে মারধর শুরু করে একদল বিএসএফ জওয়ান। গৃহবধূর হাতে ও পায়ে সজোরে লাঠি দিয়ে মারে এক পুরুষ

শ্লীলতাহানির অভিযোগ

জওয়ান। আটকাতে গিয়ে আক্রান্ত হয় ওই গৃহবধূর কিশোরী কন্যা। ঘটনায় প্রাণনাশের হুমকি দেয় বিএসএফ জওয়ানের দলটি। রাতেই ঘটনাটি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে জানায় নির্যাতিতার পরিবার। তারপরে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে বিচারের দাবিতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা গৃহবধূ। সোমবার সকাল থেকে অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হিলি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

নামেও যায় আসে, যদি হয় পাকিস্তান

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় স্তরে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠাতে হয়। কর্তৃপক্ষের অনুমতি মিললে নাম পরিবর্তন করা হয় বা যায়।' কিন্তু যে এলাকার নাম নিয়ে নতুন বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, মূলত তা গড়ে উঠেছিল বাম জমানায়। তখন থেকে এখন, রেললাইনের ধারে থাকা বস্তিটির পরিচয় সরকারি খাতায় বিশ্বাস কলোনি। নির্বাচন কমিশনের নথিতেও বিশ্বাস কলোনির উল্লেখ রয়েছে। তাহলে কীভাবে নাম পরিবর্তনের রেজোলিউশন আনা সম্ভব? উত্তর মেলেনি। কিন্তু কীভাবে পাকিস্তান কলোনি বা পাকিস্তান মোড় হিসেবে 'স্বীকৃতি' পেল বিশ্বাস কলোনি? বিশ্বাস কলোনিতে মূলত সংখ্যালঘু মানুষের বসবাস। যে কারণে একটা সময় অনেকটা মজা করে স্থানীয়রা এলাকাটিকে পাকিস্তান কলোনি হিসেবে তুলে ধরত। মুখে মুখে সেই নাম ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি খাতায় থাকলেও বিশ্বাস কলোনি হারিয়ে ফেলেছে নিজের আদি নাম। মুখের নাম কী এভাবে কাগজে-কলমে বদলে ফেলা যায়? বিক্রমাদিত্যর দাবি, 'পাকিস্তানের নাম রাখা যাবে না।' শেক্সপিয়র বেঁচে থাকলে কি বলতেন, 'নামে কী যায় আসে?'

কুজু উৎসব

শিলিগুড়ি, ৫ মে : রাজ্যের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সিকিমজুড়ে এখন নানা উৎসব চলছে। সিকিমের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস তুলে ধরতে সোমবার স্টেট আর্কাইভে আয়োজিত হয়েছিল কুজু সংস্কৃতি উৎসব। মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার রাজকুমারী থাপা।

উন্নয়ন-আর্জি

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর বক্তব্য, 'ইতিমধ্যে আমরা শহরে কাজ শুরু করেছি। পার্কিংয়ের যে বিষয়টি উনি (শংকর) বলছেন, সেটা নিয়ে মেয়রের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কথা বলে জায়গার ব্যবস্থা করুক। আমি মধ্যস্থতাকারী হয়ে চিঠি দিয়ে দেব কেন্দ্রকে। তবে কেন্দ্র যে রাজ্যকে বঞ্চনা করে পাওনা টাকা আটকে রেখেছে, তা দিয়ে দিলে আমরাই সব কাজ করে দিতে পারি।'

শিলিগুড়িতে যে সব কাজের তালিকা উদয়নের হাতে দিয়েছেন শংকর, সেই তালিকায় প্রথম কাজ হল শহরে মাল্টিলেভেল পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা। শংকরের দাবি, কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তিনি কথা বলেছেন। ওই দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যের মাধ্যমে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব গেলে বিষয়টি নিয়ে এগোনো হবে। এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে উপযাজক হয়ে কেন্দ্রের কাছে চিঠি দেওয়ার আবেদন করেন শংকর। তার প্রেক্ষিতে উদয়ন জানিয়ে দেন, 'পার্কিংয়ের জমির জন্য শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে শংকরকে।' আগামী বছর বিধানসভা ভোটকে নজরে রেখে এখন থেকেই নিজের জমি শক্ত করতে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর কোমর কষছেন বলে অনেকে মনে করছেন। শংকরকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের দাবি, নিজের বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে কী কাজ করেছেন শংকর, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

যদি যুদ্ধ হয়...

প্রথম পাতার পর

সালাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সবক'টি গেট সোমবার ভারত বন্ধ করে দেওয়ায় চন্দ্রভাগা নদীর জলস্তর নেমে গিয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এক বিবৃতিতে বলেন, 'জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস করা হবে না। ভারতকে প্রতিটি হুমকির যোগ্য জবাব দেবে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী।' সেনা জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পাকিস্তানি সেনা গোলাগুলি চালিয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে।

এর মধ্যে আবার ভারতের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত একাধিক ওয়েবসাইটকে নিশানা করেছে পাক হ্যাকাররা। জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেন নাকাতানি ভারতে এসে চিনের আগ্রাসন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যৌথ পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। পহলগামে হামলার নিন্দা করে ভারতের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ফোনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথায় ভারতের সন্ত্রাসবাদবিরোধী অবস্থানকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

তবে পাকিস্তানকে সমর্থনের বার্তা দিয়েছে তুরস্ক। রবিবার করাচি বিমানবন্দরে নোঙর করেছে তুরস্কের যুদ্ধজাহাজ টিসিজি বুয়ুকডা।

খাঁটি হিন্দুত্ব লেবেল দেখে চিনবেন

প্রথম পাতার পর

এবারের লোকসভা ভোটের সময় যা একেবারে বেআব্রু হয়ে পড়েছিল। মেদিনীপুরের জেতা আসন ছেড়ে দিলীপবাবুকে পাঠানো হয়েছিল দুর্গাপুরে। সে জায়গায় মেদিনীপুরে দাঁড়িয়ে ডাহা হেরেছিলেন অগ্নিমিত্রা পল। কার কলকাঠিতে দিলীপবাবুকে নিজের কেন্দ্র ছেড়ে অন্য জেলায় পাড়ি দিতে হয়েছিল কে না জানে! ক্রমে আমরা দেখলাম তাঁকে একেবারে এলেবেলে করে দেওয়া হল। তিনি এখন কিছুই নন। দলে কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদ নেই তাঁর। ফলে তাঁর অনুগামীদের ক্ষোভ হওয়াটা স্বাভাবিক। তাঁদের কথা, যাঁর হাত ধরে এ রাজ্যে বিজেপি তিন থেকে সাতাত্তর হল তাঁর এমন হেনস্তা কেন? তাঁর জায়গায় যিনি এসেছেন, তাঁর সময়ে বিজেপি ক্রমেই তলানিতে। সাতাত্তর এমএলএ কমে পঁয়ষট্টি হয়েছে। বিজেপির ভোটের হারও কমছে পাল্লা দিয়ে।

একটা দলে থেকে নিজেদের মধ্যে এহেন ঝগড়াঝাঁটি বেশ অভিনব। বিশেষ করে, যে দল দাবি করে তারা 'পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স।' তারা অন্যরকম। সুশৃঙ্খল, অনুশাসনে বাঁধা। সেই দলে দিলীপপন্থী বনাম শুভেন্দুপন্থীদের হাতাহাতিও দেখলাম আমরা। এরপর কী হবে কে জানে। দিঘায় মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে দিলীপবাবুর জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়াটা একটা উপলক্ষ্য। গোলমালটা পাকাচ্ছিল অনেকদিন থেকেই। নইলে আমন্ত্রণের চিঠি তো পেয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার, মায় শুভেন্দুও। রাম মন্দিরের উদ্বোধনের চিঠি পেয়েও মমতা যাননি কেন তা নিয়ে কম জলঘোলা করেনি বিজেপি। এখন দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন এই সেদিনও যাঁরা তৃণমূলে ছিলেন তাঁরা। সেই তাঁরা বহুদিন আরএসএস করা দিলীপবাবুকে হিন্দুত্ব আর বিজেপির অনুশাসন নিয়ে নানারকম কথা শোনাচ্ছেন। মজা মন্দ নয়। সভাপতি সুকান্ত মজুমদার দিলীপের কাজ দল অনুমোদন করে না বলে একবার জানিয়ে তারপর নীরব। পার্টির অনুমোদিত নয় এমন কাজ করার জন্য তাঁর পূর্বসূরির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে স্পিকটি নট তিনি। অদ্যাবধি কোনও মন্তব্য করেনি পার্টির দিল্লির হাইকমান্ড।

বরং এখন অর্জুন, সৌমিত্রর সঙ্গে লড়াইয়ে দিলীপ বলছেন, 'আমি সবাইকে ন্যাংটো করে দিয়ে যাব।' এই করতে গিয়ে নিজের পার্টিটাকেই নগ্ন করে দিচ্ছেন তিনি। একুশের পর দলে আসা হঠাৎ বিজেপি নেতাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ এখন খোলাখুলি, সবার সামনে। কে কোন কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেন, কে ঘনঘন বিছানা বদলান সবই সবাই জানতে পারছে। খুব তাড়াতাড়ি এ তাল ঠোকাঠুকি থামবে এমন কোনও লক্ষণ নেই। মুখ আলগা দিলীপবাবুকে কে সামলাতে পারবে তা জানা নেই। যেটা জানা আছে তা হল বিধানসভার ভোটের আগে প্রধান বিরোধী দলটায় ভাগাভাগি এখন চরমে। তা বাড়বে বই কমবে না। হিন্দুত্ব নিয়ে সেই আগ্রাসী লাফালাফি কিছুটা যে থমকে যাবে তাও বলা যায়। কে খাঁটি আর কে ভেজাল সনাতনী, কে আদি আর কে তৃণমূলের উচ্ছিষ্টভোজী তা নিয়ে চাপানউতোর এখন ঠেকেছে ব্যক্তিগত কুৎসায়। সেটা আরও বিপদের কারণ।

সব চকচকে চাকরিই কিন্তু সোনা নয়

প্রথম পাতার পর

সার্ভিস এবং রিসেপশন স্টাফদের বেতন শুরু হচ্ছে ৭-৯ হাজার টাকা থেকে। পল্টু মৌলিক নামে এক হোটেল মালিক বললেন, 'মূলত পাহাড়ের ছেলেমেয়েরা কাজ করেন। বেতনের পাশাপাশি তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হয়। অন্য কর্মীর তুলনায় কুকিং স্টাফদের বেতন কিছুটা বেশি।' রেস্তোরাঁ এবং পাবেও রন্ধনকর্মীর বেতন বাকিদের তুলনায় বেশি।

অধিকাংশ রেস্তোরাঁয় ওয়েটারদের পারিশ্রমিক শুরু হচ্ছে ৬-৭ হাজার থেকে। কেউ কেউ আবার কাজ করেন একবেলা। তাঁদের জন্য হিসেব আলাদা। এছাড়া 'টিপস' হিসেবে কিছুটা বাড়তি টাকা হাতে আসে। রান্নার লোকের বেতন ১৫ থেকে শুরু, রয়েছে ২০ হাজার পর্যন্ত। মূলত রেস্তোরাঁর মানের ওপর নির্ভর করে শেফদের বেতন।

নার্সিংহোম, হেলথকেয়ার ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ব্যাঙের ছাতার মতো গজাচ্ছে শিলিগুড়িতে। সাধারণ কর্মীদের তুলনায় টেকনিকাল স্টাফদের (প্যাথলজিস্ট, হিসেবরক্ষক ইত্যাদি) বেতন সামান্য বেশি হয় স্বাভাবিকভাবে।

যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাকিদের বেতন ৮ থেকে ১২ হাজারের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। সেই তালিকায় ওয়ার্ড গার্ল/বয়, রিসেপশনিস্ট থেকে ক্লিনিং স্টাফ, রয়েছেন সবাই। শিলিগুড়ির একটি হেলথ সেন্টারের ডিরেক্টর মিথিলেশ যাদবের যুক্তি, 'কর্মীদের থাকা-খাওয়ার দিকটিও তো আমাদের দেখতে হয়। বেশিরভাগ কর্মী ছয় থেকে আট মাস কাজ করে অন্যত্র চলে যান। তবে যাঁরা থাকেন, তাঁদের বেতন অবশ্যই বাড়ে।'

শহরে জামাকাপড়, প্রসাধনী সামগ্রীর দোকানের সংখ্যা নেহাত কম নয়। বহুজাতিক সংস্থার শোরুম, শপিং মল, স্থানীয় ছোট-মাঝারি-বড় দোকানে কর্মচারী হিসেবে বিরাট সংখ্যক মানুষ কাজ করেন। শুরুতে এঁদের বেতন গড়ে দশ হাজারেরও কম। এমনকি কিছু দোকানে ৪, ৫ হাজার মাসমাইনেতেও কাজ করছেন তরুণ-তরুণীরা। কয়েকটি জায়গায় আবার বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা (সেলস টার্গেট) বেঁধে দেওয়া হচ্ছে বাড়তি উপার্জনের সুযোগ দিতে।

মহাবীরস্থানের একটি দোকানের কর্মচারী মিতা দাস। তাঁর অভিজ্ঞতায়, 'পাঁচ হাজার টাকায় কাজে ঢুকেছিলাম। ৩ বছর হল, এখন বেতন বেড়ে হয়েছে ৭ হাজার। কোনও মাসে যদি বেশি সংখ্যায় বিক্রি করতে পারি, তবে মালিক খুশি হয়ে বোনাস হিসেবে কিছু বাড়তি টাকা দেন।'

বেঙ্গালুরু, মুম্বইয়ে জীবনযাপনের মান অনেকটা উন্নত। সেখানে অবশ্য জিনিসপত্রের দাম বেশি। ওই দুই শহরে আলোচিত কর্মক্ষেত্রে গড় বেতন ১৮ থেকে ২৬ হাজার টাকা। কলকাতায় সেটা ১৫ থেকে ২৫ হাজার পর্যন্ত। শিলিগুড়িতে চিত্রটা একেবারে আলাদা। যদিও সেলস, মার্কেটিং, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের মতো পেশায় যুক্তদের বেতন বেশি হয়। পাশাপাশি কর্মদক্ষতার ওপর কমিশন দেওয়া হয় তাঁদের। কিন্তু অফিস বা ব্যাংক অফিসে নিযুক্তদের পারিশ্রমিক একেবারে কম।

শিলিগুড়িতে কাজের ওপর শুধুমাত্র শহর নয় বরং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, এমনকি নেপালের বাসিন্দারাও নির্ভর করেন। কিছু নিয়োগকারী থাকার বন্দোবস্ত করেন বটে, বাকিদের বাড়িভাড়া নিতে হয় কিংবা ভরসা পেইং গেস্টহাউস। তারপর হাজারো খরচ। মাস শেষে হাতে কিছু থাকে না বললেই চলে।

এ সমস্ত কারণে শহরের উচ্চশিক্ষিত তরুণদের একাংশ পাড়ি দিচ্ছেন কলকাতা কিংবা ভিনরাজ্যে, দাবি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান সন্ময় মল্লিকের। শিলিগুড়ি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক সুমন রায়ের কথায়, 'শহরে জনসংখ্যা বাড়ছে। স্থানীয়দের পাশাপাশি পাহাড়, উত্তরের অন্য জেলা, এমনকি বিহার ও নেপাল থেকে অনেকে কাজের সন্ধানে এখানে আসছেন।' পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিয়োগকারী কম বেতনে বেশি কাজ করিয়ে নেন বলে অভিযোগ। কথা হচ্ছিল সুরজ সরকারের সঙ্গে। বললেন, 'ভালো মার্কস নিয়ে বিএ পাশ করেছি। একটি ট্রাভেল কোম্পানিতে আছি এখন। প্রচুর খাটতে হয়। এদিকে মাস শেষে যা বেতন পাই, তাতে ছোট্ট সংসার চালানোও মুশকিল।'

ঋষভের ব্যর্থতায় বিরক্ত টিম গোয়েঙ্কা

অসুস্থ বাবার মুখে হাসি, খুশি সিম্মু

লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে আগ্রাসী মেজাজে প্রভসিমরান সিং।

ধরমশালা ও পাতিয়ালা, ৫ মে : শরীরের দুটি কিডনিই নষ্ট।

সপ্তাহে তিনবার করে ডায়ালিসিস। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যান। আর প্রিয় মানুষের যে যন্ত্রণা সারাক্ষণ কুরে-কুরে খায় বাড়ির বাকিদের। কথায় আছে, প্রদীপের নীচে অন্ধকার থাকে। পাঞ্জাব কিংসের উঠতি ওপেনার প্রভসিমরান সিংয়ের বাড়ির কাহিনী ঠিক এরকমই।

পাঞ্জাবের হয়ে প্রতি ম্যাচে রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। মর্যাদা রাখছেন ৪.৮ কোটিতে তাঁকে রিটেইন করার সিদ্ধান্তের। এখনও পর্যন্ত ৪৩৭ রান করেছেন ১৭০ প্লাস স্ট্রাইক রেটে। রবিবার ধরমশালায় প্রভসিমরানের এমনই একটি দায়িত্বশীল, বিস্ফোরক ইনিংসের কাছে নতিস্বীকার করতে হয়েছে লখনউ সুপার জায়েন্টসকে।

দলকে টানছেন। ম্যাচের সেরার পুরস্কারও তার কাছে। তবে প্রভসিমরানের সবচেয়ে বড় পুরস্কার বোধহয়, যন্ত্রণাকাতর বাবার মুখে একচিলতে হাসি জোগাতে পারা। সারাক্ষণ কুঁকড়ে থাকেন বাবা সর্দার সুরজিৎ সিং। একমাত্র যখন প্রভসিমরান ব্যাটিং করে, রান পায় তখনই চোখেমুখে হাসির ঝিলিক খেলে যায়।

রবিবার রাতের ম্যাচে ছেলের ব্যাটিং (৪৮ বলে ৯১) দেখেছেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে উঠে জিজ্ঞাসা করেন সিম্মু (প্রভসিমরানের ডাকনাম) ম্যাচের সেরা হয়েছে? এক সাক্ষাৎকারে আবেগতাড়িত গলায় সেকথাই শোনাচ্ছিলেন প্রভসিমরানের কাকা সতবিন্দারপাল সিং।

সতবিন্দার বলেছেন, 'প্রভসিমরান ব্যাটিং করার সময়টুকুতেই শুধু হাসি থাকে বাবার মুখে। আজ (সোমবার) সকালে উঠেই জিজ্ঞাসা করছিল, ও ম্যাচের সেরা হয়েছে কি না। সপ্তাহে তিনদিন ডায়ালিসিস করতে হয়। যা দেখাটা যন্ত্রণার। বাড়িতে ডায়ালিসিসের জন্য যখন ডাক্তাররা আসে, আমি বেরিয়ে যাই। এমন একটা দিন যায় না, যেদিন ভাইয়ের হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।'

প্রভসিমরানের সাফল্যই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় 'ওষুধ' বাবার কাছে। শারীরিক কষ্ট থাকলেও কখনও ছেলের ব্যাটিং মিস করেন না। আর প্রিয় সিম্মু রান পেলে খুশিটা দ্বিগুণ। পাঞ্জাব ম্যাচের আগে নিজের ঘর ছেড়ে সোজা লিভিংরুমে বসে পড়েন টিভির সামনে। ছেলের সাফল্যের মজা উপভোগ করেন সবাইকে নিয়ে।

পাতিয়ালা, পাঞ্জাব ছাড়িয়ে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়েছেন প্রভসিমরান নাম। হেডকোচ রিকি পন্টিং প্রথম দিন থেকেই বছর চব্বিশের ওপেনারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রাক্তন সতীর্থ হেডেনকে বলেও ছিলেন, তিনি রত্ন পেয়েছেন। রত্নের কামাল দেখছে ক্রিকেট মহল।

হেডেনও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন রিকির নতুন ছাত্রকে। মহেন্দ্র সিং ধোনির ছায়া দেখছেন। কিংবদন্তি অজি ওপেনার বলেছেন, 'বড় শট খেলার ক্ষমতা রয়েছে ভীষণভাবে। ২০১০ সালে তরুণ মহেন্দ্র সিং ধোনিকে দেখেছিলাম। ডেথ ওভারে বড় বড় সব শট খেলত। প্রভসিমরানের মধ্যে সেই গুণ রয়েছে। ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলে। মাটিতে রেখে শট খেলতে পারে। ফিল্ডিংয়ের ফাঁকফোকগুলি কাজে লাগায় দারুণভাবে।'

মাত্র ৯ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া হলেও প্রভসিমরান খুশি দলকে জিতিয়ে। জানান, ২ পয়েন্ট দলের জন্য খুব দরকার ছিল। লক্ষ্যপূরণে এই ইনিংসটা খেলতে পেরে তিনি খুশি। খুশি বাবার মুখে হাসি ফুটিয়েও।

এদিকে, পাঞ্জাবের কাছে হার লখনউ শিবিরে বিতর্কের আগুন উসকে দিয়েছে। মাথাব্যথা বাড়ছে অধিনায়ক ঋষভ পন্থকে নিয়ে। ২৭ কোটির রেকর্ড অঙ্কে নিলামে নিলেও, তার সুফল মেলেনি। উলটে দলের বোঝা হচ্ছেন ক্রমশ। ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা রীতিমতো হতাশ। বিরক্তও। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ঋষভের আউটের পর গোয়েঙ্কার প্রতিক্রিয়াতে তা পরিষ্কার।

খবর, হেডকোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার, মেন্টর জাহির খানের সম্পর্ক নিয়েও নাকি চাপানউতোর। দুইজনের মধ্যে মতপার্থক্য চরমে। দলের পারফরমেন্সে যার প্রভাব পড়ছে। শুধু চার দেওয়ালের মধ্যে নয়, ম্যাচের সময় ডাগআউটে তা পরিষ্কার। কখনও জাহির-ল্যাঙ্গারকে পাশাপাশি দেখা যায় না। যার থেকে দুয়ে দুয়ে চার করছেন অনেকে।

শেষ বলে দুরন্ত ইয়র্কারে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জয় নিশ্চিত করার পর বৈভব অরোরা।

বৈভবের ওই ইয়র্কারিটা মনে থাকবে। দুর্দান্ত জয়ের পর অনেকটা সময় কেটে গেলেও এখন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছি।
-আন্দ্রে রাসেল

আইপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম গুজরাট টাইটান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : মুম্বই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

বৈভবের ইয়র্কার মনে থাকবে : রাসেল

বাদশার বার্তায় উল্লেখ নেই ভেঙ্কটেশের নাম

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ মে : উৎসবের রাত। সাফল্যের রাত। প্লে-অফে ভেসে থাকার রাত।

বৈভব অরোরার স্বপ্নের ইয়র্কারের পরই কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে শুরু হয়েছিল উৎসব। রাতে টিম হোটেলে ফেরার পরও সেই উৎসব চলেছে। রাজস্থানের রক্তপাত ঘটিয়ে প্লে-অফের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার পর কেক কাটা হয়েছে। নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছে দলের কর্ণধার শাহরুখ খানের বার্তাও।

শেষ বল থ্রিলারে ১ রানে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর আজ পুরো দিনটাই ইএম বাইপাস সংলগ্ন আইটিসি সোনার বাংলা হোটেলে বিশ্রাম নিয়েই কাটিয়ে দিলেন আজিঙ্কা রাহানেরা। আর সেই বিশ্রামের মাঝেই বুধবার রাতে ইডেন গার্ডেন্সে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচের পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। আর সেই পরিকল্পনায় স্পিনের বড় ভূমিকা রয়েছে। হতে পারে চেন্নাই সুপার কিংস আগেই প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও বিপক্ষ শিবিরে মাহির উপস্থিতির কারণে চেন্নাইকে নিয়ে বাড়তি সমীহ রয়েছে নাইটদের অন্দরে।

সঙ্গে রয়েছে একটি করে ম্যাচ ধরে প্লে-অফের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যও। গতকাল রাতে ইডেনে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাইটদের রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'আমাদের কাছে সব ম্যাচই এখন ফাইনাল। টানা জিতে যেতে হবে। এর বাইরে আর কিছু ভাবার নেই।' সাফল্যের লক্ষ্যে নাইটদের মন্ত্র এখন 'চরৈবেতি'। তার মাঝে রাতের ইডেনে আইপিএলের ওয়েবসাইটে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়ে আন্দ্রে রাসেল দলের ভাবনা, পরিকল্পনা আরও স্পষ্ট করেছেন। বলেছেন, 'এভাবেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বাকি থাকা সব ম্যাচই এখন আমাদের জন্য ফাইনাল।' দ্রে রাসের আত্মবিশ্বাসী বার্তার মধ্যে রাতের ইডেন জেনে ফেলেছিল আরও একটি তথ্য। ১ রানে অবিশ্বাস্য জয়ের রাতে নাইটদের জোরে বোলার বৈভবের হাত থেকে শেষ যে ইয়র্কারিটা বেরিয়েছিল, সেটা ভুলতে পারছেন না দ্রে রাস। নাইটদের সাফল্যের কান্ডারি রাসেলের কথায়, 'বৈভবের ওই ইয়র্কারিটা মনে থাকবে। দুর্দান্ত জয়ের পর অনেকটা সময় কেটে গেলেও এখন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছি।' এই ঘোরের মধ্যেই গতকাল রাতের ইডেনে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে খেলার প্রস্তাবও পেয়েছেন। সূত্রের খবর, রাসেল মহারাজের প্রস্তাবে সাড়াও দিয়েছেন।

রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচ জয়ের পর গভীর রাতে নাইটদের জন্য শাহরুখের শুভেচ্ছাবার্তাও এসেছে। যেখানে অধিনায়ক রাহানে, অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, রাসেল, সুনীল নারায়ণ, মইন আলি, রহমানুল্লাহ গুরবাজদের ঢালাও প্রশংসা করেছেন বাদশা। অথচ, দলের ২৩.৭৫ কোটির সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ারের নাম একবারের জন্যও শোনা যায়নি কিং খানের বার্তায়। নাইটদের সমাজ মাধ্যমে শাহরুখের বার্তার ভিডিও প্রকাশ হওয়ার পর প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি ভেঙ্কটেশকে নিয়ে মোহভঙ্গ হল নাইটদের? আপাতত প্রশ্নের জবাব নেই। কিন্তু ইঙ্গিত তেমনই।

ফলে ভেঙ্কিকে নিয়ে হতাশা ক্রমে তীব্র হচ্ছে নাইটদের অন্দরমহলেই। প্লে-অফে ভেসে থাকার জন্য দলের অন্দরের এমন পরিবেশ কেকেআরের জন্য ভালো বিজ্ঞাপন নয় একেবারেই।

শেষ ওভারে চোট পাওয়ার পর রিঙ্কু সিংকে সান্ত্বনা সতীর্থদের।

রাজস্থানের বিরুদ্ধে স্বস্তির জয়ের মধ্যেও নাইট শিবিরে আশঙ্কা হিসেবে দেখা দিয়েছিল রিঙ্কু সিংয়ের চোট। রবিবার ইডেনে শেষ ওভারে বাউন্ডারি বাঁচাতে গিয়ে কুঁচকিতে চোট পেয়েছিলেন রিঙ্কু। যদিও সোমবার রাতের দিকে নাইট শিবিরে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, রিঙ্কুর চোট গুরুতর নয়। এদিন তিনি বিন্দাস মেজাজেই ছিলেন। ফলে বুধবার চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে খেলতে হয়তো অসুবিধা হবে না রিঙ্কুর।

মাহিকে চিরকাল রাখতে চায় চেন্নাই

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ মে : বড্ড অচেনা ইডেন গার্ডেন্স!

চারিদিক ফাঁকা। আগ্রহ, উন্মাদনা প্রায় উধাও। অথচ, অনেকদিন পর তিলোত্তমায় মহেন্দ্র সিং ধোনি।

গতকালই কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রাজস্থান রয়্যালসের ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচে ১ রানে জিতে এখনও প্লে-অফ স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখেছে কেকেআর। বুধবার ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ নাইটদের। সেই ম্যাচের প্রতিপক্ষ মহেন্দ্রবাবুর চেন্নাই সুপার কিংস।

গতরাতের ইডেনে নাইটরা যখন রুদ্ধশ্বাস জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ই চেন্নাই থেকে কলকাতায় পা রাখেন ধোনিরা। সোমবার সন্ধ্যার ইডেনে সিএসকে-র অনুশীলন ছিল। আর সেই অনুশীলনে মাহিকে দেখার জন্য মুখিয়ে ছিল ক্রিকেটের নন্দনকানন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামার আগেই শ-খানেক মাহি সমর্থক পৌঁছে গিয়েছিলেন ইডেনের সামনে। কিন্তু হায়!

কোথায় তিনি? সন্ধ্যা প্রায় ছয়টা নাগাদ ইডেনের সামনে যখন চেন্নাইয়ের টিম বাস এসে দাঁড়াল, ধোনি ধোনি পরিচিত চিৎকার উঠেই মিইয়ে গেল। কারণ, সব রয়েছে, কিন্তু তিনি ধোনি নেই। দলের সঙ্গে ইডেনে অনুশীলনে হাজির হলেন না তিনি। এ যেন বিগ্রহ ছাড়া মন্দিরে পুজোর আয়োজন! রবিচন্দ্রন অশ্বীন, শিবম দুবে, আয়ুষ মাত্রে, রাচিন রবীন্দ্ররা হাজির। কিন্তু তাঁদের দেখতে আর কেই বা চান। খোঁজ শুরু হল মাহির। কোথায় তিনি? রাতের দিকে চেন্নাইয়ের অনুশীলনের পর দলের সিইও কাশী বিশ্বনাথনকে ধোনি নিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই চওড়া হাসি নিয়ে তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলে গেলেন, 'কেন ধোনিকে অনুশীলনে আসতেই হবে, এমন নিয়ম আছে নাকি? মনে রাখবেন, মাহি নিজের মর্জির মালিক। ও যা চাইবে, সেটাই হবে।'

ভারতীয় ক্রিকেটের হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা হয়ে ধোনি এখনও আইপিএলে খেলে চলেছেন। দলকে জেতাতে পারছেন না হয়তো, কিন্তু লড়ে যাচ্ছেন। ধোনি আর কতদিন খেলবেন? এটাই কি শেষ আইপিএল নাকি তাঁর? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র চেন্নাইয়ের সিইও বলে দিলেন, 'ধোনি যতদিন চাইবে, খেলবে। সিদ্ধান্তটা পুরোপুরি ওরই। আর ধোনি ক্রিকেট ছাড়লেও ওকে আমরা ছাড়ব না। মাহিকে চিরকাল চেন্নাইয়ের সঙ্গে রেখে দেওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলেছি আমরা।' আজ মাহি অনুশীলনে আসেননি। আগামীকাল আসবেন কিনা, কারও জানা নেই। তবে ধোনিকে সম্মান জানানোর কথা ভাবতে শুরু করেছে সিএবি। বুধবার ম্যাচ শুরুর আগে তাঁর হাতে কিছু স্মারক তুলে দেওয়ার ভাবনা রয়েছে সিএবি-র। কেকেআর বনাম চেন্নাই ম্যাচের আগে ধোনিকে দিয়ে ইডেন বেল বাজানোও হতে পারে।

এদিকে, রাতের ইডেনে চেন্নাইয়ের অনুশীলনের ফাঁকে পিচ নিয়ে ফের নয়া বিতর্কের খবর সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, বুধবারের কেকেআর বনাম চেন্নাই ম্যাচ যে পিচে হবে, সেখানে দিন কয়েক আগে গুজরাট টাইটান্স ম্যাচ হয়েছিল। জানা গিয়েছে, মরশুমের শুরু থেকে কেকেআর কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত বারবার স্পিন সহায়ক পিচের কথা বললেও সহকারী কোচ হিসেবে অভিষেক নায়ারের প্রত্যাবর্তনের পর ছবিটা বদলেছে। নায়ার স্পোর্টিং উইকেট চাইছেন। যা নিয়ে কেকেআরের অন্দরে কোচ বনাম সহকারী কোচের 'যুদ্ধ' শুরু হয়েছে বলে খবর।

টিনএজার আয়ুষ মাত্রেকে ব্যাটিং টিপস মাইক হাসির। ছবি : ডি মণ্ডল

ধোনি যতদিন চাইবে, খেলবে। সিদ্ধান্তটা পুরোপুরি ওরই। আর ধোনি ক্রিকেট ছাড়লেও ওকে আমরা ছাড়ব না। মাহিকে চিরকাল চেন্নাইয়ের সঙ্গে রেখে দেওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলেছি আমরা।
কাশী বিশ্বনাথন
(চেন্নাই সুপার কিংসের সিইও)

গাভাসকার 'মূর্খ'! আক্রমণ পাক প্রাক্তনদের

ইসলামাবাদ, ৫ মে : পহলগাম জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছিলেন সুনীল গাভাসকার। দাবি তুলেছিলেন, এশিয়ান কাউন্সিল ভেঙে পাকিস্তানকে বয়কট করা হোক। দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেটের মতো, আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে না খেলার ডাক দেন।

আজ যাঁর পালটা দিলেন জাভেদ মিয়াঁদাদ সহ পাকিস্তানের একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার। কদর্য ভাষায় বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তিকে আক্রমণ করেছেন পাক ক্রিকেটাররা। 'মূর্খ' বলতে পর্যন্ত ছাড়েনি।

পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার বাসিত আলি বলেছেন, 'মূর্খের মতো মন্তব্য। তদন্ত শেষ (পহলগাম জঙ্গিহানা নিয়ে) না হওয়া পর্যন্ত এরকম মন্তব্য করাটা দায়িত্বজ্ঞানহীন। ক্রিকেটকে সবসময় রাজনৈতিক শত্রুতার উপরে রাখা উচিত।'

প্রাক্তন পাক স্পিনার মুস্তাক আহমেদের মতো রাগের মাথায় কিছু করা বা বলা উচিত নয়। হিতে বিপরীত হতে পারে। যে কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত পরে অনুশোচনার কারণ হতে পারে। তাই কিছু বলা বা করার আগে ভাবা উচিত ছিল। উচিত খেলাধুলাকে রাজনীতির বাইরে রাখা।

প্রতিপক্ষ হিসেবে গাভাসকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন খেলেছেন। বন্ধুত্বও রয়েছে। সেই মিয়াঁদাদ কিছুটা অবাক সানির ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে। পহলগাম ইস্যুতে সানির মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় পাক কিংবদন্তি বলেছেন, 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না সানিভাই এরকম কথা বলেছেন। উনি সবসময় রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছেন।'

প্রাক্তন স্পিনার ইকবাল কাশিমের গলাতেও মিয়াঁদাদের সুর। জানান, গাভাসকার এমন একজন ক্রিকেটার, ভারত, পাকিস্তান, দুই দেশের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়। তাছাড়া রাজনীতি আর খেলাকে গুলিয়ে ফেললে ভুল হবে।

ভারত এশিয়া কাপে যদি না খেলে, সেক্ষেত্রে বিসিসিআইয়ের উচিত নিজেরাই একটা বহুদলীয় টুর্নামেন্টের আয়োজন করা। যেখানে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তানের মতো দেশ অংশ নেবে। সানির যে দাবি মানতে পারেননি বাসিতরা।

পাক ক্রিকেটারদের ইউটিউব চ্যানেলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ভারত। ফলে আয়ের উৎসে টান।

পহলগাম বিতর্কের জের

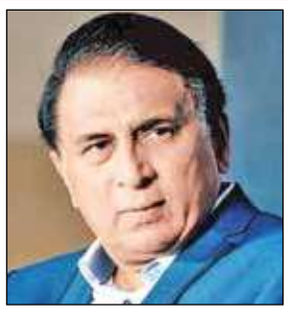

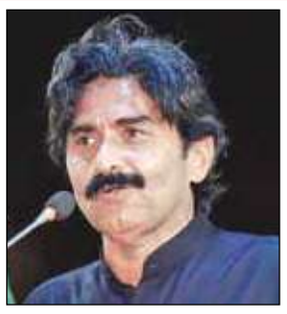

চলতি বছরে ভারত ও শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে এশিয়া কাপ হওয়ার কথা। সানির মতে, পহলগাম কাণ্ডের পর ভারত-পাক সম্পর্ক তলানিতে। পরিস্থিতি না বদলাতে এসিসি (এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিল) ভেঙে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো কিছু দলকে নিয়ে ছোট আকারের কোনও টুর্নামেন্ট হতে পারে।

পাকিস্তানের উপস্থিতিতে ক্ষোভটা গাভাসকারের উপরই উগরে দিয়েছেন বাসিতরা বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

বিসিসিআই সূত্রের খবর, এশিয়া কাপে পাকিস্তানের সঙ্গে না খেলার পক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। বল অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোর্টে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে, সরকারি নির্দেশের উপরই নির্ভর করবে এশিয়া কাপে তাঁরা কী পদক্ষেপ করবেন।

মারমুখী মেজাজে ব্যাটিং অনুশীলনে সূর্যকুমার যাদব।

রাবাদাকে নিয়ে স্বস্তি গুজরাটের

মুম্বই, ৫ মে : দুই দলই ১৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে।

আর একটা জয় মানে প্লে-অফের পথে আরও এক পা বাড়িয়ে রাখা। হার মানে অপেক্ষা পরবর্তী ম্যাচগুলির জন্য। যদিও আগামীকাল দুই প্রতিপক্ষ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, গুজরাট টাইটান্স, কোনও শিবিরই অপেক্ষায় রাজি নন। পাখির চোখ প্লে-অফের টিকিট কার্যত নিশ্চিত করে ফেলা।

লক্ষ্যপূরণের মেজাজ নিয়েই মঙ্গলবার ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুখোমুখি মুম্বই-গুজরাট। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে সুখবর শুভমান গিল-আশিস নেহেরাদের জন্য। গত দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগের সময় ডোপ টেস্টে ধরা পড়ে মাস তিনেকের জন্য নির্বাসিত হয়েছিলেন পেস ব্রিগেডের অন্যতম অস্ত্র কাগিসো রাবাদা।

এদিনই রাবাদার সেই শাস্তি তুলে নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল মুম্বই ম্যাচে না হলেও পরবর্তী ম্যাচে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই তারকা পেসার। ২১ জানুয়ারি ডোপ টেস্টে ধরা পড়লেও দেরিতে নেওয়া শাস্তির ফলে, আইপিএলে শুরুর দিকে বেশ কয়েকটা ম্যাচ গুজরাটের হয়ে খেলেছিলেন রাবাদা। কিন্তু নির্বাসনের ফলে মাঠের বাইরে।

নির্বাসন মুক্তির প্রতিক্রিয়ায় রাবাদা জানান, তাঁর জন্য যাঁদের মাথা হেঁট হয়েছে, তাঁদের সবার কাছে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। ক্রিকেটকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মাঠে ফিরতে পারাটা তাই আনন্দের। একসঙ্গে এই ধাক্কা থেকে শিক্ষা নেবেন।

স্বস্তির মাত্রাটা মঙ্গলবার আরও বাড়িয়ে নিতে বদ্ধপরিকর টিম গুজরাট। প্রথম সাক্ষাৎকারে হোম ম্যাচে মুম্বইয়ে ৩৬ রানে হারিয়েছিল শুভমানের দল। ধারাবাহিকতায় ওঠাপড়া থাকলেও ১০ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফের অন্যতম দাবিদার তাঁরা। তবে বদলে যাওয়া মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ওয়াংখেড়েতে হারানো নিঃসন্দেহে কঠিন চ্যালেঞ্জ।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতিতে জয়ের ডাবল হ্যাটট্রিকে প্লে-অফের দৌড়ে ঢুকে পড়েছে হার্দিক পান্ডিয়া ব্রিগেড। রানে ফেরা রোহিত শর্মা গত কয়েক ম্যাচে মঞ্চ তৈরি করে দিচ্ছেন। যে ভিতে দাঁড়িয়ে ঝড় তুলছেন সূর্যকুমার যাদব, হার্দিকরা। রোহিতের সঙ্গে ভালো শুরু দিচ্ছেন রায়ান রিকেলটনও।

মুম্বইয়ের দৌড় থামাতে মরিয়া গিলরা

গুজরাটের মূল চ্যালেঞ্জ হবে ফর্মে থাকা রোহিতদের থামানো। তবে প্রসিধ কৃষ্ণ, মহম্মদ সিরাজরাও দারুণ ছন্দে। ফলে ওয়াংখেড়েতে ব্যাট-বলের তুল্যমূল্য লড়াইয়ের হাতছানি। একই ছবি শুভমান-বি সাই সুদর্শন-জস বাটলার বনাম জসপ্রীত বুমরাহ-ট্রেন্ট বোল্টদের দ্বৈরথেও।

সবমিলিয়ে আকর্ষণীয় ম্যাচের পূর্বাভাস। ১১ ম্যাচে ১৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকা মুম্বইয়ের জন্য ঘরের যা বদলার ম্যাচও। প্রথম সাক্ষাৎকারে গুজরাটের কাছে হারের হিসেবনিকেশ নেওয়ার বাড়তি তাগিদ প্রত্যাশিত নীতা আম্বানির দলের। এখন দেখার আগামীকাল আইপিএলের চলতি 'নীল ঝড়' (নীল জার্সির মুম্বই টানা ৬টিতে জিতেছে) শুভমানের গুজরাট থামাতে পারে কিনা।

নিউ ইয়র্ক রেড বুলসের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে ম্যাচের পর মাঠ ছাড়ছেন লিওনেল মেসি।

ম্যাচ শেষে একাই মাঠ ছাড়লেন মেসি

ফ্লোরিডা, ৫ মে : টানা ৩ ম্যাচ পরে জয়ে ফিরল লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি। রবিবার রাতে তারা ৪-১ গোলে হারিয়েছে নিউ ইয়র্ক রেড বুলসকে।

তবে জয়ের আনন্দ অনেকটাই ফিকে হয়েছে মেসির অদ্ভুত আচরণে। ম্যাচ শেষে দেখা যায় মায়ামির ফুটবলাররা জয়ের আনন্দে মেতেছেন। কিন্তু মেসি সেই আনন্দে যোগ না দিয়ে একাই মাঠ ছেড়ে ড্রেসিংরুমের দিকে হাঁটা দেন। সতীর্থদের সঙ্গে হাত মেলাতেও দেখা যায়নি বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে। কারণ জানা না গেলেও সামাজিক মাধ্যমে সমর্থকদের চর্চার কেন্দ্রে মেসির এই আচরণ।

তবে ম্যাচের প্রথম ৪০ মিনিটেই ৩-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মায়ামি। ৯ মিনিটে প্রথম জালে বল জড়ান মায়ামির ফাফা পিকাউল্ট। মার্সেলো ওইগানডাট ২-০ করেন ৩০ মিনিটে। তার ঠিক ৯ মিনিটের মাথায় লুইস সুয়ারেজ গোল করেন। তবে প্রথমার্ধের আগেই রেড বুলসের একমাত্র গোলশোধ করেন মহম্মদ সোফো। এরপর ৬৭ মিনিটে রেড বুলসের কফিনে শেষ পেরেক পোঁতেন মেসি।

আর সহ অধিনায়ক নন বুমরাহ, দৌড়ে এগিয়ে শুভমান

নয়াদিল্লি, ৫ মে : আইপিএল শেষ হতে না হতেই বিলেত সফর।

জুন মাসে পাঁচ ম্যাচের ম্যারাথন টেস্ট সিরিজ খেলতে ইংল্যান্ডে পা রাখবে টিম ইন্ডিয়া। গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বৈরথের আগে ভারতীয় দল, টিম ম্যানেজমেন্ট, থিংকট্যাংক নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। দলে থাকলেও অধিনায়কের ভূমিকায় রোহিত শর্মাকে দেখা যাবে কিনা, জল্পনা অব্যাহত।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অধিনায়কত্ব নিয়ে রোহিতকে কোনও নিশ্চয়তা তারা দিতে নারাজ। রোহিতকে নিয়ে চলতি জল্পনার মাঝেই নতুন বিতর্ক জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে। বোর্ডের অন্দরমহলের খবর, বুমরাহকে সহ অধিনায়ক পদ থেকে ছাঁটাই করা হচ্ছে। সৌজন্যে বুমরাহর চোট প্রবণতা।

গত অস্ট্রেলিয়া সফরে রোহিতের অনুপস্থিত পাঁচটির মধ্যে দুইটি টেস্টে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু বারবার চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া বিপক্ষে যাচ্ছে। চোটপ্রবণ কাউকে কাউকে ভবিষ্যৎ

প্রথম ব্যাচ ইংল্যান্ড যাবে ২৫ মে

অধিনায়ক হিসেবে ভাবা কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। চিকিৎসকরাও জানিয়ে দিয়েছেন, টানা টেস্টের ধকল নিতে পারবে না বুমরাহর শরীর।

রবি শাস্ত্রীর মতো প্রাক্তনদের মতে, টানা তিনটের বেশি টেস্ট খেলানো ঝুঁকি হবে। সবকিছুর মিলিত যোগফল, বুমরাহকে

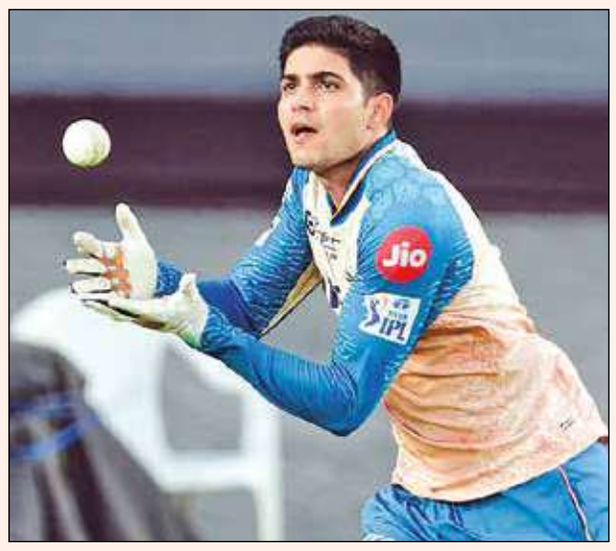

দলের ডেপুটির গুরুভারও। দৌড়ে ঋষভ পন্থও রয়েছেন। তবে চলতি ফর্ম, ব্যর্থতা ঋষভের বিপক্ষে যাচ্ছে।

অধিনায়ক রোহিতকে নিয়েও অনিশ্চয়তা জারি। ইংল্যান্ড সিরিজ দিয়েই নতুন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্ত শুরু করবে ভারতীয় দল। ৩৮ বছরের রোহিতের পক্ষে এই তিন বছর খেলা সম্ভব নয়। অথচ, ডেপুটির পদ থেকে সরিয়ে নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনা। বোর্ডের অন্দরমহলে কান পাতলে যে নামটা সবথেকে বেশি শোনা যাচ্ছে সেটা হল শুভমান গিল।

শুভমানকে ইতিমধ্যেই টি২০ ও ওডিআই দলের সহ অধিনায়ক করা হয়েছে। এবার সম্ভবত টেস্ট

হেডকোচ গৌতম গম্ভীর চাইছেন এমন কাউকে, যাকে নিয়ে আগামীর রণকৌশলও তৈরি করতে পারবেন, দলকে দিশা দেখাতে সক্ষম হবেন।

আগামীর যে অঙ্কটা বিলেত সফর দিয়েই শুরু করার ইচ্ছে গম্ভীর পোষণ করেছেন নির্বাচক কমিটি, বোর্ডের কাছেও। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শীর্ষ বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন, এক সিনিয়ার খেলোয়াড়ও অধিনায়ক হতে চাইছে। কিন্তু গম্ভীর 'স্টপগ্যাপ' পদক্ষেপের বিরুদ্ধে। পাকাপাকি বন্দবস্তে নতুন কাউকে হটসিটে দেখা যাবে কিনা, সেটাই দেখার।

এদিকে, ইংল্যান্ড সিরিজের দামামা বাজিয়ে ২৫ মে আইপিএল ফাইনালের দিনেই বিলেত সফরে রওনা দেবে ভারতীয় দলের প্রথম ব্যাচ। মূলত প্লে-অফে জায়গা না পাওয়া টেস্ট দলের খেলোয়াড়রাই প্রথম ব্যাচে থাকবে। ফাইনালের পর একে একে বাকি দল। টেস্ট সিরিজের আগে ভারতীয় 'এ' দলের ইংল্যান্ড সফর রয়েছে। 'এ' দলের সঙ্গেই রওনা দেবে প্রথম ব্যাচ।

ভারতীয় 'এ' দল ইংল্যান্ড 'এ'-র বিরুদ্ধে তিনটি চারদিনের ম্যাচ খেলবে। প্রথম ম্যাচ ৩০ মে ক্যান্টারবেরিতে। আগামী প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখে প্রথম ব্যাচে একাধিক খেলোয়াড় 'এ' সিরিজে অংশ নিতে পারে। এমনকী সেখানকার পরিস্থিতি বুঝতে ২০ জুন শুরু টেস্ট সিরিজের অনেক আগেই 'এ' দলের সঙ্গে গম্ভীরের যাওয়ার কথা। সবমিলিয়ে আইপিএল জ্বরের মাঝেই বিলেত সফরের নীল নকশার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ফল কী হয়, উত্তর সময়ের হাতে।

কেরিয়ারের প্রথম খেতাব জয়ের পর সতীর্থ ও বন্ধুদের সঙ্গে সেলিব্রেশনে হ্যারি কেন।

কেরিয়ারের প্রথম শিরোপা কেনের

মিউনিখ, ৫ মে : অবশেষে শাপমুক্তি। ট্রফির খরা কাটিয়ে চ্যাম্পিয়ন হ্যারি কেন।

ফুটবল কেরিয়ারের সূচনা হয়েছিল ২০১০ সালে। তাও টটেনহাম হটস্পারের মতো ক্লাবের হয়ে। কিন্তু কেরিয়ারের প্রথম ট্রফির স্বাদ পেতে ১৫ বছর সময় লাগল হ্যারি কেনের। রবিবার ফ্রেইবুর্গের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে বেয়ার লেভারকুসেন। জাভি অলন্সোর দল পয়েন্ট নষ্ট করায় চ্যাম্পিয়ন হয় বায়ার্ন মিউনিখ। সেইসঙ্গে ১৫ বছরের অপেক্ষা কাটিয়ে খেতাব জয় ইংলিশ গোলমেশিন কেনের।

নিজের ফুটবল কেরিয়ারের প্রথম ১৩ বছর কেন ছিলেন টটেনহামে। এইসময় একাধিক ফাইনাল খেলেও কোনও ট্রফির দেখা পাননি। খালি হাতে ফিরতে হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল থেকেও। ইপিএল শিরোপাও হাতছাড়া হয়েছে। কেবলমাত্র ট্রফি জয়ের জন্য হোয়াইট হার্ট লেন থেকে সরাসরি আলিয়াঞ্জ এরিনায় পা রাখেন 'থ্রি লায়ন্স' অধিনায়ক।

কেন বায়ার্নে যোগ দেওয়ার মরশুমেই বুন্দেশলিগা হাতছাড়া করে বাভারিয়ানরা। এর আগে টানা ১১ বছর ধরে বুন্দেশলিগা কার্যত বায়ার্ন লিগায় পরিণত হয়েছিল। অনেকেই

বুন্দেশলিগা ফের বায়ার্ন লিগা

বলতে শুরু করেন, কেনের দুর্ভাগ্য এখানেও পিছু ছাড়ছে না। তবে, এই মরশুমে কিন্তু ফের বুন্দেশলিগার শিরোপা বায়ার্নের দখলে। আপাতত ৩২ ম্যাচে ৭৬ পয়েন্ট পেয়েছে বায়ার্ন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা লেভারকুসেনের থেকে ৮ পয়েন্টে এগিয়ে তারা। এখনও লিগে ২টি ম্যাচ বাকি রয়েছে বায়ার্নের।

শনিবারই খেতাব নিশ্চিত হয়ে যেত বায়ার্নের। কিন্তু ৩-৩ গোলে আরবি লিপজিগের বিরুদ্ধে ড্র হওয়ায় রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ভিনসেন্ট কোম্পানির দলকে। এটি বায়ার্নের ৩৪তম বুন্দেশলিগা খেতাব।

নিজের কেরিয়ারের প্রথম খেতাব জেতার পর হ্যারি কেন সমাজমাধ্যমে সতীর্থদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠার একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ক্যাপশনে লেখেন, 'আমরাই চ্যাম্পিয়ন'। বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনুভূতি অসাধারণ। দলের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাতে চাই। আমাদের দলগত সংহতির ফসল বুন্দেশলিগা জয়।'

বৃষ্টিতে পণ্ডশ্রম কামিন্সদের

দিল্লি ক্যাপিটালস-১৩৩/৭

হায়দরাবাদ, ৫ মে : মাথার উপর মেঘলা আকাশ। ঝিরঝির বৃষ্টিও পড়ল। ফলে বল নড়ল শুরু থেকেই। পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ঘরের মাঠে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে প্রথম স্পেলে বাজিমাত প্যাট কামিন্সের। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ অধিনায়কের শুরুর ধাক্কা সামলে আশুতোষ শর্মা (২৬ বলে ৪১) ও ট্রিস্টান স্টাবসের (অপরাজিত ৪১) প্রতিরোধে দিল্লি চ্যালেঞ্জিং স্কোরে পৌঁছায়। যদিও তা কাজে আসেনি।

ম্যাচের প্রথম বলে করুণ নায়ারকে (০) ফিরিয়ে খাতা খোলেন কামিন্স (১৯/৩)। নিজের পরের দুই ওভারে তিনি তুলে নেন ফাফ ডুপ্লেসি (৩) ও অভিষেক পোড়েলকে (৮)। টি২০-তে পাওয়ার প্লে-তে এই নিয়ে তিনবার তিন বা তার বেশি উইকেট নিলেন কামিন্স। ব্যর্থ হন লোকেশ রাহুলও (১০)। বোলিং সহায়ক পিচে কামিন্সকে সংগত করেন জয়দেব উনাদকাত (১৩/১), এশান মালিঙ্গারা (২৮/১)। ৬২/৬ থেকে খেলা ধরেন আশুতোষ ও স্টাবস। তাঁদের ৬৬ রানের পার্টনারশিপে একশো পেরোয় দিল্লি। শেষপর্যন্ত দিল্লি থামে ১৩৩/৭ স্কোরে। দিল্লির ইনিংস শেষ হতেই ফের মুষলধারায় বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি থামলেও পরে আর খেলা শুরু করা যায়নি। দুই দলকেই ১ পয়েন্ট করে দেওয়া হয়। এই পয়েন্ট ভাগে এবারের মতো প্লে-অফের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেল সানরাইজার্সের।

দাবি ১ কোটি টাকা

মৃত্যুহুমকি সামিকে

আমরোহা, ৫ মে : গৌতম গম্ভীরের পর এবার মৃত্যুহুমকি মহম্মদ সামিকে। রবিবার সন্ধ্যায় রাজপুত সিদ্ধার নামে এক যুবক সামিকে ই-মেল করে খুন করার হুমকি দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সামির দাদা হাসিব আহমেদ আমরোহার সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনে করা এফআইআর-এ জানিয়েছেন, গতকাল সন্ধ্যায় সামি একটি ই-মেল পেয়েছেন। এদিন সকালে আরও একটি ই-মেল আসে তাঁর কাছে। যেখানে বলা হয়েছে, ১ কোটি টাকা না দিলে সামিকে খুন করা হবে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সোমবার তাঁর দল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ খেলতে নেমেছিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে সামিকে একাদশে রাখা হয়নি।

নিজের প্রথম তিন ওভারে ৩ উইকেট নিয়ে উল্লাস প্যাট কামিন্সের।

টুটুকে নিয়ে সিদ্ধান্ত হল না সভায়

টেকনিকাল সমস্যায় ট্রান্সফার ব্যান বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মে : ট্রান্সফার ব্যান মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

মরশুম শেষ হতে না হতেই দুঃসংবাদ সবুজ-মেরুন শিবিরে। গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোতে কোনও ভারতীয় ফুটবলার নিতে পারবে না মোহনবাগান। এমনটাই জানিয়েছে ফিফা। তবে বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত নয় ক্লাব ম্যানেজমেন্ট। কারণ যে কারণে তাদের ট্রান্সফার ব্যানের মুখোমুখি হতে হয়েছে তা খুব গুরুতর কোনও অপরাধ নয়। মূলত ফিফার একটি নিয়মের গ্যাঁড়াকলে আটকেই এই নির্বাসনের মুখোমুখি মোহনবাগান। দুই মরশুম আগে জেসন কামিংসকে সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিনার্স থেকে নেওয়ার সময়ে একটি নিয়ম সঠিকভাবে পালন করেনি তারা। ফিফার নিয়মে কোনও ক্লাব থেকে ফুটবলার নেওয়া হলে ট্রান্সফার ফি দেওয়ার সময়ে সলিডারিটি ট্রান্সফার বলে একটি অংশ তাতে থাকে। এই সলিডারিটি ফান্ডে যে অর্থ দেওয়া হয় তা মূলত সংশ্লিষ্ট ক্লাবের ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টের কাজে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কামিংসকে সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিনার্স থেকে নেওয়ার সময়ে এই টাকা মোহনবাগান না দেওয়াতেই তাদের এদিন নির্বাসিত করে ফিফা। যদিও মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট সূত্রের খবর, তারা নাকি এই টাকা এর আগে অনলাইনে পাঠানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। টাকার অঙ্কও খুব বড় নয়। কয়েক লক্ষ টাকার জন্যই এই সমস্যা বলে তারা জানাচ্ছে। তবে এই নির্বাসনের চিঠির পর এবার মোহনবাগানের তরফে ফিফার কাছে মেল করে জানতে চাওয়া হচ্ছে, কী কারণে বারবার ভুল হচ্ছে এবং কেন টাকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের আশা, দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

এদিকে, এদিন মোহনবাগান ক্লাব কার্যনির্বাহী কমিটি একটি বিশেষ সভা ডাকে সভাপতি টুটু বসুর পদত্যাগ করা নিয়ে। সভার পর ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত জানান, 'সভাপতি পদ থেকে টুটুবাবু পদত্যাগ করার ইচ্ছাপ্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন সেই নিয়ে আমাদের বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আমরা কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।

আইসিএসসি-তে তৃতীয় হওয়া মোহনবাগান সমর্থক সম্পূর্ণা সিনহাকে সোমবার ক্লাবের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হল।

ফলে ঠিক হয়েছে, এই বিষয়ে আমরা পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত নেব।' এদিনের সভায় অবশ্য সহ সভাপতি সহ বহু সদস্যই অনুপস্থিত ছিলেন। এমনকি যাঁর মন্তব্য ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত সেই সৌমিক বসুও আসেননি। এদিন সভার পর আইসিএসসি-তে তৃতীয় হওয়া সম্পূর্ণা সিনহাকে সংবর্ধিত করা হয় ক্লাবের তরফ থেকে। কারণ এই সম্পূর্ণা মোহনবাগান ক্লাবের একনিষ্ঠ সমর্থক। এতটাই তিনি ক্লাবকে ভালোবাসেন যে আইসিএসসি-র অঙ্ক পরীক্ষার আগের দিন খেলা দেখতে যুবভারতীতে উপস্থিত ছিলেন। কারণ ওই ম্যাচেই ওডিশা এফসি-কে হারিয়ে আইএসএল লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। সম্পূর্ণা বলেছেন, 'অনেকের অনেক দেবতা থাকে, যার কাছে মানুষ প্রার্থনা করে সাফল্যের জন্য। আমার একটাই দেবতা। আর সেটা হল চিংড়ি দেবতা।' তাঁর বাবা সুপ্রিয় সিনহাও উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম হন ১৯৯৫ সালে। সেবারও তাঁর সমর্থনের কথা জেনে ক্লাব থেকে মিষ্টি পাঠানো হয়। এদিন দেবাশিস দত্ত জানান, আপাতত সদস্যপদ নেওয়া বন্ধ আছে আসন্ন নির্বাচনের জন্য। কিন্তু যারাই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তাদের কাছেই সম্পূর্ণাকে আগামীতে সদস্যপদ দেওয়ার জন্য এই কমিটি সুপারিশ করে রাখল।

সান সিরোতে ইয়ামালই মাথাব্যথা ইন্টারের

মিলান, ৫ মে : আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু সতর্ক। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগ খেলতে নামার আগে এমনটাই মনোভাব ইন্টার মিলান কোচ সিমোনে ইনজাঘির। আগের লেগে ২ গোলে এগিয়েও বার্সেলোনার বিরুদ্ধে ৩-৩ গোলে ড্র করতে হয়েছিল ইন্টারকে।

এবার কী হবে? ঘরের মাঠে কী ইন্টারের বিজয় পতাকা উড়বে? নাকি সেমিফাইনালের প্রথম লেগকে স্রেফ অঘটন বলেই প্রমাণ করবে বার্সা। উত্তর জানতে গেলে ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ফুটবলপ্রেমীদের।

আগের লেগে বার্সা রক্ষণের ভঙ্গুরদশা সবার চোখে পড়েছে। তার ওপর দ্বিতীয় লেগে খেলছেন না জুলেস কুন্দে। ম্যাচটা আবার নিজেদের ঘরের মাঠে। আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থাকার কথা ইন্টার মিলানের। কিন্তু প্রতিপক্ষ দলটার নাম বার্সেলোনা। দলে রয়েছেন লামিনে ইয়ামালের মতো তারকা যিনি ব্যক্তিগত নৈপুন্যে ম্যাচ বার করার ক্ষমতা রাখেন। দলে ফিরছেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি নামক এক পোলিশ গোলমেশিন। তাই ঘরের মাঠে খেলতে নামার আগে অস্বস্তির কাঁটা বিঁধেই রয়েছে মিলান শিবিরে। ইন্টার কোচ সিমোনে ইনজাঘি তো বলেই দিলেন, 'আগের

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

ইন্টার মিলান বনাম বার্সেলোনা

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিটে
স্থান : মিলান
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

ম্যাচটা নিয়ে ভাবছি না। দলের সবাই এই ম্যাচটার গুরুত্ব জানে। এটা সেমিফাইনাল হলেও আমরা ফাইনাল ম্যাচ মনে করে মাঠে নামব। ঘরের মাঠে নিজেদের সেরাটা দিতে মরিয়া থাকবে সবাই।' বার্সার বিরুদ্ধে লওটারো মার্টিনেজ ও বেঞ্জামিন পাভার্ডকে প্রথম একাদশে রাখা নিয়ে একটু সংশয়ে রয়েছেন ইন্টার কোচ। তেমনই সংশয়ে রয়েছেন ফেডেরিকো ডিমার্কো নাকি কার্লোস অগাস্টো, কাকে প্রথম একাদশে রাখবেন।

বার্সার 'বিস্ময় বালক' লামিনে ইয়ামাল আটকাতে অন্য পরিকল্পনা করছেন ইনজাঘি। পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, 'লামিনের কাছে বল পৌঁছাতে দেওয়া যাবে না। এমনিতে ওকে আটকানো প্রচণ্ড কঠিন। লামিনেকে আমরা আলাদা করে নজরে রাখব।'

ইন্টারের বিরুদ্ধে ডিফেন্সে পাউ কুবারসি এবং রোনাল্ড আরাউহো জুটিই ভরসা বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের। দুই সাইড ব্যাকে এরিক গার্সিয়া ও ইনিগো মার্টিনেজ খেলবেন। মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন সুস্থ হলেও গোলে কিন্তু ওজসিয়েচ সেজনি খেলবেন। তবে আশার কথা, এই ম্যাচে ফিরছেন লেওয়ানডস্কি। এই পোলিশ গোলমেশিনই তুরুপের তাস হতে চলেছে ফ্লিকের।

লিভারপুল ছাড়ছেন আর্নল্ড

লন্ডন, ৫ মে : সব জল্পনার অবসান। চলতি মরশুম শেষেই ক্লাব ছাড়ছেন ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড। সোমবার সরকারিভাবে নিজের ক্লাব ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন আর্নল্ড। তিনি বলেছেন, 'বিগত ২০ বছর ধরে লিভারপুলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। এখন আমার মনে হয়েছে, এটাই সঠিক সময় ক্লাব ত্যাগ করার। আগামী মরশুমে নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে চাই।'

মাত্র ছয় বছর বয়সে লিভারপুল অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন আর্নল্ড। তারপর বয়সভিত্তিক দল পেরিয়ে ২০১৬ সালে লিভারপুলের সিনিয়ার দলের হয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে তাঁর। এখনও পর্যন্ত রেডস শিবিরের হয়ে ৩৫২ ম্যাচে ২৩ গোল ও ৯২ অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ইপিএল সহ আটটি ট্রফি। আগামী ১ জুন তাঁর সঙ্গে লিভারপুলের চুক্তি শেষ হচ্ছে। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, চুক্তি শেষ হওয়ার পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে পারেন তিনি।

প্রথম ডিভিশনের দলবদল শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ মে : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের দলবদল মঙ্গলবার শেষ হয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে পরিষদের দপ্তরে শেষদিনে ৬৫ জন দলবদল করেছেন বলে ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'প্রথম দুইদিন না করলেও মঙ্গলবার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব মূলত দল গুছিয়েছে। ২৩ মে থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম ডিভিশন ফুটবল শুরু হতে পারে।'

আর্য সমিতিতে দাবা ১১ তারিখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ মে : দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার সহযোগিতায় আর্য সমিতিতে ১১ মে দাবা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে। আর্য সমিতির সচিব রানা দে সরকার জানিয়েছেন, ওপেন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন রাইমোহন সাহা ট্রফি পাবে। বয়স বিভাগের ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি রাখা হয়েছে অলোক সেনগুপ্ত ও পারিজাত মিত্রের নামে। প্রতিযোগিতায় ওপেন, মহিলা ও ভেটেরান্স বিভাগ ছাড়াও অনূর্ধ্ব-৮, ১০ ও ১৫ বিভাগ রাখা হয়েছে। সবমিলিয়ে প্রতিযোগিতায় ৬৫ হাজার টাকা পুরস্কারমূল্য থাকছে। রানা বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গ ছাড়াও নেপাল, সিকিম, বিহার থেকে দাবাড়ুরা আসবে। এখানে খেলতে দেখা যাবে সদ্য আন্তর্জাতিক মাস্টার (আইএম) নর্ম পাওয়া শিলিগুড়ির সম্যক ধারেয়াকে। আশা করছি, প্রতিযোগীর সংখ্যা ২০০ ছাপিয়ে যাবে।' জেলা দাবা সংস্থার সচিব বাবলু তালুকদার বলেছেন, 'শিলিগুড়িতে দাবা প্রতিযোগিতার সংখ্যা বাড়াতে আমরা চাই এভাবেই সমস্ত ক্লাব এগিয়ে আসুক। আমরা বিশ্বাস করি, ছেলেমেয়েরা যত বেশি খেলার সুযোগ পাবে তত নিজেদের উন্নতি করার সুযোগ পাবে।'

জয়ী বাবুল-দুলাল

বাগডোগরা, ৫ মে : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের নৃপেন্দ্রনাথ দাস ও মলিনা চক্রবর্তী ট্রফি অকশন ব্রিজে সোমবার জিতেছেন বাবুল পালচৌধুরী-দুলাল ঘোষ। একইসঙ্গে জয় পেয়েছেন অভিজিৎ হালদার-রতন সাহা, প্রদীপ সিংহ-কান্তি ধর, বিকাশ চৌধুরী-বিজয় সরকার, প্রণব দাস-রঞ্জন সরকার, সুশান্ত ঘোষ-দিলীপ ভৌমিক, বাদল রায়-এম সূত্রধর।

ট্রফি ও শংসাপত্র নিয়ে শ্রেয়া ধর ও দয়িতা রায়।

চ্যাম্পিয়ন দয়িতা, শ্রেয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ মে : উত্তর দিনাজপুরে রাজ্য র‍্যাংকিং স্টেজ টু টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির দয়িতা রায় ও শ্রেয়া ধর। দয়িতা অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের বিভাগে ফাইনালে দেবান্না আরিকে হারিয়েছে। শ্রেয়া অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিভাগে ফাইনালে অহনা সেনগুপ্তর বিরুদ্ধে জয় পায়। শ্রেয়া ও দয়িতা বিবেকানন্দ ক্লাব তিস্তা-তোর্ষা টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিকে মৃণ্ময় চৌধুরীর অধীনে প্রশিক্ষণ নেয়।

'ধোনিকে ফোন করো, পুরোনো ভিডিও দেখো'

ধরমশালা, ৫ মে : আরও একটা ম্যাচ, আরও একটা ব্যর্থতার রাত। চলতি আইপিএলে যা রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ কোটির ঋষভ পন্থের। লখনউ সুপার জায়েন্টস হারছে, ঋষভেরও ব্যাডপ্যাচ কাটার কোনও লক্ষণ নেই। ১০ ইনিংসে মাত্র ১২৮ রান সেটারই প্রমাণ। সমালোচনায় জেরবার লখনউ অধিনায়ক ঋষভকে রানে ফেরার জন্য অভিনব পরামর্শ দিলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ। মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নিজের আদর্শ মানেন পন্থ। সুযোগ পেলেই মাহির থেকে পরামর্শ নেন। এবারও সেই টিপস দিয়েছেন বীরু। ঋষভের উদ্দেশে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ওপেনার শেহবাগ বলেছেন, 'ফোন হাতে নাও, কারোর সঙ্গে কথা বলো। যদি ধোনি তোমার রোল মডেল হয়ে থাকে তাহলে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করো। টানা অফফর্মের মধ্যে দিয়ে গেলে নিজের মধ্যেই অনেক সময় সন্দেহ তৈরি হয়। যা কাটিয়ে ওঠার জন্য কথা বলাটা জরুরি।'

ঋষভকে পরামর্শ শেহবাগের

রবিবার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হারের পর প্লে-অফে পৌঁছাতে লখনউকে বাকি তিনটি ম্যাচই জিততে হবে। গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে দলও পন্থের দিকে তাকিয়ে থাকবে। যার জন্য শেহবাগের পরামর্শ, 'ঋষভের উচিত ওর নিজের ব্যাটিংয়ের পুরোনো ভিডিও দেখা। আইপিএলে ও ভারতের হয়ে একাধিক দুর্দান্ত ইনিংস রয়েছে ওর। সেগুলি দেখলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। চোট পাওয়ার আগের ঋষভের চেয়ে এখনকার ঋষভ অনেকটাই আলাদা। ও যেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। অনেক সময় দৈনন্দিন রুটিন ব্যাহত হলে তার প্রভাব খেলায় পড়ে। ঋষভকে বলব অনুশীলন, জিম, ঘুমে যেন কাটছাঁট না করে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা মানিক রুইদাস - কে

25.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 66E 55749 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার মতো একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ মানুষের জন্য এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতা মোটেও সাধারন ব্যাপার নয়, যা আমাকে একজন দায়িত্বশীল করে তুলেছে। ডিয়ার লটারি আমার মতো অনেক সাধারণ মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।